মোগল মসনদ

ঐতিহাসিক নাটক

ক্যালকাটা থিয়েটার্সে (নাট্যনিকেতনে) অভিনীত

প্রথম অভিনয়—বুধবার—১৬ই আষাঢ়—১৩৩৭

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ রাহা

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

এক টাকা

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের পক্ষে ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে
শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

উৎসর্গ

স্বর্গীয়া সরলাবালা ঘোষ

স্নেহময়ী শ্বশ্রূমাতার

পুণ্য স্মৃতির

উদ্দেশে—

অধম সন্তান

সুধীন্দ্র

—ব'লবার কথা—

'মোগল মসনদে'র মঞ্চাভিনয় সাফল্যমণ্ডিত ক'রবার জন্য ক্যালকাটা থিয়েটার্সে'র স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত যশোদানারায়ণ ঘোষ ও সর্ব্বাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত সুধীর গুহ আয়োজন ক'রেছেন অসাধারণ—অর্থব্যয় ক'রেছেন অকাতরে! তাঁদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

নাটকের গানগুলি রচনা ক'রেছেন সুকবি শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার রায়।

'মোগল মসনদে'র জনপ্রিয়তার মূলে আছে যে সব গুণী ও শিল্পীর সমবেত চেষ্টা—তাঁদের আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন ক'রছি।

নাট্যকার

চরিত্র-পরিচয়

আকবর	দিল্লীর তরুণ বাদশা
বাইরাম	ঐ অভিভাবক—রাজপ্রতিনিধি
মুনিম খাঁ	উজীর
পীরমহম্মদ	বাইরামের দেওয়ান
আদম খাঁ	মাহুম আঙ্গার পুত্র
বীরবল	অজয়গড় দুর্গাধিপতি—আকবরের বন্ধু
উদ্ধব	ঐ অনুচর
হায়দার	সৈন্যাধ্যক্ষগণ
আলি আহম্মদ	সৈন্যাধ্যক্ষগণ
দেলওয়ার	সৈন্যাধ্যক্ষগণ
রহমৎ	সৈন্যাধ্যক্ষগণ
রোস্তম	সৈন্যাধ্যক্ষগণ

নাগরিকগণ, ওমরাহগণ, সৈনিকগণ, রক্ষিগণ ইত্যাদি

মাহুম আঙ্গা	আকবরের ধাত্রীমাতা
সিতারা	আকবরের বাগ্দত্তা
লালী	বীরবলের বাগ্দত্তা
দিলারা	নর্ত্তকী

বাঁদী ও নর্ত্তকীগণ

সংগঠনকারিগণ

স্বত্বাধিকারী	শ্রীযশোদানারায়ণ ঘোষ
সর্ব্বাধ্যক্ষ	শ্রীসুধীর গুহ
নাট্য পরিচালক	শ্রীনরেশ মিত্র
গীতিকার	শ্রীহেমেন রায়
সুর-সংযোজক	শ্রীঅমর বসু
নৃত্য-পরিকল্পয়িত্রী	শ্রীমতী নীহারবালা
পটশিল্পী	শ্রীমণীন্দ্র দাস (নানুবাবু)
স্মারক	শ্রীমণিমোহন চট্টোপাধ্যায়
হারমোনিয়াম বাদক	শ্রীহরিদাস মুখোপাধ্যায়
বংশীবাদক	শ্রীশরদিন্দু ঘোষ
সঙ্গতী	শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস
বেহালাবাদক	সেখ মমতাজ মিঞা
টেনর বাদক	শ্রীসন্তোষ দে
সেলো বাদক	শ্রীক্ষীরোদ গাঙ্গুলী
পিয়ানো বাদক	শ্রীকুমুদ ভট্টাচার্য্য

প্রথম রজনীর অভিনেতৃবৃন্দ

আকবর	শ্রীভূমেন রায়
বাইরাম	শ্রীসন্তোষ দাস
মুনিম খাঁ	শ্রীজীবন চট্টোপাধ্যায়
পীরমহম্মদ	শ্রীপশুপতি সামন্ত
আদম খাঁ	শ্রীখগেন দাস
বীরবল	শ্রীশৈলেন চৌধুরী
উদ্ধব	শ্রীরজনী ভট্টাচার্য্য
হায়দার	শ্রীফণী গাঙ্গুলী
দেলওয়ার	শ্রীপবিত্র ভট্টাচার্য্য
রহমৎ	শ্রীসুবল ঘোষ
আলি আহম্মদ	শ্রীপূর্ণ দাস
নাগরিকগণ	শ্রীবিমল ঘোষ, যুগল দত্ত শ্রীদেবেন ভৌমিক, অমূল্য হালদার
মাহুম আঙ্গা	শ্রীমতী নিরুপমা
সিতারা	শ্রীমতী শান্তি গুপ্তা
দিলারা	শ্রীমতী রাণীবালা
লালী	শ্রীমতী বীণাপাণি
নর্ত্তকীগণ	শ্রীমতী বীণাপাণি (কেলো), মুকুলমালা, সুবাসিনী, পরীরাণী, কমলাবালা, স্নেহলতা, আশালতা, মীরা, মেনকা, সরলা, নির্ম্মলা, সরস্বতী, আঙ্গুর, উমাসুন্দরী।

মোগল মসনদ

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

দিল্লীর উপকণ্ঠে রাজপথ—জনতা। পথচারিগণের সম্মুখে দাঁড়াইয়া দুইটী রমণী নৃত্য করিতেছে—একটী বাটীর অলিন্দে দাঁড়াইয়া আদমর্খার সহকারী ধনপৎ নৃত্য দেখিতেছে

নৃত্যশেষে রমণীদ্বয়ের প্রস্থান

১ম নাগরিক। মেয়ে দুটো নাচে ভালো—কিন্তু চেহারায় কিচ্ছু নেই!

২য় নাগরিক। নাঃ—শুক্‌নো কাঠ একেবারে!

৩য় নাগ। চেহারায় কিছু থা'কলে কি আর ধনপৎ খুড়ো চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে ওখানে? (ইঙ্গিতে অলিন্দ প্রদর্শন)

২য়। হেঃ হেঃ হেঃ—যা ব'লেছ!

১ম। কিন্তু যাই বল—বাহাদুর লোক বাবা আমাদের ধনপৎ খুড়ো!

২য়। নয় আবার? কি রকম পয়সা কামা'চ্ছে—বল দেখি! দশ দশ আসরফি ফি আউরৎ! তারপর এদিক ওদিক ত র'য়েইছে!

৩য়। পয়সা কামানোর কথা যদি তুললে—তবে অনুপসিংয়ের মেসোর ভাইপো—ওই যে কি নাম তার—তার কাছে ধনপৎ কিচ্ছু নয়! এক একটী আউরৎএর সন্ধান এনে দেয়—আর মনিবের ঠেঁয়ে বকশিষ বাগিয়ে নেয়—তা কে জানে পঞ্চাশ—কে জানে পাঁচশো! আমীর ওমরাওদের ভেতর দিল উঁচু শেরওয়ানী সাহেবের—পছন্দ মাফিক পেলে তঙ্কার তোয়াক্কা থোড়াই রাখে!

২য়। কিসের জন্য রাখবে? খাঁ খানানের পেয়ারের দোস্ত—মালখানা, তোষাখানা, খাজাঞ্চীখানা সবই ত তার তাঁবে! বাদশা ত ব'লতে গেলে সেই!

১ম। তা যদি বল—আমাদের ধনপৎ খুড়োর মনিবটীও বড় কম যান না! খাজাঞ্চীখানায় ক' খান মোহর থাকে শুনি? বাদশাই দৌলত সবই ত থাকে হারেমে! আর হারেমের মালিক হ'ল মাহুম আঙ্গা! আর তারই পেয়ারের লেড়কা হ'ল আদম খাঁ! তার কি পয়সার অভাব? মরজি যদি হয়—মোহর ঢেলে যমুনা ভরাট ক'রে দিতে পারে রাতারা'ত!

নেপথ্যে। তফাৎ—তফাৎ—সামাল—সামাল!

২য়। ওঃ বাবা—বাদশা এত সকালে?

৩য়। বাদশার আবার সকাল বিকেল কি বাবা? হয় হাতীর লড়াই—নয় চিতে বাঘের দৌড়—ও ত লেগেই আছে! সখের প্রাণ—কাঁচা বয়েস!

নেপথ্যে আকবর। হাওয়াই! রণবাঘা!

১ম নাগ। উঃ—হাতী দু'টো ছুটেছে দেখ!

২য় নাগ। হাওয়াইয়ের পিঠ থেকে লাফিয়ে প'ড়ছে রণবাঘার পিঠে—আবার রণবাঘার পিঠ থেকে—

৩য় নাগ। একবার যদি ফ'সকে দু'টো হাতীর মাঝখানে পড়েন—দিল্লীর বাদশাই তক্ত খালি হয় সঙ্গে সঙ্গে!

১ম। কোন্ দিকে নিয়ে গেল বল দেখি—হাতী দু'টো?

২য়। যমুনা পেরিয়ে গেল বোধ হয়! দশ বিশ ক্রোশ ওই রকম না টহল দিয়ে ও কি আর ফিরবে?

নেপথ্যে নারীকণ্ঠে আর্ত্তনাদ

৩য়। অ্যাঁ—ও কি—ও কি?

২য়। আর কি! ও আমাদের দেখবার দরকার নেই! ঘরে চল!

৩য়। ওই যে—ওই যে—ভুঁড়ি দুলিয়ে ছুটছে লোকটা—ওই না সেই অনুপসিংয়ের মেসোর ভাইপো—কি নাম ভাল তার? তাই ত বলি—দিন দুপুরে রাস্তার মাঝখানে এমন ধারা কাণ্ড—বড় গাছে নাও বাঁধা না থা'কলে কি কেউ ক'রতে পারে?

২য়। ওরা আবার এদিক পানেই আসবে না কি শেষে? চল না হে—স'রেই পড়া যা'ক—নাহক তরোয়ালের খোঁচা খেয়ে লাভ কি?

১ম। আরে দেখ—দেখ—ধনপৎ খুড়ো ছুটে নেমে গেল যে ওদিক পানে? রগড় বাধে আর কি! মড়ার খোঁজ পেলে বন থেকে বেরোয় শেয়াল—আকাশ থেকে নামে শকুন!

৩য়। দাঁড়াও—দাঁড়াও—আমাদের বিরিঞ্চি সিং আ'সছে ল্যাংড়া'তে ল্যাংড়া'তে! ওর কাছে হদিশ পাওয়া যাবে—খাঁটী খবর!

৪র্থ নাগরিকের প্রবেশ

বলি—বিরিঞ্চি ভাই—ব্যাপারখানাটা কি ওদিক পানে ?

বিরিঞ্চি। দিনে দিনে হ'লো কি তাই ভা'বছি ! ওঃ—খোঁড়া পা খানা টাটিয়ে গেছে—ছুটে পালাতে গিয়ে !

১ম নাগ। কেন—কেন—কেন ?

বিরিঞ্চি। বীরবল রাজার দেশের লোক—একটা মেয়ে রে ভাই !

সকলে। অ্যাঁ—বীরবল রাজা ?

বিরিঞ্চি। মেয়েটার বরাতের ফের ! সহরে ঢুকতেই প'ড়ে গেল বাঘের মুখে !

১ম। সাথে লোকজন ছিল না ?

বিরিঞ্চি। ছিল না ? তাঞ্জামের বেহারা ছিল আটজন—তারা খোলা তরোয়াল দেখেই দিলে দৌড় ! আর দু'টো সেপাই ছিল—তারা—

২য়। খুন হ'ল বোধ হয় ?

বিরিঞ্চি। পা'টা বড্ডই টাটা'চ্ছে—আমি ভাই বাড়ীর দিকে এগুই !

৩য়। বীরবলের দেশের মেয়ে—বীরবলকে খবর দিয়ে এলে ত কোন ঝঞ্ঝাটই হ'ত না—বীরবলের লোক গিয়ে এগিয়ে আনতে পা'রত !

বিরিঞ্চি। (যাইতে যাইতে) বরাতের ফের আর কি !

প্রস্থান

অলিন্দে আদমখাঁর প্রবেশ

আদম খাঁ। দিন দুপুরে রাস্তায় হল্লা—এ কি ? কোতোয়াল করে কি ? দিল্লী সহর কি অরাজক না কি ? রহমৎ—সেপাহী ভেজো পাঁচাশঠো

—এ সব দাঙ্গাবাজ লোককে ধ'রে এক্ষুণি আমরা কেল্লায় পাঠিয়ে দেব !

নেপথ্যে রহমৎ। যো হুকুম খোদাবন্দ !

আদম খাঁ অলিন্দ হইতে নামিয়া গেল

১ম নাগ। শুনলে ? মাহুম আঙ্গার ব্যাটা—বুকের পাটাই আলাদা !

২য় নাগ। ওরে—ওরে—স'রে পড়্—স'রে পড়—দেখছিস্ ?

৩য় নাগ। সর্ব্বনাশ—পীরমহম্মদ শেরওয়ানী—সশরীরে ! ছুট্—ছুট্ !

সকলে পলায়নোদ্যত

নেপথ্যে পীরমহম্মদ। ঠ্যারো বাঁদীকো বাচ্ছা—ভাগো মৎ !

সশস্ত্র সৈনিকসহ পীরমহম্মদের প্রবেশ

পীর। এদিক পানে একটা আউরতের চীৎকার শোনা গেল—নয় ?

দেলওয়ার। এই সব উল্লুক ! কুছ দেখা ? কোই আউরৎ—?

১ম। দেখা হুজুর গরীব-পরওয়ার ! ওই অনুপসিংয়ের মেসোর ভাই—কি নাম ভাল তার—সে একটা আউরতের চুলের মুঠি ধ'রে—

পীর। আর তোরা ভেড়ির মত—দাঁড়িয়ে রইলি ? একটা আউরৎকে বেইজ্জত হ'তে দেখেও তোরা—দেলওয়ার ! এরা মরদ নয় ! এক একজনাকে তিন তিন লাথ্ লাগাও—তারপর সব কেল্লায় চালান কর—

নাগরিকগণ "হুজুর, গরীব-পরওয়ার" ইত্যাদি—কলরব করিতে করিতে পলায়ন করিল—কতিপয় সৈনিক তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিল

পীর। ওই না আদম খাঁ আসছে? আর তার পেছনে—

দেলওয়ার। ওই বুঝি সেই আউরৎ?—হুরী—জনাব—হুরী—!

পীর। আউরৎ শুদ্ধু—সব দাঙ্গাবাজ আমরা কেল্লায় চালান ক'রব!

দেলওয়ার। আদমখাঁর সঙ্গে সামনা সামনি একটা বিবাদ—

পীর। (ক্রুদ্ধস্বরে) দেলওয়ার!

দেলওয়ার। কসুর মাফ হুজুর! মাহুম আঙ্গার কথা ভাবছিলাম—বাদশা তার হাতের মুঠির ভেতর কি না!

পীর। মাহুম আঙ্গার মুঠির ভেতর বাদশা—আর আমার মুঠির ভেতর বাদশার বাদশা খাঁ খানান বাইরাম খাঁ! হুঁসিয়ার! আদম খাঁর হাত থেকে আউরৎকে উদ্ধার করা চাই তোমাদের!

সকলের অন্তরালে গমন

লালীকে ধরিয়া লইয়া সসৈনিক আদমখাঁর প্রবেশ

লালী। আমায় ছেড়ে দাও—আমায় বাঁচাও—আমায় রক্ষা কর!

সৈনিকগণের উচ্চহাস্য

আদম। রক্ষা আমি নিশ্চয়ই ক'রব তোমায়! ঐ সব দাঙ্গাওয়ালাদের হাত থেকে তোমায় ছিনিয়ে নিয়ে এসেছি—কিসের জন্য সুন্দরী—যদি না তোমায়—এই সুমুখেই আমার দৌলতখানা—এক লহমা বিশ্রাম কর এখানে! তার পরে তোমার যেখানে দিল চায়—সেইখানেই পাঠিয়ে দেব!

লালী। না—না—আমায় এক্ষুণি পাঠিয়ে দিন—বীরবল রাজার কাছে পাঠিয়ে দিন জনাব!

আদম। বীরবল! বীরবল তোর কে?

লালী। বীরবল—বীরবল আমার—

আদম। খসম?

লালী। খসম—না—খসম—হ্যাঁ—হ্যাঁ—

আদম। খসম—না এবং খসম—হ্যাঁ! সে যে তোমার কে—তা বুঝতে আর আদম খাঁর বাকী নেই!—বীরবলের ভয়ে সহরের দাঙ্গাবাজদের শাসন ক'রতে পেছপাও হবে—এমন আদমি আদম খাঁ নয়!

সসৈনিক পীরমহম্মদের প্রবেশ

পীর। বীরবলের আত্মীয়ার অসম্মান! ছিঃ ছিঃ—আদম খাঁ—তোমার কি আক্কেল বুদ্ধি সব লোপ পেল?

আদম। পীর মহম্মদ!—মুস্কিল কি বাৎ হ'ল!

পীর। বীরবল—বাদশার অন্তরঙ্গ বন্ধু—আমাদের দোস্ত লোক—

আদম। বীরবলের আত্মীয়া কিসে? সে হ'চ্ছে এর 'না—খসম' এবং 'হ্যাঁ—খসম'! সেটা কি একটা মস্ত আত্মীয়তা না কি? শোন পীরমহম্মদ—একটা রফা কর!

পীর। রফা?

আদম। এ আউরৎকে নিয়ে যখন সহরে দাঙ্গার সৃষ্টি হ'য়েছে—তখন এ শাস্তি পাবার যোগ্য!—তিন দিন একে শাস্তি দেবার ভার রইল আমার—তার পর হবে তোমার!

পীর। রাজী—যদি ঐ আগের তিন দিন হয় আমার!

আদম। অন্যায় কথা! আমি যখন দাঙ্গা দমন ক'রেছি—

পীর। ক'রলে কেন? আমি ত দমন ক'রবার জন্য ছুটেই আ'সছিলাম।

আদম। তবে আর রফা হয় না!

পীর। না হয় রফা—লড়াই হ'ক! দেলওয়ার—

দেলওয়ার। তৈয়ার—(অগ্রসর)

আদম। রহমৎ—

রহমৎ। তৈয়ার—(অগ্রসর)

আদম। রাজপথ রক্তে ভেসে যা'ক—সুন্দরীকে পীরমহম্মদের হাত থেকে রক্ষা করা চাই রহমৎ!

পীর। দিল্লী সহর জাহান্নমে যা'ক—সুন্দরীকে আদম খাঁর হাত থেকে উদ্ধার করা চাই দেলওয়ার!

আদম। পীরমহম্মদ! (আক্রমণ)

পীর। আদম খাঁ! (আক্রমণ)

নেপথ্যে বহুকণ্ঠে। তফাৎ—তফাৎ—

নেপথ্যে আকবর। হাওয়াই—রণবাঘা!

বহুকণ্ঠে উচ্চ কলরব

পীরমহম্মদ। বাদশা!—ভাগো দেলওয়ার—

সসৈনিক দ্রুত প্রস্থান

আদম। বেকুব বাদশা!—রহমৎ—আউরৎকে জলদি আমার বাড়ীতে নিয়ে যাও—

রহমৎ ব্যতীত সমস্ত অনুচরসহ দ্রুত প্রস্থান

রহমৎ লালীকে আকর্ষণ করিতে লাগিল

লালী। আমায় বাঁচাও—আমায় রক্ষা কর! বাদশা—আমায় রক্ষা কর!

রহমৎ। জাহান্নম!

লালীকে ছাড়িয়া দ্রুত প্রস্থান

আকবরের প্রবেশ

আকবর। আমার হাতী দু'টো দেখে তুমি ভয় পেয়েছ বুঝি? ভয় কি? ওরা তোমায় কিছু ব'লবেনা!

লালী। তুমি—আপনি—

আকবর। আমি? আমি একটা অনাথ বালক! দুনিয়ায় আমার আপন ব'লতে আছে ঐ কয়টা জানোয়ার—হাতী আর চিতে! হ্যাঁ—মানুষও একটা আছে—নাম তার বীরবল!

লালী। (উল্লাসে) বীরবল!

আকবর। তুমি বীরবলকে চেন বুঝি?

লালী। (মাথা নীচু করিয়া) হ্যাঁ—

আকবর। বীরবল তোমার—খুব আপন জন বুঝি? ওঃ—র'সো—র'সো—বীরবল আমায় মাঝে মাঝে বলে—একটী পাড়াগেঁয়ে রাজপুত মেয়ে—তাকে বড্ড ভালবাসে! নামটী তার লালী! তুমি সেই লালী বুঝি?

লালী। হ্যাঁ—

আকবর। বীরবল নিশ্চয়ই জানেনা যে তুমি এমন হঠাৎ দিল্লীতে চ'লে আসবে? আমার বন্ধুর তরফ থেকে আমিই তোমাকে দিল্লীতে অভ্যর্থনা ক'রছি লালী! ওরে হাওয়াই—ওরে রণবাঘা! বীরবলের লালী এয়েছে—বীরবলের লালী!

দ্বিতীয় দৃশ্য

যমুনাতীরে বীরবলের গৃহ—গৃহোদ্যানে বীরবল ও উদ্ধব। একজন দরবেশের প্রবেশ ও গান গাহিতে গাহিতে প্রস্থান

গীত

সঙ্গে কে যায় ধূলোখেলায়, পথ যে হারায় কোন্ খানে
সাঁঝের বেলায় পথভোলাদের অন্ধকারেই মন টানে॥
আকাশ কাঁদে মেঘের গীতায়,
নিব্‌ল আলো রবির চিতায়,
হায়রে মাটির ছেলেমেয়ে, দিন খোয়ালি কার গানে॥
মুছবে যখন চন্দ্র তপন
জাগবে ধরায় অন্ধ স্বপন,
সেই আঁধারে যাবি কোথায়, হারা-মণির সন্ধানে॥

গীতান্তে বীরবলও চলিয়া যাইতেছিলেন—
এমন সময়ে উদ্ধব তাঁহাকে থামাইল

উদ্ধব। তুমি কি বেরুবে না কি? কি খাবে--ব'লে যাও!

বীর। খাব?

উদ্ধব। খাবে না?

বীর। খাব বই কি—অনেক খাব! এই পহেলা দফা—কাশ্মীরী চা'ল—উৎকৃষ্ট গব্য ঘৃতে ফেলে পোলাও—

উদ্ধব। পোলাও নয়—পোলাও নয়—ঘি-ভাত! পোলাও কথাটা অহিন্দু কথা—ওটা উশ্চারণ নেই বা ক'র্‌লে!

বীর। তা—নাই বা ক'র্‌লাম উচ্চারণ—আমার খেতে পেলেই হ'ল! তার পর খাব—দ্বিতীয় দফা—

উদ্ধব। বাপ্‌! কাশ্মীরী চা'ল—গব্য ঘৃত—আবার দ্বিতীয় দফা?

বীর। তা—তুই যদি অত ব্যবস্থা ক'রতে না পারিস্—থাক্—আমি না হয় বাদশার ওখানে গিয়েই—

উদ্ধব। এই—এই—খবর্দ্দার—চাকরী ক'রতে এসে জাত খোয়াবে—এমন চাকরী—নেইবা কর্‌লে তুমি? তুমি দেশে ফিরে চল—বাড়ীতে কাশ্মীরী চা'লের অভাব কি তোমার?

বীর। কাশ্মীরী চা'লের হয়ত অভাব নেই—কিন্তু ওই দ্বিতীয় দফা—যা ব'লছিলাম ঐ দ্বিতীয় দফার কথা—মেওয়া—? কাবুলী মেওয়া ত আর তোর সেই পাহাড়ে পাড়াগাঁয়ে জুটবে না?

উদ্ধব। কাবুলী মেওয়া? কেন? কলা খাও—কমলা খাও—আম খাও—আনারস খাও—কাবুলী মেওয়া কেন বাবা? নাম শুনলেই যেন নাকে ভুর ভুর ক'রে ঢোকে প্যাঁজ রশুনের গন্ধ! জাতধর্ম্মটা বজায় রেখেই চল না বাবা! লালী এ সব কীর্ত্তি শুনলে ব'লবে কী—বল ত!

বীর। লালী?—ওঃ—বড্ড গুরুমশায় কিনা লালী? আমার রোজগারে আমি মেওয়া খাবো—লালীর কি? সে গরীবের মেয়ে—মেওয়ার মর্ম্ম সে কি জানবে?

উদ্ধব। এই—এই—খবর্দ্দার! মেয়ে সে যারই হ'ক—বৌ ত তোমার!

বীর। গাছে না উঠতেই এক কাঁদি! বিয়ের সাথে খোঁজ নেই—বৌ!

উদ্ধব। বিয়ে ত হবেই!

বীরবল। কে ব'ল্লে? নিকে হ'তেই বা আটক কি? রাজধানী জায়গা দিল্লীতে এসে প'ড়েছি—বাদশার দোস্ত লোক—কখন কার নেক-নজরে প'ড়ে যাই—কে ব'লতে পারে? ভারী ত পাড়াগেঁয়ে মুখ্যু একটা মেয়ে—না আছে তার রূপ—না আছে গুণ—

লালীর প্রবেশ

লালী। যা ব'লেছ! না আছে রূপ—না আছে গুণ—

বীরবল। (স্তম্ভিতভাবে) অ্যাঁ!

উদ্ধব। (লাফাইয়া উঠিয়া) লালী!

লালী। হ্যাঁ—লালীই ত!

বীরবল। (এক এক পা পিছাইতে পিছাইতে) লা-লী-ই তো!

লালী। যদিও না আছে রূপ—না আছে গুণ—তবু লালীই বটে! বলি—এই যে গা ছুঁয়ে—দিব্যি ক'রে ব'লে আসা হ'ল যে এবারে সহরে গিয়ে—ছ'মাস বাদেই তোমায় নেবার জন্য উদ্ধব দাকে পাঠিয়ে দেব—

উদ্ধব। আমি পই পই ক'রে ব'লেছি বহিন—যে ছ'মাস ছেড়ে বছর ঘুরতে গেল—লালী ভাববে কি? তা উনি খানা খাবেন—নিকে ক'রবেন—ওঁর কি আর সে সব কথা কাণে ওঠে?

লালী। হুঁ—

বীরবল। লালী! উদ্ধব একটা মিথ্যে কথার বস্তা—তা কি আর তোমায় ব'লে দিতে হবে? ও উদ্ধব! কাশ্মীরী চালটাল—যা যা আনবি—তা নিয়ে আয়না!

উদ্ধব। পারবোনা—সময় নেই! আমি এখন পুরুত ডা'কতে যাই!

বীরবল। পুরুত? পুরুত কিসের?

উদ্ধব। পুরুত—বিয়ের!

বীরবল। বিয়ে?—কার বিয়ের?

উদ্ধব। বিয়ে লালীর! আর একদণ্ডও দেরী নয়—তোমার মেজাজের ঠিক নেই—তোমায় এক চোটে নিকেশ ক'রে দিচ্ছি! লালী যখন এসে গেছে—তখন উদ্ধব আর কার তোয়াক্কা রাখে?

বীরবল। ওরে—বিয়ে না হয় দু'দণ্ড পরেই হবে—আপাততঃ খাওয়ার ব্যবস্থাটা—

উদ্ধব। বিয়ের দিন খেতে নেই—আজ তোমাদের উপোষ! আর আমি? আমি দোকান থেকে চিড়ে কিনে খাব এখন!

প্রস্থান

বীরবল। হায়—হায়—হায়! লালী—তোমার আগমনে শেষকালে আমার উপোষ?

আকবরের প্রবেশ

আকবর। তাতে আপশোষ কি? শাস্ত্রের বিধি যখন!

বীরবল। বাদশা!

আকবর। উঁহুঁ—ম্যয় ফকির হুঁ! তোমরা উপোষ কর—কিন্তু দোরে অতিথ ফকির যারা আছে—তাদের জন্য খুদ কুঁড়োটার ব্যবস্থা না ক'রলে যে অশাস্ত্রীয় হবে দোস্ত্!—লালী! ওর বিরুদ্ধে বেইমানীর অভিযোগ যদি তোমার থাকে—আমি সুবিচার ক'রবো নিশ্চয়ই! বন্ধু ব'লে মোটেই ক্ষমা ক'রবোনা!

লালী। অভিযোগ আমার আছে শাহানসা বাদশা—সুবিচারই পাব আশা করি!

বীরবল। আমি ত বেড়ে বেকুব ব'নে যাচ্ছি। লালীকে তুমি চিনলে কোথা থেকে বাদশা?

আকবর। সে সব কথা এখন থাক ভাই! লালীর মুখে মেঘ নেমেছে দেখেছ? আমি পালাই! কারু কালো মুখ দেখলে আমি বড্ড ভয় পাই—বিশেষ নারীর!

লালী। নারীর হাসিমুখ কি আপনি রেখেছেন আপনার সাম্রাজ্যে বাদশা? এক লালীকে আজ আপনি উদ্ধার ক'রেছেন দৈববশে—কিন্তু আরও কত লালী যে নিত্য সতীধর্ম্ম হারিয়ে দস্যুকরে লাঞ্ছিত হ'চ্ছে—তাদের সে দুর্ভাগ্যের জন্য দায়ী কে সম্রাট?

বীরবল। লালী! লালী!

আকবর। চঞ্চল হও কেন বীরবল? তুমি এই দীর্ঘ দিন ধরে' এ অভাগা বাদশাকে প্রতিনিয়ত যে তিরস্কার ক'রে আসছ—লালীর মুখে আজ ত এ তারই রূঢ় প্রতিধ্বনি মাত্র! কে দায়ী লালী? দায়ী আমি! আমি বড় ভাগ্যহীন লালী! নামে আমি বাদশা—কিন্তু ভিক্ষুকের চেয়েও আমি নিরুপায়! চোরা বালির উপর প্রতিষ্ঠিত মোগলের এই মসনদ—তাতে উপবেশন ক'রে রাজদণ্ড চালন ক'রতে গেলে নিমেষে সে মসনদ মসনদের মালিককে নিয়ে ভূগর্ভে অদৃশ্য হ'য়ে যাবে! অরাজক রাজ্যে চ'লতে থা'কবে সহস্র স্বেচ্ছাচারীর অবাধ রুদ্রতাণ্ডব! একটু সময় আমায়—দাও তোমরা লালী! যদি আমি দুই হাতে ধ'রে ঐ চোরাবালির উপর থেকে

সিংহাসনখানাকে টেনে একবার শক্ত মাটীর উপর এনে ফেলতে পারি—হ্যাঁ—খোদার দোয়ায় আমি পারব—যে অসাধ্যসাধন ক'র্‌তে আমি পারব! আমার মিনতি লালী—সেই শুভ মুহূর্ত্ত না আসা পর্য্যন্ত—তোমরা আমার বিচার ক'রো না! প্রস্থানোদ্যত

লালী। সম্রাট! আমায় ক্ষমা করুন—আমি বুঝতে পারিনি!

আকবর। ক্ষমা? আচ্ছা—ক্ষমা ক'রবো—যদি দুটো দিন বীরবলকে নিয়ে নিভৃতে অজ্ঞাতবাস ক'রতে পার! মোগল দরবারে এমন সব ওমরাহ আছেন—যাঁরা তোমার এই অভাগা বন্ধু আকবরের চেয়ে অনেক বেশী শক্তিমান লালী! আমি যদি তোমায় তাঁদের নেকনজর থেকে রক্ষা ক'রতে নাই পারি!

বীর। নিভৃতবাস তা ব'লে আমার সহ্য হবে না—রামঃ!

আকবর। অথচ বন্ধুমহলে তোমায় সবাই বলে কিনা রসিক পুরুষ! —আরে ছিঃ বন্ধু—! সুন্দরী—তরুণী—প্রণয়িনী—তার সঙ্গে দু'টোদিন নিভৃতবাস লোকে কোথায় স্বর্গবাসতুল্য মনে করে—আর তুমি ব'লছ—আরে ছিঃ—রসিক সমাজ থেকে তোমায় নির্ব্বাসিত করা উচিত!

বীর। হুঁ—আজ যদি সিতারা বেগম কাবুল থেকে দিল্লীতে চ'লে আসেন—তবে তুমি তৎক্ষণাৎ বন্ধুবান্ধব ত্যাগ ক'রে তাঁকে নিয়ে স্বর্গবাস সুরু করবে বোধ হয়?

আকবর। সি-তা-রা! সিতারা আসবে বীরবল?

বীর। কি বল লালী? নারীর রীতি-চরিত্র নারীতেই ভাল বোঝে! সিতারা বেগম কি আসবেন?

লালী। যদিও সিতারা বেগম কে এবং কি রকম—আমার জানা নেই—তবু—এটা ঠিকই ব'লতে পারি—তাঁর যদি অতি-বড় দুর্ভাগ্য না হয়—তবে তিনি নিশ্চয়ই আসবেন।

আকবর। আমি ত তাঁকে আসতে বলিনি!

লালী। আমাকেও ত কেউ আসতে বলে নি বাদশা! আমি নিজেই এসেছি! সিতারাই বা আসবেন না কেন? নিশ্চয়ই আসবেন!

আকবর। আ'সবে? খোদার কাছে প্রার্থনা করি—তোমার বাক্য সত্য হ'ক! আমার জীবনাকাশের ধ্রুবতারা সে—মোগল সৈন্য নিয়ে যখন পিতার সঙ্গে কাবুল হ'তে ভারতে অভিযান করি—তখন ঘোড়া ছুটিয়ে আমার পাশে পাশে সে নগর সীমান্ত পর্য্যন্ত এসেছিল—বিদায়কালে উদ্গত অশ্রু রোধ করে' সে হেসে ব'লেছিল—"আকবর! ভারত সিংহাসন জয় ক'রে তার অর্দ্ধেক আমায় দেবে ত?" সিতারা! সিতারা! সিংহাসনে আজ ব'সে আছি আমি—বাইরামের খেলার পুতুল হ'য়ে—সে সিংহাসনের অর্দ্ধেক তোমায় কোন দিন দিতে পারব কিনা জানি না—কিন্তু প্রাণের সিংহাসন তোমারই আগমনের আশায় উন্মুখ হ'য়ে আছে—তুমি এস—আকবরের হৃদয়রাণি! তুমি এস— প্রস্থান

বীর। দেখলে—লালী?

লালী। তুমি কিন্তু আমায় তেমন ভালবাস না—যেমন বাদশা সিতারাকে ভালবাসে!

বীরবলের স্কন্ধে মাথা রাখিল

তৃতীয় দৃশ্য

বাইরামের প্রাসাদ—আলোকোজ্জ্বল কক্ষে সুখাসনে আসীন মুনিম খাঁ প্রমুখ আমীরগণ—বাইরাম ও পীরমহম্মদ চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া সকলকে আপ্যায়ন করিতেছিলেন। নর্ত্তকীগণ গায়িতেছিল

নৃত্যগীত

কোন্ তালে ঐ নয়ন দোলে
জীবন দোলে সেই তালে।
আর দোলে এই দুলাল হৃদয়
সকাল দুপুর বৈকালে॥
আঁখি যেন গানের পাখী,
সুরে সুরে উঠছে ডাকি,
তাই শুনে কে লুকিয়ে আঁকে
রঙের ছবি দুই গালে।
আঁখি যেন সুরের সাকী,
দুঃখ-শোকে দিয়ে ফাঁকি
নাচের ছাঁদে ঘুম জাগিয়ে
নতুন নেশার মদ ঢালে॥

মুনিম খাঁ। কই খাঁ খানান—দিলারা বাইজী কই? ইস্পাহানী দিলারা?

পীরমহম্মদ। এখুনি এসে প'ড়বে জনাব! একটা গোলমাল হ'য়েছে তার বাড়ীতে—তাই বোধ হয় একটু দেরী হ'চ্ছে!

বাইরাম। গোলমাল? বাইজীর বাড়ীতে আবার গোলমাল কি?

পীর। গোলমাল কি জানেন—খাঁ খানান—আজকের এই মুজরায় নাচবার জন্যে সে একটা নতুন পেশোয়াজ ফর্মাইস দিয়েছিল! তার ঝালরে কতক চুণী—কতক পান্না বসিয়েছে দর্জ্জিরা! দিলারার তা পছন্দ হয়নি!

সকলের বিস্ময়সূচক শব্দ

মুনিম। পছন্দ হয়নি? চুণী পান্না?

পীর। না উজীর সাহেব! সে ব'ললে—"হয় সব চুণী—নয় সব পান্না—হাম মাংতা!" দর্জ্জিরা জোটাতে পারে নি দিল্লীর বাজারে চট্ ক'রে এক মাপের অতগুলো চুণী কি পান্না—তাই তারা গোঁজামিল দিয়েছিল!

বাইরাম। এঃ হেঃ হেঃ—আগে যদি জানতে পারা যেত—আমার হারেমে—

পীর। দরকার হ'লনা! দিল্লীর বাজারে নেই শুনে দিলারা নিজের খাস বাঁদীকে হুকুম দিলে—এক ঝুড়ি পান্না বার ক'রে দেবার জন্যে নিজের ঘর থেকে!

সকলে। কেয়া তাজ্জব!

পীর। কী-ই বা এমন তাজ্জব! ইস্পাহানে তিন বছর—বোগদাদে দু'বছর—কাইরোয় এক বছর—বছর সালিয়ানা আয় ছিল তার কত কোটী টাকা—তা সে নিজেই খবর রাখে না!

মুনিম। এ রত্ন দিল্লীতে বেশীদিন থাকলে দিল্লীর আমীরদের সব ফকিরী

নিতে হবে চটপট—আপনারা সবাই হুঁসিয়ার হবেন কিন্তু খাঁ খানান!

বাইরাম। আমি? আরে—তোবা—তোবা! আমার কি আর বাইজি নিয়ে নাচবার বয়েস আছে খাঁ সাহেব?

মুনিম। আপনার বয়েস বেশী হয়েছে এ কথা স্বীকার ক'রে, যিনি আপনার নতুন বেগম হবেন, তাঁর ওপর ত নিষ্ঠুর হতে পারিনে খাঁ খানান!

বাইরাম। যিনি নতুন বেগম হবেন! সব জেনে শুনে প্রবীণ রাজনীতিজ্ঞ আপনি—এমন কাঁচা কথাটা বলে ফেল্লেন উজীর সাহেব? এ সাদী হ'লো গিয়ে একটা রাজনৈতিক বন্ধন! চাঘতাই আর উজবেগ সম্প্রদায়ের চিরদিনের কলহ মেটাবার জন্যে এ একটা সাময়িক প্রলেপমাত্র! আকবর যদি অমন উচ্ছৃঙ্খল, অপ্রকৃতিস্থ না হ'ত—এ বন্ধন তাকেই প'রতে হ'ত—আর তা হলেই হ'ত ভালো সব দিক থেকে! আকবর নিতান্ত চপল—সেই সংবাদ পেয়েই তো বেগম সাহেবার আত্মীয়েরা তার সঙ্গে বিবাহ দিতে রাজী হলেন না কিনা!

পীর। তাই সর্ব্ববিষয়েই খাঁ খানানকে যেমন বাদশার প্রতিনিধিত্ব করতে হচ্ছে—এই সাদীর ব্যাপারেও তেমনি—

মুনিম। বিবাহ সভায় বাদশাহ উপস্থিত থাকবেন অবশ্য?

পীর। বিবাহের তো এখনও সাতদিন দেরী আছে! আজকের এই উৎসব—খাঁ খানানের ভাবী বধূর দিল্লীতে শুভাগমন উপলক্ষে—এতেও তাঁর উপস্থিত থাকা অবশ্য কর্ত্তব্য—ভদ্রতা হিসাবেও কর্ত্তব্য!

বাইরাম। আমার কেমন সরম বোধ হ'ল উজীর সাহেব—আকবরকে

এ সাদীর কথাটা নিজে জানাতে! হাজার হোক্—বুঝছেনই তো—সে হ'ল ছোট ভাইয়ের মতন—ছেলের মত বললেও হয়! তবে খবর দিয়েছি—খবর দিয়েছি! কেমন পীরমহম্মদ—খবর দাওনি?

পীর। খবর দিইনি? মৌলানা খাঁ নিজে গিয়ে জানিয়ে এসেছে—খাঁ খানানের গরীবখানায় আজ একটা উৎসব আছে—বাদশা গরীব-পরওয়ারের এ গরীবখানায় পায়ের ধুলো যদি পড়ে—

বাইরাম। কী বললে আকবর?

পীর। তিনি তখন গোটা দশেক চিতে বাঘ নিয়ে খেলায় ব্যস্ত—তবে মৌলানা তাঁকে হাসতে দেখেছিল বটে!

বাইরাম। হাসতে দেখেছিল! আকবর এ কথা শুনে হাসলো? শুনলেন উজীর—শুনলেন তো? আমার বাড়ীতে উৎসবের কথা শুনলেই, আকবর নাকি হাসে! আর তাকে আমি সাদীর কথা জানাতে যাই কোন লজ্জায়?

পীর। বাদশার বোধ হয় ধারণা—খাঁ খানানের বয়েস ত্রিশ নয়—ত্রিশ দুগুণে ষাট! আর তাঁর বোধ হয় মত এই যে বাদশাই মস্নদের খবরদারী ছেড়ে, খাঁ খানানের এখন ফকিরী নেবার সময় এসেছে!

মুনিম। তা যদি তাঁকে নিতে হয়—তবে বাদশাই মস্নদ যে যমুনায় ডুববে!

বাইরাম। শুধু সেই আশঙ্কায়—শুধু সেই আশঙ্কায়—বাদশা হুমায়ুন—আমার পরমাত্মীয়—পরম শ্রদ্ধেয়—সেই স্বর্গীয় মহাত্মা আমায় মৃত্যু-কালে যে হুকুম করে গিয়েছিলেন—

মুনিম। আমাদের তা বেশ মনে আছে খাঁ খানান! তিনি বলে

গিয়েছিলেন—"বাইরাম ! তক্ত্ রইল, আকবর রইল, আর তুমি রইলে"—

বাইরাম। শুদ্ধু তাঁর সেই হুকুমের মর্য্যাদা রক্ষার জন্যেই—

আদম খাঁর প্রবেশ

আদম। কই খাঁ খানান্—ইস্পাহানী দিলারা বাইজী কই ?

বাইরাম। এসো—এসো—আদম খাঁ এসো ! এইবার—তুমি এয়েছ খবর পেলেই দিলারা বাইজী আসরে নাম্‌বে ! তারপর—তুমি একা যে ? আম্মা কই ?

আদম। এসেছেন বৈ কি ! সোজা এসে হারেমে ঢুকেছেন ! নতুন বেগমকে দেখে, আলাপ আলোচনা করে, তারপর তখন হয় তো এদিকটায়—

বাইরাম। তা তো বটেই, তা তো বটেই ! তাঁকেই তো সব দেখতে শুনতে হবে। আমাদের সকলের ঘর গেরস্তালির মুরুব্বিই তো তিনি !

আদম। (আড়ালে) পীরমহম্মদ ! তোমার সঙ্গে একহাত বোঝাপড়া আমার আছে !

পীরমহম্মদ। এক হাতে আর কী বোঝাপড়া করবে ? বানরের মত চার হাত লাগাও !

আদম। বানরের মত ! তোমার গোস্তাকি !

পীরমহম্মদ। হাত নিস্‌পিস্ করে যদি—আড়ালে চল—জন্মের মত তোমার তরোয়াল খেলার সাধ মিটিয়ে দিচ্ছি !

বীরবলের প্রবেশ

বীরবল। বন্দেগী খাঁ খানান্!

বাইরাম। এসো—এসো—বীরবল এসো! তুমি এসেছ, এইবারে এই নীরস মরুভূমিতে হাসির ফোয়ারা ছুটবে! আমরা কি ছাই রাজনীতি ছাড়া আর কিছু কথা জানি? এই আমি—আর এই উজীর সাহেব?

পীরমহম্মদ। বীরবল—

তরবারিতে হাত দিল

আদম। সেই আউরৎটার না—খসম্—হ্যাঁ—খসম্—

উভয়ে কাণে কাণে কথা কহিতে লাগিল

বাইরাম। তোমরা ওখানে দাঁড়িয়ে কী ফন্দী আঁটছ হ্যা—পীরমহম্মদ আর আদম খাঁ? কোথায় কোন্ খুপ্সুরৎ হুরী—হ্যাঃ হ্যাঃ হ্যাঃ—

পীরমহম্মদ। হুরীর কথা যদি তুল্লেন খাঁ খানান্—বীরবলকে জিজ্ঞেস করুন—রাজপুতের মেয়ের মত খুপ্সুরৎ—ও সে ইস্পাহানী দিলারা বাইজীও নয়—কসুর মাফ হয়—বোধ হয় আমাদের ও নতুন বেগম-সাহেবাও নন!

বাইরাম। রাজপুতের মেয়ে! কোন রাজপুতের মেয়ে হে বীরবল?

বীরবল। ওঃ—রাজপুতের মেয়ে! ওই যে বাদশার গুণ্ডা হাতীটা রয়েছে না—হাওয়াই? সে রাস্তায় টহল দিতে দিতে দেখ্লে, একটা রাজপুতের মেয়ের একধারে একটা কুকুর ডাক্ছে ঘেউ ঘেউ—

আর একদিকে একটা শেয়াল ডাকছে হুক্কা হুয়া! হাওয়াই শুঁড় দিয়ে তুলে মেয়েটিকে নিজের পিঠে চড়িয়ে নিয়ে হাওয়া দিলে! কুকুর, শেয়াল মনের দুঃখে বনে গেল!

আদম। শুনছ পীরমহম্মদ! কুকুর!

পীরমহম্মদ। শেয়াল বোধহয় আমি—হুঁ!

বাইরাম। হাওয়াইয়ের পিঠে চড়ে মেয়েটার শেষ হ'ল কী?

বীরবল। এঃ হেঃ হেঃ—খাঁ খানান্!—রূপকথা শুনে কি কখনো প্রশ্ন করতে আছে যে শেষ কী হ'ল? কী আবার হবে? দুয়োরাণী কুঁড়ে থেকে সিংহাসনে ফিরে এলেন—বেইমানী সুয়োরাণীকে হেঁটে কাঁটা ওপরে কাঁটা দিয়ে মাটীতে গেড়ে ফেলা হ'ল!

মাহুম আঙ্গার প্রবেশ

মাহুম। কাকে মাটীতে গাড়ছ বীরবল?

বীরবল। (অভিবাদন) যে বেইমানী করে তাকে আঙ্গা!

সকলে আঙ্গার অভ্যর্থনা করিলেন

বাইরাম। আসুন আঙ্গা—আসুন! আঙ্গা যে আমায় এত পর ভাবতে সুরু করেছেন, তা জান্তাম না!

মাহুম। পর কিসে খাঁ খানান্?

বাইরাম। নিতান্ত শেষ সময়টিতে এসে—নিতান্তই বাইরের লোকের মত বাইরে বাইরে—

মাহুম। আমি শুনেছি বীরবল—হিন্দুদের এক শ্রেণীর দেবতা আছেন

—যাঁদের লোকে পূজো করে—মেহেরবাণী করে বাইরে বাইরে থাক্‌বার জন্যেই।

বীরবল। শনি! শনি!

মাহুম। হ্যাঁ, মনে পড়েছে—শনিই বটে। খাঁ খানান্—মানুষের মাঝেও এমন মানুষ আছে—যাদের বাইরে বাইরে থাকাই বাঞ্ছনীয়!

বাইরাম। আম্মা! এ সব কী কথা? আপনি মায়ের মত!

মাহুম। মায়ের মত বলেই আমার দৃষ্টি সব সময়ে ছেলেদের খানাপিনার দিকে—সবাই আসুন—খানা তৈরী!

মুনিম। ভেড়ীর কাবাব যদি না রশুই হয়ে থাকে আম্মা, আমি খাবই না!

বাইরাম। বাদশাকে বাদ দিয়ে খানায় বসা তো ভালো হবে না আম্মা!

বীরবল। বাদশা হয় তো আসবেন না—তিনি বাজ হাতে করে লাহোর সড়কের দিকে গেছেন শুনেছি!

বাইরাম। শুনলেন উজীর সাহেব?

মাহুম। সে একটা বাচ্ছা ছেলে—তার জন্যে আর আপনাদের অত আদব কায়দা বজায় রাখতে হবে না! খানা ঠাণ্ডা হ'লে অখাদ্য! আসুন!

সকলে দ্বারের দিকে অগ্রসর হইলেন

মাহুম। বীরবল! তুমি কী খাবে? তুমি কিছু না খেলে তো—

বীরবল। আমি একটা বাচ্ছা ছেলে আম্মা—আমার জন্য আদব কায়দা দুরস্ত রাখবার অত চেষ্টা করবেন না!

সকলে হাসিতে হাসিতে প্রস্থান করিল

মাহুম। বীরবল!

বীরবল। আজ্ঞা!

মাহুম। তুমি আমার কাছ থেকে তফাতে থাক ইচ্ছা ক'রে, আমি তা বেশ বুঝতে পারি।

বীরবল। আজ্ঞা বুঝতে পারবেন না—এমন জিনিস খুব কমই আছে।

মাহুম। কিন্তু তোমার এরূপ আচরণের উদ্দেশ্য আমি বুঝতে পারি না বীরবল!

বীরবল। কাংস্যপাত্র ও মৃৎপাত্রে যদি ধাক্কা লাগে—ভাঙ্গবে যে মৃৎপাত্রই!

মাহুম। আমরা তো প্রতিদ্বন্দ্বী নই বীরবল!

বীরবল। আপনার সঙ্গে দ্বন্দ্ব করবার দুঃসাহস আর যারই থাক্, আমার নেই আজ্ঞা!

মাহুম। বাদশার ওপর তোমার অসীম প্রভাব—

বীরবল। হিন্দুশাস্ত্রে আপনার অগাধ জ্ঞান—আমার প্রভাব কি শনির প্রভাবের মতই অনিষ্টকর হবে বাদশার পক্ষে?

মাহুম। তুমি আমার কাছে একবার এসো বীরবল, অনেক আলোচনা আছে।

বীরবল। কী আজ্ঞা করছেন আজ্ঞা! আমি ক্ষুদ্রব্যক্তি, আমার সঙ্গে আপনার কী আলোচনা থাকবে!

মাহুম। বাদশা শত্রুবেষ্টিত। তাকে শত্রুর চক্রান্ত থেকে রক্ষা করতে ইচ্ছুক—মাত্র দুটী প্রাণী—আমি আর তুমি। এ দুজনার ভেতর সম্প্রীতি থাকা কি বাঞ্ছনীয় নয় বীরবল?

বীরবল। চক্রান্তকারী কে নয় আঙ্গা? আমিই কি বাদশার সঙ্গে বন্ধুত্ব করেছি বিনা স্বার্থে? বাদশাকে বন্ধুত্বের ফাঁদে ফেলে, তার কাছ থেকে কবে একটা রাজ্যখণ্ড ফাঁকি দিয়ে নেব—আমার একমাত্র চিন্তা তাই! বাদশার প্রকৃত হিতাকাঙ্ক্ষী—আপনি!

আদম খাঁর প্রবেশ

আদম। মা! এদিকে বিলকুল বে-বন্দোবস্ত! তুমি এ জায়গায় আলাপ জমালে তো চলবে না!

মাহুম। বীরবল! তুমি আমাকেও বঞ্চনা করতে চাও?

বীরবল। আমি বলছি—আমি মেওয়ার চাইতে কাবাব খেতে ঢের ভালোবাসি—তার মাঝে আপনি বঞ্চনা যে কোথায় দেখ্‌ছেন আঙ্গা—তা আমি মোটেই বুঝতে পাচ্ছি না!

মাহুম। চমৎকার!

প্রস্থান

আদম। কাবাব খাবে বীরবল?

ছুরিকাঘাতে উদ্যত

বীরবল। ও সব অত্যন্ত পুরোণো হয়ে গেছে দোস্ত! তুমি বরং রাজপুতনার চাট্‌নী একটু চেখে দেখ!

যুদ্ধ ও আদমের পতন

বীরবল। রাজপুতের মেয়ে বড় খুপ্‌সুরৎ—নয়? (পদাঘাত)

আদম। শয়তান!

উঠিয়া তরবারি লইয়া পুনরায় আক্রমণ

পীরমহম্মদের প্রবেশ

পীরমহম্মদ। খতম ক'রে দাও আদম খাঁ!

উভয়ে বীরবলকে আক্রমণ করিল—এমন সময় দিলারা প্রবেশ করিয়া নীরবে কয়েক মুহূর্ত্ত অসি যুদ্ধ দেখিল। তারপর করতালি দিয়া উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিল

দিলারা। সাবাস্! সাবাস্!

সকলে। (ফিরিয়া) কে?

দিলারা। তোমার মতন তলোয়ার খেলতে আমি কোথাও কাউকে দেখিনি পীরমহম্মদ! সাবাস্! এমন খেলোয়াড় বকশিষ পাবার উপযুক্ত!

বক্ষোবসন হইতে একটি গোলাপ খুলিয়া লইয়া ছুঁড়িয়া মারিল পীরমহম্মদকে

পীরমহম্মদ। (ফুল তুলিয়া লইয়া) দিলারা বিবি! তোমার মেহেরবাণী—তোমার নেক্‌নজর—

দিলারা। যাও—খবর দাও খাঁ খানান্‌কে। আমার তবিয়ৎ আচ্ছা নেই! নেহাৎ কথা দিয়েছি বলে আসা। দুটী নাচ নেচে চলে যাব—দেরী কর্‌তে পার্‌বো না—যাও।

পীরমহম্মদ। যাই—যাই! তবে সবাই খানা খেতে বসেছে—তা হোক্, সবাইকে ডেকে নিয়ে আসছি!

প্রস্থান

আদম। তুমি বুঝি ইস্পাহানী দিলারা? তুমি—হ্যাঁ—তোমায় দেখবার জন্যই আমার হাজার কাজ ফেলে এখানে আজ আসা। বাদশার

ধাত্রী মাহুম আঙ্গা—আমার মা ! আমার কাজ তো বড় কম নয় ! অত বড় বাদশাই খাস মহলটা আমারই হাতে !

দিলারা। ও—মাহুম আঙ্গার পুত্র তুমি—তুমিই বুঝি আদম খাঁ ? তোমার নাম শুনেছি দিল্লীতে এসেই—

আদম। মেহেরবাণী ! তা তো শুনবেই !

দিলারা। (হাস্য) তুমি তলোয়ারখানা খাপে পুরে বাড়ী চলে যাও তো !

আদম। অ্যাঁ—বাড়ী চলে যাবো ! তোমার নাচ ?

দিলারা। হ্যাঁ—বাড়ী যাবে, গিয়ে হাজার দশেক আসরফি নিয়ে সোজা আমার দৌলতখানায় গিয়ে অপেক্ষা ক'রবে। আমি এখানকার মুজরোটা সেরে এখুনি চলে আস্‌ছি !

আদম। আস্‌ছ ! আস্‌ছ ! সত্যি সত্যিই আসছ ! আমার এমন নসীব !

দিলারা। আমার বাবুর্চি খানসামাদের কী একটা পরব আছে কাল। আমার কাছে খরচা চেয়েছে তারা। সেটার ভার তোমার ওপর রইল ! ব্যস্‌ !

আদম। বাবুর্চি খানসামার পরবের খরচা দশ হাজার আসরফি ?

দিলারা। তোমার যদি না থাকে, তবে আর তুমি কী করবে বল ? আমি ভেবেছিলাম—মাহুম আঙ্গার লেড়কা—বাদশার ডান হাত—

আদম। আছে—আছে ! নেই—সে কী কথা ? তা হলে তুমি আসছ তো ? আমি দশ হাজার আসরফি নিয়ে তোমার দৌলতখানায় অপেক্ষা করবো তো ?

দিলারা। হ্যাঁ—যাও! দশ হাজার অন্ততঃ—বেশী হ'লেও লোক্‌সান্ নেই।

আদম খাঁর প্রস্থান

বীরবল। এইবার—আমার উপর কী হুকুম? আমি গোলাপও পাকড়াতে জানিনে—ঘরেও আমার আসরফির সিন্দুক নেই!

দিলারা। তুমি ভারী বেকুফ! দাঁড়িয়ে কচুকাটা হতে যাচ্ছিলে কেন? পালাতে জানো না?

বীরবল। পালাতে? কেন, পালাবো কেন?

দিলারা। পালাওনি যখন—তখন দাঁড়াও—তোমায় একটা নাচ দেখাই!

বীরবল। আমার তবিয়ৎ ভালো নেই!

দিলারা। তবিয়ৎ ভালো নেই ব'লে নাচ দেখ্‌বে না? কৃতজ্ঞতার খাতিরেও নয়? এতক্ষণ কচুকাটা হয়ে যে যমুনায় ভাস্‌তে হত তোমায়! আমি এসে কোথায় তোমার জান বাঁচিয়ে দিলাম, আর তুমি একটা নাচ দেখে দুটো বাহবা দেবে—তাতেও নারাজ?

বীরবল। বেশ! কৃতজ্ঞতার খাতিরে একটা নাচই দেখি! ভালো না লাগে—বাড়ী চলে যাব!

দিলারা নৃত্য আরম্ভ করিল। নৃত্যকালে ক্রমে ক্রমে বাইরাম, মুনিম খাঁ, পীর মহম্মদ, আমীরগণ, ও হায়দার কক্ষে প্রবেশ করিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া মন্ত্র মুগ্ধের মত নৃত্য দেখিতে থাকিলেন

দিলারা। (নৃত্যশেষে—ইঁহাদিগকে দেখিয়া) এ নাচ আপনারা দেখলেন কেন? আপনাদের জন্য অন্য রকম নাচতাম আমি!

বাইরাম। দিলারা বিবি! এ অতি অপূর্ব্ব নাচ! আশমানের হুরীও এমন নাচতে জানেনা নিশ্চয়ই!

দিলারা। তা তো জানেই না! তাই তো বলছি—এত ভাল নাচ তো আপনাদের দেখবার কথা নয়! কত দেবেন আপনারা?

বাইরাম। আমার সঙ্গে তোমার বায়না—পীরমহম্মদ?

পীরমহম্মদ। হাজার আসর্‌ফি।

দিলারা। তবে? হাজার আসরফিতে যে নাচ দেখা যায়—তা হচ্ছে এর চাইতে তিন ধাপ নীচের নাচ!

মুনিম। কেয়া তাজ্জব! তবে এ নাচের কিম্মত কত? আর কেইবা তা দিচ্ছে?

দিলারা। আপনার মত শ্বেতশ্মশ্রু বৃদ্ধের কাছে সে নাচের মূল্য নিশ্চয়ই প্রত্যাশা করিনে! সুযোগ যদি পাই—যার জন্যে নেচেছি, তার কাছ থেকে একদিন দাম আদায় করে নেব! যাক্—খাঁ খানান্ কে? (বাইরামকে) আপনি বুঝি? এই নিন্—আপনার সেই তিন ধাপ্ নীচের নাচ! এই নড়ল' পা, এই ঘুরল' হাত, এই উড়ল পেশোয়াজ!

(নৃত্য)

পীরমহম্মদ। তিন ধাপ নীচের হলে কী হবে—এ নাচও বাহবা!

সকলে। বাহবা—বাহবা!

দিলারা। যার যেমন পছন্দ! এইবার আমি পোষাকটা বদলাব!

বাইরাম। পীরমহম্মদ!

প্রস্থানকালে দিলারা বীরবলকে সেলাম করিল। একজন ভৃত্য দিলারাকে পথ দেখাইয়া লইয়া গেল

বাইরাম। বীরবল!

বীরবল। খাঁ খানান!

বাইরাম। দিলারাকে তুমি যাদু করেছ—

বীরবল। যদিই করে থাকি—

পীরমহম্মদ। দিলারা অপূর্ব্ব সুন্দরী—

বীরবল। যদিই তা হয়—

পীরমহম্মদ। সকালে রাজপুতের মেয়ে—বিকেলে দিলারা বাইজী—

বাইরাম। পীরমহম্মদ!—বীরবল! তুমি ভাই মুখে একটা মুখোস পর!

বীরবল। মুখোস্? কেন খাঁ খানান্?

বাইরাম। বেগম আসছেন অতিথিদের সেলাম করবার জন্য—তাঁকে আর তোমার মুখখানা নাইবা দেখালে!

সকলের হাস্য

মাহুম আঙ্গার প্রবেশ

মাহুম। বেগম আসছেন। আশা করি কেউ বাচালতা প্রকাশ করে হিন্দুস্থানের বাদশাই মজলিশের আদব কায়দার ওপর বেগমের অশ্রদ্ধা আনবেন না।

সকলে সন্ত্রস্ত হইয়া সভ্যভাবে দাঁড়াইল

বেগমের প্রবেশ

বাইরাম। এসো বেগম! হিন্দুস্থানের শ্রেষ্ঠ ওমরাহেরা—তোমাকে সম্মান জানাবার জন্যই আজ এখানে সমাগত!

মুনিম। খাঁ খানানের বীরত্ব গৌরবে হিন্দুস্থান যেমন গৌরবান্বিত, খাঁ খানান যাকে বিবাহ করবার জন্যে মনোনীত করেছেন—

নকীবের প্রবেশ

নকীব। হিন্দুস্থান কাবুলকো একো মস্‌নদ্‌কো মালিক—বাদশানামদার জালালুদ্দীন আকবর শাহ—মস্‌নদকো মালিক—

প্রস্থান

বেগম। আঙ্গা!

চমকিয়া উঠিয়া কাঁপিতে লাগিলেন

আকবরের প্রবেশ

আকবর। নতুন যে বাজপাখীটা সেদিন নেপালীদের কাছ থেকে কিনেছি—তাকে একবার উড় খাওয়াবার জন্য লাহোর সড়কের দিকে গিয়ে—ভুল হয়ে গিয়েছিল যে আপনার বাড়ীতে—সী-তারা!

আকবর বজ্রাহতের মত স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন। সিতারা পড়িয়া যাইতে যাইতে মাহুম আঙ্গাকে জড়াইয়া ধরিলেন

মাহুম। সিতারা!

বীরবল। বাদশা!

বায়রাম। তুমি বোধ হয়—সিতারা বেগমকে—হ্যাঁ—হ্যাঁ—চিনতে বটে এককালে! তবে তোমার এখনো সিতারা বেগমকে মনে আছে—এ কথা আমরা ভাবিনি—কেমন আঙ্গা?—সিতারাকে আমি বিবাহ করবো স্থির করেছি আকবর!

আকবর। (কষ্টে) বিবাহ করবেন স্থির করেছেন খাঁ খানান! (ক্ষণকাল পরে) খাঁ খানানের বধূরূপে হিন্দুস্থানের রাজধানীতে আপনার শুভ পদার্পণের দিনে অকিঞ্চন আকবরের সসম্মান সম্বর্দ্ধনা গ্রহণ করুন সিতারা বেগম!

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

আকবরের কক্ষ। আকবর কক্ষতলে উপবিষ্ট।

মাহুম আঙ্গার প্রবেশ

মাহুম। (ক্ষণকাল আকবরের দিকে চাহিয়া থাকিয়া) আকবর! পুত্র!

আকবর। (মুখ তুলিয়া) আমি একটু একা থাকতে চেয়েছিলাম আঙ্গা!

মাহুম। একা থেকে কেন মন খারাপ ক'রবে বাপ? দুর্ভাগ্যের কাছে অবনত হ'তে নেই। পাণিপথের প্রাঙ্গণে মসনদের জন্য যে যুদ্ধ আরম্ভ ক'রেছ—তা শেষ হ'তে এখনও অনেক বাকী! এখুনি যদি হতাশ হ'য়ে পড়—

আকবর। আমি হতাশ ত হইনি আঙ্গা! হতাশ হবার কারণই বা কী ঘ'টেছে এমন?

মাহুম। ঘটেনি? সত্য ব'লছ?

আকবর। সত্যই ব'লছি! হ্যাঁ—আমি একটু বিষণ্ণ হ'য়েছিলাম এই ভেবে—যে আমার বাল্য সঙ্গিনী সিতারাকে খাঁ খানানের সঙ্গে বিবাহ দেবার জন্য এখানে আনা হ'য়েছে—কেউ আমায় এতটুকু

সংবাদও দিলে না! দিলে আমি মন খুলে আনন্দ ক'রতে পারতাম!

মাহুম। বাইরামের সঙ্গে সিতারার বিবাহ—এ সংবাদে তুমি ক্ষুণ্ণ হও নি আকবর?

আকবর। ক্ষুণ্ণ? যোগ্যতর পাত্র সিতারা এশিয়ায় ত পেত না!

মাহুম। তুমি নিজে সিতারাকে—

আকবর। (পরম বিস্ময়ে) আমি নিজে? সিতারাকে বিবাহ? বল কি আঙ্গা? আমি ক'রব বিবাহ? তাজ্জব কি বাৎ! কবে বাঘের সঙ্গে খেলা ক'রতে গিয়ে বাঘের একটী থাবায় আমার বাদশাই খেলা সাঙ্গ হ'য়ে যাবে—আমার কি সাজে বিবাহ করা? (কণ্ঠ কাঁপিল)—আঙ্গা! তুমি ব'সো—আমি আসছি!

প্রস্থান

মাহুম ক্ষণকাল স্তম্ভিত ভাবে আকবরের গমন পথের দিকে চাহিয়া রহিলেন

আদম খাঁর প্রবেশ

আদম। মা! হাজার দশেক আসরফি না হ'লেই নয়! তোমায় খুঁজে খুঁজে আমি—

মাহুম। এতটুকু বালক তুমি—এতখানি ছলনা শিখলে কোথা থেকে?

আদম। কে বালক?

মাহুম। ওঃ—না! তুমি কি ব'লছিলে?

আদম। দশ হাজার আসরফি আমার চাই—

মাহুম। পাবে না—

আদম। পাব না? না পেলে আমার চ'লবে কি ক'রে?

মাহুম। তোমার কি ধারণা আমি সোণা তৈরী ক'রতে জানি? আমি মাসিক কত তন্‌খা ভাতা পাই বাদশা সরকার থেকে—তা কি তোমার জানা নেই?

আদম। ও সব চালাকী রেখে দাও ত মা! তোমার ও হীরে জহরৎ কে খাবে শুনি? একমাত্র সন্তান—অন্ধের নড়ি—তার আমোদ আহ্লাদের জন্য দুটো মোহর ছা'ড়বে—তাতেও তোমার কলিজা ফেটে যায়—কেমন ধারা মা তুমি?

মাহুম। (ক্রুদ্ধ স্বরে) আদম খাঁ—

আদম। কুছ পরোয়া নেই। আসরফিই যদি না পাই—তবে জান রাখবার কি দরকার? চ'ললাম ডুবে ম'রতে যমুনায়!

আকবরের প্রবেশ

আকবর। যমুনায় তোমার সাথে আমিও যেতে রাজী আছি ভাই সাহেব—যদি ডুবে মরার মতলব ছেড়ে সাঁতার কাটতে চাও!

আদম। তোমার খাতিরে সাঁতার কাটতেও আমি পারি—এক দোড়ে দিল্লী সহরটা টহল দিয়েও আসতে পারি! মা-জানকে ব'লে হাজার দশেক আসরফি আমায়—দেওয়াও না বাদশা! তুমি ব'ললে জরুর দেবে!

মাহুম। আদম খাঁ—এখান থেকে চ'লে যাও! যাও—

আকবর। আ—হা—আম্মা! দাঁড়াও—দাঁড়াও! কত চাই

তোমার? দশ হাজার আসরফি? আমি ত ভাই নেহাৎ গরীব —যা ভাতা পাই খাঁ খানানের কাছে—তাতে আমার বাঘ ক'টা আর হাতী কয়টারই খোরাকী চলে না! তা নাও—এই মুক্তোর মালা ছড়া—

আদম। বাদশা! তোমার নজর ভাই ঠিক বাদশারই মত—একথা আমি চিরকালই দশ আদমিকে ব'লে আসছি! খাঁ খানানের গলায় —ছুরি মেরে দিলে যদি তোমার বাঘ হাতীর খরচা—মায় আমারও থোড়া বহুৎ হাত খরচার কিছু সুবিধে হয় মনে কর—ব্যস্—যক্ষুণি ব'লবে—আমি তৈয়ার! আদম খাঁর মত ভাই বেঁচে থাকতে তোমার ভয় কি বাদ্‌শা?

আকবর তাহাকে হাত তুলিয়া নিরস্ত করিলেন

আদম খাঁর প্রস্থান

মাহুম। সিতারার দিল্লী আগমন উৎসবে মন খুলে আনন্দ করতে পার নি আকবর—সে ক্ষোভ তোমার মিটবে আজ! আমি প্রাসাদে তাকে নিমন্ত্রণ করে এসেছি! খাঁ খানানের পরিজন সবাই আসবে —পান—ভোজন—নৃত্য—গীত—

আকবর। আজ—? ঐ—ঐ—ঐ তো আঙ্গা—আমায় আগে তোমরা কেউ কোন কথা জিজ্ঞেসা কর না—আমার বড়ই দুর্ভাগ্য! দেখ না —আজ—রণবাঘার দাঁত কাটাবার জন্য হকিম আসবে—সেখানে আমার ত থাকাই চাই!

মাহুম। হাতীর দাঁত কাটাবার জন্য বাদশার থাকাই চাই?

আকবর। তুমি বুঝতে পারছ না আম্মা! দাঁত এত বড় হ'য়েছে বেচারা হাতীর—

হস্তের ইঙ্গিতে দাঁতের দৈর্ঘ্য দেখাইলেন

—বেচারার খাওয়া দাওয়া বন্ধ হওয়ার যোগাড়!—আমি একবার ঘুরে আসছি আম্মা!

প্রস্থানোদ্যত

মাহুম। দাঁড়াও আকবর—আমায় তুমি বিশ্বাস ক'রতে পারছ না কেন?

আকবর। বিশ্বাস?

মাহুম। সিতারার বিবাহ বাইরামের সঙ্গে—

আকবর। হ্যাঁ—কী?

মাহুম। তুমি সহজ ভাবে নিতে পা'রছ?

আকবর। না পা'রবার কোন কারণ আছে কি আম্মা?

মাহুম। নেই?

আকবর। নিশ্চয়ই নেই! সিতারা আমার বাল্যসঙ্গিনী—খাঁ খানান আমার পরম হিতৈষী আত্মীয়—এ দু'য়ের মিলন আমার কাছে কত যে আনন্দের কথা—

মাহুম। যদি বিশ্বাস ক'রতে পা'রতাম আকবর—

আকবর। না পা'রবার কারণ?

মাহুম। কারণ—আমি জানি—

আকবর। কী জান?

মাহুম। জানি—তুমি সিতারাকে ভালবাস!

আকবর। জান? জান? তবে জেনেও এ বিবাহে বাধা দাও নাই কেন? কেন বাধা দাও নাই?—কেন আমায় একটিবার মুখের কথা বল নাই—"আকবর! সিতারা অন্যের হ'তে চ'লল?"—আঙ্গা—স্তব্ধ, মূক তুমি! তোমার কৈফিয়ৎ নেই!

মাহম। আছে! তবে তা রাজনীতির কথা! তুমি তা বুঝবে না আকবর!

আকবর। (ক্ষণকাল নীরবে আঙ্গার দিকে চাহিয়া থাকিয়া) সত্য আঙ্গা—আমি রাজনীতি বুঝি না—কারণ আমি বালক! এবং যেহেতু আমি বালক—অভিভাবক বাইরামের আদেশ পালন ভিন্ন আমার অন্য কর্ত্তব্যও নেই!

মাহম। আর আমার আদেশ? আমার অনুরোধ? তার কি কোন মূল্যই নেই তোমার কাছে আকবর?

আকবর। তোমার আদেশ আকবরের কাছে খোদার আদেশের মতই পবিত্র! তুমি যদি বল যে সিতারাকে বিবাহ ক'রবার ইচ্ছা প্রকাশের জন্য বাইরামকে এক্ষুণি হাওয়াইয়ের পায়ের তলায় নিক্ষেপ করা আমার কর্ত্তব্য—দাঁড়াও—আমি আদেশ দিচ্ছি—

দ্বারের দিকে ছুটিয়া গিয়া

—কোই হ্যায়?—হাওয়াই—রণ বাঘা!

মাহম। উন্মাদ বালক! তুমি প্রকৃতিস্থ হও!

ক্রুদ্ধ ভাবে প্রস্থান

আকবর। স্বার্থ! স্বার্থ! বাইরাম তপ্ত কটাহ—আঙ্গা জ্বলন্ত চুল্লী! তবু—তবু—ঐ আঙ্গাকে আপন ব'লে ভালোবাসা আমার পক্ষে সহজ হ'ত—যদি সে আমার সিতারাকে বলি না দিত বাইরামের লালসার যূপকাষ্ঠে! আঙ্গা! নিষ্ঠুর আঙ্গা! বাইরামের বিরুদ্ধে আকবরকে উত্তেজিত করবার আর কোন উপায় খুঁজে পেলে না তুমি? আমার সিতারা—আমার সিতারা—তাকে তুমি—

বসিয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিলেন

দিলারার প্রবেশ

দিলারা। (ক্ষণকাল আকবরের দিকে চাহিয়া থাকিয়া) সাহানসাহ বাদশাহের বিষাদের কারণ কি প্রণয়ভঙ্গ?

আকবর। (চমকিয়া) কে?

দিলারা। আমি একজন সম্রাজ্ঞী!

আকবর। (বিস্ময়ে) সম্রাজ্ঞী! কোথাকার?

দিলারা। দিন দুনিয়ার পুরুষের হৃদয়ের! দুনিয়ার যেখানে যত পুরুষ আছে—সবাই আমার অনুরক্ত, ভক্ত, কৃপার ভিখারী!

আকবর। উন্মাদিনী!

দিলারা। মোটেই নয়! আমি সম্রাজ্ঞী—এবং বর্ত্তমানে আমি চাই আমার এক বিদ্রোহী প্রজাকে শাসন ক'রতে! এবং যেহেতু আপনি—দিন দুনিয়ার না হ'ক—দুনিয়ার এক ক্ষুদ্র অংশ এই হিন্দুস্থানের সম্রাট—তাই আমি এসেছি আপনার সাহায্য চাইতে!—সম্রাট! দাঁড়িয়ে থাকা বা মাটীতে বসা আমার অভ্যেস নেই—

আপনি দয়া ক'রে ওই শয্যায় উঠে বসুন—আমি এই আসনটাতে বসি—

আকবর। সম্রাজ্ঞীর আদেশ শিরোধার্য্য !

শয্যায় উপবেশন

হে মহিমময়ী সম্রাজ্ঞী! জিজ্ঞাসা ক'রতে পারি কি—কে সেই বিদ্রোহী প্রজা—যার দণ্ড বিধানের জন্য আপনি এই ক্ষুদ্র হিন্দুস্থানের সম্রাটের সাহায্য অনুগ্রহ ক'রে চাইতে এসেছেন ?

দিলারা। তার নাম বীরবল !

আকবর। বীরবল—ওঃ—বীরবল আমায় ব'লছিল বটে ! তুমিই তা হ'লে দিলারা বাইজী ?

দিলারা। তা বাইজী আমায় ব'লতে পারেন বটে—কারণ আমি নাচি—এবং দস্তর মত বেশী বেশী পয়সা নিয়ে নাচি ! কিন্তু আমি যে সম্রাজ্ঞী—সেটা যদি আপনি সেই কারণে অস্বীকার করেন—তবে ব'লব—আপনি বুদ্ধির দিক দিয়ে অন্ততঃ—সম্রাট হবার মোটেই যোগ্য নন !

আকবর। আমার যে সম্রাট হবার মত বুদ্ধির অভাব নেই—সেইটে প্রমাণ ক'রবার লোভেই—তোমায় সম্রাজ্ঞী ব'লে মেনে নিয়ে—সসঙ্কোচে জিজ্ঞাসা ক'রছি—আমার অভাগা বন্ধু বীরবল—

দিলারা। আমি তাকে ডেকেছিলাম—সে আসে নি !

আকবর। তুমি তাকে ডেকেছিলে—বটে !

দিলারা। না ডাকতেই অন্ততঃ হাজার আমীর—দশহাজার নবাবজাদা

এসে আমার দোরে হত্যে দিয়েছিল—আমার তুর্কী সোয়ারেরা তাদের কোড়া মেরেও বিদেয় ক'রতে পারে নি! কিন্তু বীরবল—গোঁয়ার হিন্দু—তাকে তিন তিন বার ডেকে পাঠিয়েছি—তবু সে—

আকবর। আসেনি! তাইত! গোস্তাকী!

দিলারা। বাদশা! বীরবলের নাকি কে এক লালী আছে?

আকবর। আছে!

দিলারা। আপনি তার দোস্ত—আপনি সে লালীকে দেখে থা'কবেন! সে কি আমার চেয়েও সুন্দরী?

আকবর। উঁহুঁ—

দিলারা। তবে?—সে আসে না কেন? বাদশা—বীরবল আসে না কেন?

আকবর। যদি সে না-ই আসে? তাতেই বা কী?—সে নিতান্ত গরীব!

দিলারা। বাদশা! আমি যে তার জন্য পাগল!

আকবর। (কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে তাকাইয়া) তুমি দিল্লী ছেড়ে যাও—

দিলারা। সম্রাট—

আকবর। বীরবল আমার বন্ধু! আর লালী—তার তুলনা হয় না! তাদের ভালোবাসার বেহেস্তে দোজাখের আগুন জ্বেলো না তুমি! তুমি দিল্লী ছেড়ে যাও!

দিলারা। যদি না যাই?

আকবর। আমি সম্রাট হ'লেও দুর্ব্বল! হয় ত তোমায় জোর ক'রে তাড়িয়ে দেবার শক্তি আমার না থা'কতে পারে—বিশেষ যখন হাজার

আমীর আর দশহাজার নবাবজাদা তোমার তুর্কী সোয়ারদের কোড়া খেয়েও স্নেহের বেষ্টনে তোমায় ঘিরে রা'খতে ব্যগ্র! আমি তোমার কাছে প্রার্থনা ক'রছি দিলারা—তুমি বীরবলকে ত্যাগ কর!

দিলারা। কেন ক'রব? জীবনে যখন যা আকাঙ্ক্ষা ক'রেছি—তাই পেয়েছি! ছলে, বলে বা কৌশলে! বীরবলকে আমার চাই!

আকবর। তাই ত! পুরুষের মধ্যে বাইরাম আছে—নারীর মধ্যেই বা দিলারা থা'কবে না কেন?

দিলারা। বাইরাম! বাদশা—এ কথা কি সত্য?

আকবর। কি কথা?

দিলারা। এই যা নিয়ে সবাই হাসাহাসি ক'রছে—বাদশার সঙ্গে সিতারা বেগমের বাল্যপ্রণয়ের কথা?

আকবর। ওঃ—ওঃ—ওঃ—

দিলারা। বুঝেছি বাদশা—একটা বাইজীর মুখে আপনার ব্যর্থ প্রণয়ের উল্লেখ শুনতে আপনি ইচ্ছুক নন! কিন্তু কই? তবু ত আপনি আমায় কোতল ক'রবার জন্যে হাবসী বান্দা ডাকছেন না বাদশা!

আকবর। দিলারা! তুমি এ স্থান ত্যাগ কর!

দিলারা। তোমারও যে জ্বালা বাদশা—আমারও সেই জ্বালা! তুমি বীরবলকে আমায় দাও—আমি সিতারাকে তোমায় দেব!

আকবর। কি?

দিলারা। বিস্ময়ের কি আছে বাদশা? বলিনি আমি সম্রাজ্ঞী? সম্রাজ্ঞী সেই—যার ক্ষমতা অপ্রতিহত! আমার এ ক্ষমতা আছে যে ইচ্ছা ক'রলে আমি বাইরামকে হত্যা করা'তে পারি!

আকবর। (স্তম্ভিতভাবে) দিলারা !

দিলারা। হ্যাঁ—তুমি যা পার না—আমি তা পারি! তোমার অর্থ নাই—আমার আছে! ইস্পাহান, বোগদাদ, কাইরো যে অফুরন্ত রত্নভাণ্ডার দিলারা বাইজীর পায়ে উজাড় ক'রে দিয়ে তার পূজা ক'রেছে—তার অংশ মাত্র দিল্লীর রাজপথে ছড়িয়ে দিলে—চক্ষুর নিমেষে লক্ষ সৈনিক মাটী ফুঁড়ে উঠে জয়ধ্বনি ক'রবে—'জয় আকবর শার জয়!' তোমার সহায় নেই—আমার আছে! যে পীরমহম্মদ, আদম খাঁ—ওমরাহ নবাব মনসবদারেরা তোমায় বন্ধুহীন—শক্তিহীন—মসনদের অযোগ্য মালিক ব'লে অবজ্ঞা করে—তারাই আমার আজ্ঞাবহ ভৃত্য—এই চটুল নয়নের একটী সদয় কটাক্ষের আশায়! তুমি বাইরামের প্রসাদভিখারী—আর আমার প্রসাদ-ভিখারী দিল্লীর সমস্ত শক্তিমান রাজপুরুষ! বিশ্বাস হ'চ্ছে না? দেখবে একবার? পরীক্ষা নেবে—রূপ আর রৌপ্যের সম্মিলিত শক্তির?

আকবর। তুমি সিতারাকে আমায়—

দিলারা। হ্যাঁ—দেব! তুমি আমার সঙ্গে সন্ধি কর! খোদা সাক্ষ্য ক'রে শপথ ক'রছি—বাইরাম ধ্বংস হবে—সিতারা হবে তোমার!

আকবর। সিতারা হবে আমার—দিলারা! দিলারা!—

ছুটিয়া আসিয়া দিলারার হাত ধরিলেন

দিলারা। বিনিময়ে—

আকবর। ওঃ—(কে যেন তাঁহাকে কশাঘাত করিয়াছে—এই ভাবে দুইপদ পিছাইলেন)—না দিলারা—তা হয় না!

দুই হাতে মুখ ঢাকিলেন

দিলারা। সম্রাট!

আকবর। (মুখ তুলিয়া) হয় না দিলারা! তা হয় না! আমি পারব না তাদের বিচ্ছিন্ন ক'রতে!

দিলারা। পা'রবে না? সিতারার জন্তেও নয়?

আকবর। না—সিতারার জন্তেও নয়! বন্ধুর প্রাণে তুষানল জ্বেলে দেবে নিজের প্রণয়িনী লাভ ক'রবার আশায়—এত বড় পিশাচ আকবর নয় নর্ত্তকী!

আকবরের প্রস্থান

দিলারা ক্ষুব্ধ বিস্মিতভাবে দাঁড়াইয়া রহিল

মাহম আঙ্গার প্রবেশ

মাহম। ঠিক বুঝতে পারনি—না নর্ত্তকী?

দিলারা। কে? আপনি—

মাহম। আমি আকবরকে আশৈশব বক্ষে ক'রে লালন করেছি—আমিই তাকে বুঝতে পারিনি এখনো! তুমি পা'রবে কেমন ক'রে—বিদেশিনী বিলাসিনী রমণী—যার বাণিজ্য চিরদিন সেই শ্রেণীর পুরুষের সঙ্গে—বিলাস ভিন্ন জীবনে যাদের অন্য কর্ত্তব্য নেই—সম্ভোগের অন্তরায় চূর্ণ করবার জন্য যাদের উদ্যমের অন্ত নেই—উচ্ছৃঙ্খল, উদ্দাম, উন্মাদ যারা—পুরুষ হ'য়ে জ'ন্মেছে—শুধু পৌরুষের অপ-প্রয়োগের জন্য?

দিলারা। আমার অনুমান যদি সত্য হয়—আপনিই যদি হন মহীয়সী মাহম আঙ্গা রাজধাত্রী—তবে আপনার পুত্র আদমখাঁও পুরুষ হিসাবে ঐ শ্রেণীরই অন্তর্গত!

মাহুম। আমার পুত্র? হ্যাঁ—আমার পুত্রই বটে! অস্বীকার ক'রবার উপায় নেই—আদম খাঁ আমার পুত্রই বটে! কিন্তু দেহের চেয়ে মন বড়—নর্ত্তকী হ'লেও এ কথাটা হয় ত তোমার অজ্ঞাত নয়! দেহের পঙ্কিলতায় গঠিত আমার পুত্র ঐ আদম খাঁ—আর অন্তরের অমর জ্যোতির সঞ্জীবিত মূর্ত্তি আমার পুত্র আকবর!—আকবরের সঙ্গে তোমার কথা আমি শুনেছি নর্ত্তকী!

দিলারা। আপনার অপার অনুগ্রহ আম্মা!

মাহুম। তুমি সন্ধি ক'রতে চেয়েছিলে আকবরের সঙ্গে! আকবর রাজী হয়নি—কেমন?

দিলারা। আমি হতাশ হইনি আম্মা!

মাহুম। না—তুমি হতাশ হওনি! তোমার চোখের দিকে তাকিয়ে আমার মনে হ'চ্ছে—হতাশ হওয়া তোমার অভ্যেস নেই—পদে পদে যারা হতাশ হয়, তুমি সে শ্রেণীর জীব নও! তাই আমি তোমার কাছে এসেছি একটা প্রস্তাব নিয়ে!

দিলারা। প্রস্তাব?

মাহুম। হ্যাঁ—সন্ধির প্রস্তাব! আমার সঙ্গে তুমি সন্ধি কর! একদিকে বীরবলের প্রেম তোমার জন্য—আর একদিকে মসনদের উপর অক্ষুণ্ণ অব্যাহত অধিকার আকবরের জন্য!

দিলারা। বীরবলের প্রেম আমার জন্য? কে দেবে? আপনি? আপনার কী শক্তি আছে বীরবলকে চালিত ক'রবার?

মাহুম। কী সে শক্তি তা তোমার জানবার প্রয়োজন নেই বালিকা! আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি—বীরবলকে তুমি পাবে! বিনিময়ে তুমি

প্রয়োগ ক'রবে—সিতারার উদ্ধারের জন্য নয়—প্রেমচর্চ্চার সুযোগ আকবরের জীবনে পরেও প্রচুর আসবে! তুমি প্রয়োগ ক'রবে আকবরের মসনদকে নিষ্কণ্টক ক'রবার জন্য—ইস্পাহান বোগদাদ কাইরো থেকে সংগৃহীত তোমার লক্ষ লক্ষ কোটী কোটী স্বর্ণ নয়—দিল্লীর বাদশাহী ভাণ্ডারের যুগসঞ্চিত গুপ্ত কোষাগারের অমূল্য রত্নরাজি আমি দেব তোমায়—আকবরের বন্ধুবৃদ্ধি আর শত্রু নিপাতের জন্য—

দিলারা। বলুন তবে—বলুন আজ্ঞা—কী ক'রতে হবে আমায়?

মাহুম। তুমি প্রয়োগ ক'রবে আকবরের অনুকূলে—তোমার ঐশ্বর্য্য নয়—তোমার সৌন্দর্য্য!—তোমার রূপের মোহ—তোমার লাস্যের উন্মাদনা—তোমার প্রেমাভিনয়ের ইন্দ্রজাল! পা'রবে?

দিলারা। পা'রব—পা'রব—শুধু বীরবল আমার হ'ক!

দ্বিতীয় দৃশ্য

বীরবলের গৃহোদ্যান

লালী গান গাহিতেছিল

গীত

আমায় তুমি দুঃখ দিলে—দুঃখ আমি ক'রব না ক' !
দুঃখ পেলেও নাইকো ক্ষতি—আমায় যদি সঙ্গে রাখ' !
যে আকাশে বজ্র জ্বালা—
তাতেই দোলে চন্দ্রমালা—
অশ্রুনদীর বুকেও আমি বাঁধতে পারি হাসির সাঁকো !

উদ্ধবের প্রবেশ

উদ্ধব। লালী !

লালী। কী উদ্ধবদা ?

উদ্ধব। বলি তুই যে এখনও দেশে ফেরবার ব্যবস্থা ক'রলিনে ? কাজ কি ভাল হ'চ্ছে ?

লালী। দেশে ফিরব ? ওঁকে ফেলে ?

উদ্ধব। ওকে ফেলে—সে কী কথা ? ওকেই ত সরিয়ে নেওয়া বেশী দরকার। দিদি ! ও যে কবে কী ক'রে বসে—আমি ভেবে ভেবে সারা হ'য়ে যাচ্ছি !

লালী। তা বটে! কাবাব কোর্ম্মার উপর ওঁর বড়ই ঝোঁক দেখছি আজকাল!

উদ্ধব। তাতেও বাঁচোয়া আছে দিদি—কে আর জানবে? নেহাৎ নোলায় তুলে বসে—দেশে গিয়ে ছটাক খানিক গোবর গুলে ঢক্ ঢক্ ক'রে খাইয়ে দিলেই প্রাচিত্তির হ'য়ে গেল! গেরো হ'য়েছে অন্ত রকম দেখছ না? এইবারে বুঝি দিদি নেজুড় একটা জুটে গেল রে! আমি কোথায় যাব রে—কি ক'রবো রে?

লালী। আরে হ'য়েছে কি? তুমি মিছিমিছি অমন ক'রছ কেন?

উদ্ধব। মিছিমিছি? তিনবেলা লোক হাটছে—বাঁদীর পর বান্দা—খানসামার পর ঘোড়-সওয়ার! কারও হাতে খোসবোই রুমেল—কারও হাতে ফুলের তোড়া! বলে—আমরা ফুলুরি বিবির কাছ থেকে আ'সছি! ওরে লালী—আমার মাথা খাস—তুই এই বেলা ওকে নিয়ে দেশে চলরে দিদি—দেশে চল!

লালী। ফুলুরি বিবি?

উদ্ধব। ফুলুরিই হ'ক আর কচুরিই হ'ক—ও সবাই সমান রে দিদি—জাত সাপের বাচ্ছা! ছুঁলেই বৈতরণী! মাথার সিঁদুর বজায় থা'কতে থা'কতে কত্তাটীকে নিয়ে—ঘরের মেয়ে ঘরে পালা! ফুলুরি কচুরি নোলায় তুললে একটীবার—আর কি তোর ও শাকচচ্চড়ীতে ওর মন উঠবে?

লালী। উনি কোথা গেলেন—একবারটী খোঁজ নিয়ে এস উদ্ধব দা—তার পর এ সব পরামর্শ ক'রব এখন!

উদ্ধবের প্রস্থান

অন্যদিক হইতে দিলারার প্রবেশ

লালী। কে ?

দিলারা। দিলারা বিবি ! তুমি লালী ? যদিচ আমরা শত্রু—তবু তুমি আমায় একটা আসন দিতে পারো। আমার দাঁড়িয়ে থাকা অভ্যেস নেই—হয় নাচি—নয় শুই বা বসি !

লালী। নাচো ?

দিলারা। হ্যাঁ ভাই—আমি নাচি ! যেখানে যাই—সেইখানেই নাচি—আর দেশের লোকও আমায় দেখে ধেই ধেই ক'রে নাচে ! ওই যাঃ—তোমায় ভাই ব'লে ফেললাম—অথচ আমি তোমার ঘোর দুষমণ !

লালী। হাঁ—শুনেছি তাই বটে !

দিলারা। আচ্ছা—বীরবল তোমায় ঠিক কতখানি ভালোবাসে—ব'লতে পার ?

লালী। মেপে ত দেখিনি কোনদিন !

দিলারা। মেপে দেখবার কথা মনেও হয়নি বোধ হয় কোনদিন ! অর্থাৎ প্রেমে এমনি মশ্‌গুল—যে তার তরফ থেকে ঠিক ঠিক প্রতিদান পাচ্ছো কিনা—খবর রাখবারও খেয়াল হয় নি ! ঐ ত তফাৎ তোমাদের আর আমাদের মধ্যে ! তোমরা দাও—আমরা নিই !

লালী। যার যাতে আনন্দ !

দিলারা। আমি যদি বীরবলকে নিই ?

লালী। পারো যদি নাও।

দিলারা। বড়ই জোর যে !

লালী। দিই ব'লেই জোর! নেওয়ার দিকে নজর থাকলেই মনে ভয় আসে!

দিলারা। কথা বোধ হয় ঠিক! তা—ব'সতে যখন তুমি দিলে না—তখন হয় আমায় চ'লে যেতে হয়—নয় ত নাচতে হয়! ব'লেছি ত—আমি চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থা'কতে পারি নে!

লালী। চল—ঘরে ব'সতে দিচ্ছি—

দিলারা। তারপর—বীরবল এসে যদি আমায় দেখে?

লালী। তোমার বাড়ীতে গিয়ে তোমায় দেখার চেয়ে আমার চোখের উপর এখানে তোমায় দেখা কম মারাত্মক!

দিলারা। (হাসিয়া) তুমি রসিকতাও জান দেখছি! নাঃ—বীরবল তোমায় ছেড়ে আমায় ভালবাসবে—এমন কোন আশাই নেই! এক যদি—তোমায় পথ থেকে সরিয়ে দিতে পারি—

লালী। হত্যা ক'রে না কি?

দিলারা। হ্যাঁ—হত্যা ক'রে! অথবা এমন যদি হয়—যে তোমায় কেউ পেতে চায়—পাবার উপায় খুঁজে পা'চ্ছে না—আমি যদি তাকে উপায় বা'ৎলে দি—

লালী। ওই—ঘুরিয়ে হত্যা করাই হ'ল!

দিলারা। ওঃ—শুনেছি বটে—হিন্দুর মেয়েরা সতীত্ব দেবার আগে জান দেয়!

লালী। আমি ম'রে গেলেই যে আমার স্বামীকে তুমি পাবে—এ কথা তোমায় কে ব'ললে ফুলুরি বিবি?

দিলারা। দিলারা বিবি!—হ্যাঁ—তুমি না ম'রলেও তোমার স্বামীকে আমি পাব—একথা আমায়—কেউ একজন ব'লেছে!

লালী। যেই বলুক—সে তোমাকে মিথ্যে ব'লেছে! আমার ঢের কাজ আছে—তুমি বাড়ী যাও!

প্রস্থানোদ্যত

দিলারা। দাঁড়াও না!—এত জোর তোমার মনে?

লালী। জোর আমার মনে হবে না ত কি হবে তোমার মনে? আমি দিই—নেওয়ার জন্যে কাঁদি·নে! যে দেয়—তার মত জোর কার?

নেপথ্যে কোলাহল—উদ্ধবের প্রবেশ

উদ্ধব। লালী—লালী—পালিয়ে যা—বীরবল ঘরে নেই—এদিকে কারা এসে হাতিয়ার সেপাই নিয়ে বাড়ী ঘেরাও ক'রেছে—

লালী। সর্ব্বনাশ!

উদ্ধব। আমি যতক্ষণ পারি—ওদের ঠেকিয়ে রা'খব! তুই পালা কোথাও—

দ্রুত প্রস্থান

দিলারা। হিঃ হিঃ হিঃ—

লালী। তুমি হা'সছ?—

দিলারা। এরা আমার দোস্ত লোক দেখছি! যা ব'লছিলাম—কেউ যদি তোমায় পেতে চায়—

লালী। তুমি যাও—

দিলারা। যাব? কখ্খনো না! তুমি কোথায় লুকোবে—লুকোও না! আমি জায়গাটা দেখে রাখি—তারপর ওরা এলে—

লালী। তা হ'লে—(ছুরিকা বাহির করিয়া) তোমায় আগেই হত্যা ক'রে যাওয়া দরকার!

দিলারা। সত্যি? (হাসিয়া) আমি পুরুষ হ'লে তোমার প্রেমে প'ড়ে যেতাম! তুমি সাবাস মেয়ে!

লালী। না! তোমায় হত্যা ক'রতে আমার মন চাইছে না! আমি লুকোই—নিতান্ত যদি তুমি আমায় ধরিয়ে দাও—ছোরা নিজের বুকে বিঁধিয়ে দেব!

দিলারা। তোমায় ধরিয়ে দেব—কি—যেই এসে থাকুক—তাকে নিজে ধ'রব—(হাস্য) (নেপথ্যে দ্বার ভাঙ্গার শব্দ) তুমি যাও—তারা ঐ এলো—

লালীর প্রস্থান

দিলারা ওড়না দিয়া মুখ ঢাকিয়া বসিল

কোলাহল করিতে করিতে সানুচর আদম খাঁর প্রবেশ

আদম। হাঃ-হাঃ—হাঃ—রাজপুতকা লেড়কী—আদমখাঁর মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে পালাবে—ঐ জানোয়ার বীরবল?—এই পাকড়ো—জলদি পাকড়ো! একেবারে যমুনা পারের গোলাব-বাগিচায়—

দিলারা। (ঘোমটার ভিতর হইতে) পাকড়াবে আর কি ভাই—আমি ত তোমার খাঁচার চিড়িয়া! কোথায় নিয়ে যাবে—চল না! আমি এখুনি তোমার সাথে যাচ্ছি!

আদম। কেয়া তাজ্জব! সেদিন চেঁচিয়ে মেচিয়ে হাঙ্গামা ক'রে ফ'স্‌কে পালা'লে—দেখ দেখি—কম হায়রাণি? তোমার ওপর আমার এমনি গোস্‌সা হ'য়েছিল সেদিন!—যা'ক—জলদি ক'রে চল! তোমার সেই না-খসম হ্যাঁ-খসম বেতমিজ বীরবল এসে প'ড়লে একটা বেকায়দা

ঝামেলা বাধবে!—হ্যাঁ—তোমার নাম কি বল ত পিয়ারী? রাজপুতকা লেড়কী ব'লে ত আর প্রেম করা চলে না।

দিলারা। নাম আমার জান না? এরই মধ্যে ভুল?

আদম। জানি? কই?

দিলারা। দেখ দেখি ভালো ক'রে মনে করে—

আদম। কই? (মাথা চুলকাইয়া) মোটেই মনে প'ড়ছে না ত!

দিলারা। (ঘোমটা খুলিয়া) মনে প'ড়ছে না?—আমার নাম?

আদম। সোভানাল্লা! দিলারা!

দিলারা। এই ত আমার নাম বেশ জান! দিব্যি মনে আছে! বেইমান!

আদম। বেইমান?

দিলারা। বেইমান নয়? সেদিন দশহাজার আসরফি পাঠিয়ে দিয়ে—তুমি আমার দোর থেকে ফিরে চ'লে গেলে—একটীবার দেখা পর্য্যন্ত ক'রে গেলে না! আমি ওদিকে সেজে গুজে তোমার জন্যে সারারাত ব'সে রইলাম!

আদম। ব'সে রইলে? তোমার তুর্কী সোয়ারেরা আসরফি গুণো গুণে নিয়ে আমায় যে একরকম—একরকম ঘাড় ধাক্কা দিয়ে—বিদেয় ক'রে দিলে!

দিলারা। যদিই বা তারা তোমায় চিনতে না পেরে ভুল ক'রে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে থাকে—তুমি শুনলে কেন? হ্যাঁ—তুমি আমায় ভালবাসতে যদি—তবে আর তুর্কী সোয়ারদের কাছে ঘাড় ধাক্কা খেয়েই অমনি বাড়ী ফিরে যেতে না! তুমি হাতিয়ার খুলে দাঁড়ালেই যে—

আদম। তাই ত! এ কথা ত আমার খেয়াল হয় নি পিয়ারী! তুমি তা হ'লে—তুমি তা হ'লে—

দিলারা। এইও—ভাগো তোম্‌লোক হিঁয়াসে! হাম খাঁ সাহেবকা সাথ আসনাই করেগা—কেয়া তোমলোককা সামনে মে?

আদম। ঠিকই ত! সামনে মে? এই ভাগো—উল্লুক সব! জলদি ভাগো হিঁয়াসে সব কোই!

অনুচরগণের পলায়ন

দিলারা। আমি কোথায় তোমায় দিল্লীর বাদশা ক'রব ব'লে ব'সে আছি—আর তুমি আমায় ফাঁকি দিয়ে—একটা—একটা—ছিঃ ছিঃ—একটা না-সুরৎ রাজপুতনীর পেছনে ঘুরছ?

আদম। দিল্লীর বাদশা? সোভানাল্লা!

দিলারা। কতটাকা হ'লে তুমি বিশহাজার সেপাই যোগাড় ক'রতে পার? দুলক্ষ! চারলক্ষ?

আদম। সোভানাল্লা! স্বপ্ন দেখছি না ত?

দিলারা। চল—আমার বাড়ী চল! তুমি তলোয়ার ধ'রতে জান—মাহুম আঙ্গার ছেলে তুমি—তুমি মসনদে ব'সবে এ আর আশ্চর্য্য কি! চল—তোমায় পরামর্শ দিচ্ছি—আসরফির বস্তা তোমার পায়ে ঢেলে দিচ্ছি—তুমি কি আর বিশহাজার সেপাই জোটাতে পার্ব্বে না?

আদম। সোভানাল্লা!

উভয়ের প্রস্থান

বীরবলের প্রবেশ

বীরবল। লালী! লালী! কই—কেউ ত নেই এখানে! লালী—লালী!

মাহুম আঙ্গার প্রবেশ

মাহুম। তোমার ভৃত্যেরা আহত—তাই বিনা সংবাদেই—

বীরবল। আঙ্গা? এ যে মহৎ সম্মান! আমি একটু চঞ্চল আছি!—আমার স্ত্রী—

মাহুম। চঞ্চলতার কারণ নেই। আমার অভাগ্য পুত্র—তোমার স্ত্রীর সাক্ষাৎ পায় নি!

বীরবল। তবে—তবে—কোথায় লালী? লালী—লালী—

মাহুম। অন্তঃপুরেই কোথাও আছেন! আদমখাঁকে অপসারিত ক'রেছে নর্ত্তকী দিলারা!

বীরবল। দিলারা?—দিলারা এখানে?

মাহুম। কারণ আছে! সে তোমার অনুরক্তা!

বীরবল। আপনার মুখে এ সব কী কথা আঙ্গা?

মাহুম। বীরবল!

বীরবল। কি আঙ্গা?

মাহুম। বাদশা—আমার পুত্রাধিক প্রিয় আকবর—

বীরবল। বাদশার সঙ্গে দিলারার কি সম্পর্ক আঙ্গা?

মাহুম। আমি একটা সন্ধি ক'রেছি বীরবল—বাদশার মঙ্গলের জন্য—দিলারার সঙ্গে! অন্যায় ক'রেছি কি?

বীরবল। আজ্ঞা!

মাহুম। তুমি চতুর! সে সন্ধি কি—তা কি এখনো তোমার বুঝতে বাকী আছে বীরবল? আকবরের শত্রু বহু! তাদের আকবরের অনুরক্ত ক'রে তুলতে পারে রাজশাসন—না হয় উৎকোচ!

বীরবল। উৎকোচ—আজ্ঞা?

মাহুম। শাসনের শক্তি আকবরের করায়ত্ত নেই—সেই জন্যই—

বীরবল। উৎকোচ?

মাহুম। অর্থের ভিখারী তারা কেউ নয় বীরবল—আকবরের এই শক্তিমান শত্রুগণ! সেইজন্যই আমি তাদের সুমুখে ধ'রতে চাই নারী প্রেমের প্রলোভন—নারী প্রেমের উৎকোচ!

বীরবল। দিলারার?

সভয়ে পিছাইয়া গেলেন

মাহুম। হ্যাঁ—দিলারার! দিলারা স্বীকৃতা! কিন্তু—সে মূল্য চায়!

বীরবল। না—আজ্ঞা—না—

মাহুম। তুমি অস্বীকৃত—বীরবল? আকবরের শত্রুনাশের জন্য আত্মত্যাগে তুমি কাতর বীরবল?

বীরবল। আগুনে ঝাঁপ দিতে প্রস্তুত আমি বন্ধুর কল্যাণের জন্য! কিন্তু—কিন্তু—আজ্ঞা—এ যে—এ যে তুষানল! এ যে জীবন্ত নরক!

মাহুম। আমার ধারণা ছিল—বীরবল আকবরের অকৃত্রিম সুহৃৎ—বন্ধুর জন্য দোজাখের আগুনকেও তিনি তুচ্ছ জ্ঞান করেন! আমার ধারণা কি ভুল?

লালীর প্রবেশ

লালী। না—কখনই ভুল নয়—

বীরবল। লালী—লালী—

লালী। বন্ধুর জন্য নরকাগ্নি বরণ কি লালীর স্বামীর পক্ষে এতই দুঃসাধ্য ?

বীরবল। নর্ত্তকী—গণিকা! লালী—লালী—স্বামীকে নিজের হাতে নরকের আগুনে ঠেলে দিও না!

মাহম। কন্যা! আকবরের নিয়তি তোমার স্বামীর হস্তে! আজ বন্ধুত্বের অগ্নিপরীক্ষা! আমি এখন যাচ্ছি—একদণ্ডের মধ্যে আমি সংবাদ পাবার প্রত্যাশা করি যে দিলারার সহায়তার বিনিময়ে বীরবল তার আকাঙ্ক্ষিত মূল্য দিতে প্রস্তুত!

প্রস্থান

লালী। স্বামী!

বীরবল। এ ছল—লালী! কোন গুপ্ত স্বার্থ সাধনের উদ্দেশ্যে ধূর্ত্তা আঙ্গার একটা চাতুরী! আমি আকবরকে জানি! দিলারার সহায়তা ভিন্ন যদি আকবরের শত্রুনাশ না হয়—তাতেও আকবর কাতর নয়! সে কখনও চাইবে না—তুচ্ছ বাদশাহীর প্রলোভনে প'ড়ে লালীর প্রাণে তুষানল জ্বেলে দিতে!

লালী। কিন্তু তুমিই ত আমায় ব'লেছ—বাদশাহীর চেয়ে লক্ষগুণে প্রিয়তর বাদশাহের কাছে—সিতারা বেগম! তিনি আজ বিপন্না—তাঁকে উদ্ধার ক'রে এনে দেবার কোন উপায় যদি সে নর্ত্তকীর দ্বারা সম্ভব হয়—তবে—তবে—

বীরবল। লালী—লালী—

লালী। লালী-বীরবলের প্রেমের দোহাই দিয়ে আমি তোমায় মিনতি ক'রছি প্রভু—সিতারা-আকবরের প্রেমকে এ আসন্ন ব্যর্থতা হ'তে রক্ষা ক'রবার জন্য তুমি আত্মদান কর! প্রেমের মর্য্যাদা প্রেমিক না রাখে যদি—প্রেমের অস্তিত্বই যে বিশ্ব হ'তে বিলুপ্ত হবে!

বীরবল। তাই হ'ক—লালী—তাই হ'ক! বীরবল দিলারার ক্রীতদাস হবে—সে সিতারাকে ফিরিয়ে এনে দিক! শুধু আকবরের সিতারাকে ফিরিয়ে এনে দিক আকবরের বক্ষে! আমি দিলারার সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রতে যাচ্ছি লালী!

তৃতীয় দৃশ্য

বাইরামের গৃহ

কক্ষমধ্যে বাইরাম ও নর্ত্তকীগণ

নৃত্যগীত

বাইরাম। আচ্ছা—এখন তোমরা যেতে পার!

পীরমহম্মদের প্রবেশ

পীরমহম্মদ। সে কি জনাব! আমি গানের আওয়াজ পেয়ে দেউড়ী থেকে ছুটতে ছুটতে আসছি যে! আর একখানা হুকুম হ'ক জনাব!

বাইরাম। গাও আর একবার—পীরমহম্মদের দিল তাজা রাখা চাই—উনি হ'চ্ছেন আমার দেওয়ান যে!

নর্ত্তকীগণের নৃত্যগীত

বন্ধু! তুমি সামলে রাখো দুষ্টু তোমার নয়নদুটি
অগাধ জলের মকর তো নই, আমরা ছোট সরল-পুঁটি!
তেরছা দুটি চোখ যে চতুর, চট্ ক'রে প্রাণ করলে ফতুর,
কেমন ক'রে বাঁচব এবার মন যে ভয়ে গুটি-সুটি!
আমরা বঁধু অবলা জাত, চাউনিতে আর কোরো না কাৎ
তোমার ক্ষিদের খোরাক হ'তে নইকো মোরা কোর্ম্মা-রুটী।

গীতকালে নর্ত্তকীগণ পীরমহম্মদকে লইয়া নানারূপ ব্যঙ্গ কৌতুক করিতে লাগিল—তাহাতে পীরমহম্মদের কখনো আনন্দ, কখনো বিরক্তি প্রকাশ ও বাইরামের হাস্য

নর্ত্তকীগণের প্রস্থান

পীর। বড়ি ফিচেল নাচওয়ালী এরা জনাব!

বাইরাম। (হাস্য) তা বটে! তা—থা'ক সে কথা—এখন সংবাদ কি বল!

পীর। সংবাদ? জবর সংবাদ এই যে রণবাঘার দাঁত কাটানো হ'চ্ছে!

বাইরাম। দাঁত?

পীর। রণবাঘার দাঁতটা খাঁ খানানের চোখে তুচ্ছ জিনিস হ'তে পারে —কিন্তু বাদশার চোখে নয়! পিলখানায় খাড়া মোতায়েন রয়েছেন —মাহুম আঙ্গার মহলে উৎসবের নিমন্ত্রণ উপেক্ষা ক'রে! তা কই— খাঁ খানানও ত এখনো যাননি!

বাইরাম। আমি বড়ই অসুস্থ—পীরমহম্মদ!

পীর। অসুস্থ?

বাই। হ্যাঁ—আমিও—সিতারা বেগমও!

পীর। আঙ্গাকে অবিশ্বাস ক'রছেন নাকি? বড়ি তাজ্জব! তাঁরই চেষ্টায় ত আপনার এ সাদীর কথাবার্ত্তা ঠিক হ'য়েছে—সিতারা বেগম কাবুল থেকে দিল্লীতে এসেছেন!

বাই। তা ব'লতে পার!

পীর। নইলে বেগমের কাবুলী আত্মীয়েরা যে রকম বেয়াড়া সব আপত্তি তুলেছিলেন—

বাই। হ্যাঁ—তাদের আশা ছিল কি না—যে আকবর বাল্য-সঙ্গিনীকে —আজ হ'ক—দু'দিন বাদে হ'ক—জীবন সঙ্গিনী ক'রে নেবেই—

পীর। আর মাহুম আঙ্গাই তাদের বুঝিয়ে দিলেন যে আকবর একটা চপলচিত্ত বিকলমস্তিষ্ক খামখেয়ালী বালক—যার মসনদে কায়েমী হ'য়ে বসা আকাশ-কুসুম!

বাই। কে এসব অস্বীকার ক'রছে পীরমহম্মদ! তুমি বৃথা সে সব পুরাণো কথার আবৃত্তি ক'রে কষ্ট পাও কেন?

পীর। আবৃত্তি ক'রে কষ্ট পাচ্ছি খাঁ খানান—তার কারণ—এমন হিতৈষিণী যে আঙ্গা—তাকে আপনি অবিশ্বাস—

বাই। অবিশ্বাস আঙ্গাকে নয় পীরমহম্মদ—সে শক্তিশালিনী ছিল হুমায়ুনের জীবদ্দশায়! আজ তার সম্মান আছে—শক্তি—(মাথা নাড়িলেন)—সে আমার কি ক'রবে?

পীর। কেই বা আপনার কি ক'রতে পারে? দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ পাণিপথজয়ী বাইরাম—

বাই। সত্য—কিন্তু প্রেমিক যুবকেরা হঠকারিতার পরিচয় দিয়ে থাকে সময়ে সময়ে—ইতিহাসে এমন কথা লেখে পীরমহম্মদ!

পীর। প্রেমিক যুবক! ওঃ—আপনি অবিশ্বাস ক'রছেন বাদশাকে!

বাই। করা উচিত—কারণ আমি নির্ব্বোধ নই! ছোকরা সিতারাকে ভালবাসত—এবং এখনও ভালবাসে!

পীর। তাইত—একটা নিদারুণ মনোমালিন্যের সৃষ্টি হ'ল!

বাইরাম। তাতে ভয় কি?

পীর। না—ভয় আর কি? আপনার আবার ভয়?

বাইরাম। সংঘাত অবশ্যম্ভাবী—তা ত আগেও তোমায় ব'লেছি! বাবরের পৌত্র নির্ব্বিবাদে আমার গোলামী ক'রবে না চিরদিন! আর আমিও এই দীর্ঘদিন মোগল রাজদণ্ড সগৌরবে পরিচালনা ক'রবার পর—শেষ জীবনে একটা চপল যুবকের আজ্ঞাবহ ভৃত্য হব না নিশ্চয়ই! শক্তি পরীক্ষা অনিবার্য্য! আর—সে শক্তিপরীক্ষায় আমায় বুঝিয়ে দিতে হবে আকবরকে—যে মসনদের মালিক ন্যায়তঃ ধর্ম্মতঃ সে হ'লেও—মসনদের স্থায়িত্ব নির্ভর করে বাইরামের মর্জ্জির উপর!

পীর। শক্তিপরীক্ষার দিন সমাগত জেনেই ত আপনি আকবরের বাগ্‌দত্তাকে স্বয়ং বিবাহ ক'রতে যাচ্ছেন—শক্তিবৃদ্ধির জন্য! যুদ্ধ এবং রাজনীতি—উভয় ক্ষেত্রেই আপনি অপরাজেয়—খাঁ খানান!

বাই। বিবাহ না ক'রে করি কি? মোগলের শক্তির কেন্দ্র এখনো কাবুলে! হিন্দুস্থান এখনো মোগলকে আপন ব'লে গ্রহণ করে নি—কখনো ক'র্‌বে কিনা—সন্দেহ! ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী ভিন্ন জাতি এই হিন্দুর হিন্দুস্থানে প্রতিষ্ঠিত মোগল মসনদ প্রতিমুহূর্ত্তে কাবুলবাসী মোগলের সহকারিতার মুখাপেক্ষী!

পীর। আর সেই কাবুলবাসী মোগলগণের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান বীরসম্প্রদায় চাঘতাই বংশের দুহিতা এই সিতারা বেগম! তাঁর পাণিগ্রহণের যৌতুকস্বরূপ অযুত চাঘতাই অসির আনুকূল্য সংগ্রহের আয়োজন ক'রে আপনি বিজ্ঞতারই পরিচয় দিয়েছেন—খাঁ খানান!

বাই। সেই আনুকূল্যের বলে দিল্লীর ওমরাহ সমাজের প্রতিকূল আচরণ—যদি প্রতিকূল তারা হয়ই—

পীর। আপনি সে প্রতিকূল আচরণ উপেক্ষা ও দমন ক'রতে পারবেন ! অভাগা আকবর ! একসঙ্গে প্রণয়িনী ও মসনদ দু'টো হারাতে যদি হয় তাকে—

বাই। না—না—মসনদ তাকে ঠিক হারাতে হবে না ! আমার আজ্ঞাবহ হ'য়ে মসনদে সে থা'ক না !

পীর। তা থা'কবে কি ? সে উদ্ধত—অবিমৃষ্যকারী ! সে হয় ত—

বাই। কী ?

পীর। বিদ্রোহ ক'রবে—

বাই। (হাসিয়া) বিদ্রোহ নয় ! সে বাদশা ! বিদ্রোহী বরং আমরা—তাকে মসনদ থেকে বঞ্চিত ক'রবার ষড়যন্ত্র করার দরুণ !

পীর। সে যাই হ'ক—বাদশা হয়ত এই বিদ্রোহীদের শাসন ক'রবার চেষ্টা ক'রবেন !

বাই। হ্যাঁ—তা সম্ভব ! বাবরের রক্ত তার দেহে !

পীর। সুতরাং—

বাই। কী ?

পীর। ভয়ে ব'লব না নির্ভয়ে ব'লব ?

বাই। (নিম্ন স্বরে) নির্ভয়ে বল !

পীর। (নিম্ন স্বরে) আমার মতে—

বাইরামের দিকে চাহিয়া নীরব

বাই। বন্দী ?

পীর। অথবা—

উভয়ে উভয়ের দিকে চাহিয়া রহিলেন

বাই। এ সব পরামর্শের সময় গভীর রাত্রি! (পরিক্রমণ) হ্যাঁ—শক্তি সঞ্চয়ের অবসর দেওয়া—হবে মূর্খতা! ঐ মাহুম আঙ্গার শক্তি নেই—কিন্তু প্রতিপত্তি এখনো আছে! তার পুত্র আদম খাঁ—নির্ব্বোধ, কিন্তু নির্ভীক! মুনিম খাঁ—তার অন্তরের কথা কেউ জানে না! সর্ব্বোপরি ঐ চতুর হিন্দু বীরবল—না—না—পীর মহম্মদ! তুমি আজই রা'ত্রে আ'সতে চাও! বিষধরকে আহত ক'রেছি—এখন আর তাকে নিষ্কৃতি দেওয়া চলে না!

দৌবারিকের প্রবেশ

দৌবারিক। খোদাবন্দ! দিলারা বাইজীর পত্র!

বাইরাম। দিলারা বাইজী! (পত্র গ্রহণ ও পাঠ)—মন্দ কি!

দৌবারিকের প্রস্থান

পীর। দিলারা বাইজীও কি খাঁ খানানের প্রণয়ার্থিনী না কি? মন্দ হয় না! সিতারা বেগমের পদানত যেমন অযুত চাঘতাই খড়্গ—দিলারা বাইজীর করায়ত্ত তেমনি অক্ষয় স্বর্ণ ভাণ্ডার!

বাই। না—না—সে আসতে চায়—সিতারা বেগমকে নাচ দেখিয়ে কিছু বকশিষ নিতে!

পীর। নাচ? আমরা দেখতে পাব না?

আক্ষেপসূচক শব্দ

বাই। মন্দ কি! বেগম একটু নিরানন্দেই আছেন—যাও তাকে আসতে লিখে দাও আমার নাম ক'রে!

পীরমহম্মদের প্রস্থান

বাইরাম পাদচারণ করিতে লাগিলেন

সিতারার প্রবেশ

বাই। এ কি! সিতারা বেগম! বিশ্রামাগার ছেড়ে—

সিতারা। আমি দু'টো কথা কইতে চাই খাঁ খানান আপনার সঙ্গে! সে কথা উত্থাপন ক'রবার স্থান বিশ্রামাগার নয়—মন্ত্রণা কক্ষ!

বাই। মন্ত্রণা কক্ষ! কী মন্ত্রণা ক'রবে সিতারা বেগম তুমি আমার সঙ্গে?

সিতারা। মন্ত্রণা ক'রব—বিবাহ বন্ধ ক'রবার!

বাই। (স্তম্ভিতভাবে) সিতারা বেগম!

সিতারা। আপনার সঙ্গে আমার বিবাহ প্রস্তাবের মূলে ছিল একটা প্রতারণা! এ বিবাহ বন্ধ হওয়া চাই—অবিলম্বে!

বাই। প্রতারণা!

সিতারা। প্রতারণা! আপনার প্রতারণা! মাহুম আঙ্গার প্রতারণা! আপনারা প্রতারণা ক'রেছেন আমার সঙ্গে—আমার পিতৃব্যের সঙ্গে—সমগ্র সশস্ত্র চাঘতাই জাতির সঙ্গে! আকবর বিলাসী—আকবর লম্পট—আকবর দুর্ব্বৃত্ত—নয় খাঁ খানান?

বাই। সিতারা বেগম! আত্মবিস্মৃতি সর্ব্বক্ষেত্রেই অকল্যাণের হেতু!

সিতারা। আত্মবিস্মৃতি! খাঁ খানান—তুমি হীন—প্রতারক—চক্রী—ভাগ্যান্বেষী সৈনিক—তুমি চাঘতাই কন্যা সিতারার সম্মুখে দাঁড়িয়ে উদ্ধতকণ্ঠে ব'লতে সাহস ক'রছ—"আত্মবিস্মৃতি অকল্যাণের হেতু"? শত দিগ্বিজয়ী যোদ্ধার শোণিত যার শিরায় বহমান—সেই সিতারাকে তুমি নিজের ক্রীতদাসী ব'লে কল্পনা ক'রেছ—বিবেকবিহীন সয়তান? আকবরকে আমি পত্র লিখেছিলাম—সে পত্র কোথায়—সয়তান?

বাই। আমি জানি না!

সিতারা। জানো না? আকবর সম্বন্ধে তোমাদের মিথ্যা রটনা অবিশ্বাস ক'রে আমি পর পর তিনজন পত্রবাহক প্রেরণ ক'রেছিলাম কাবুল হ'তে হিন্দুস্থানে! পত্রের উত্তর পাইনি—তিনজন পত্র-বাহকের একজনও হিন্দুস্থান হ'তে ফিরে যায় নি! কী হ'ল সে পত্রের? কী হ'ল সে পত্রবাহকদের? তুমি জানো না? মিথ্যাবাদী তুমি খাঁ খানান!

বাই। (সগর্জ্জনে) সিতারা!

সিতারা। বাইরাম! (ক্ষণকাল ক্রুদ্ধভাবে তাকাইয়া থাকিয়া) সিতারাকে বিবাহ ক'রে চাঘতাই বংশের মিত্রতালাভের কল্পনা ক'রে-ছিলে বোধ হয় তুমি বাইরাম? কিন্তু তার পরিবর্ত্তে তুমি কি লাভ ক'রলে—জানো মূর্খ? মৃত্যুহীন শত্রুতা! সিতারার রক্তের প্রতি-শোধ নেবে চাঘতাই জাতি—বাইরামের রক্তে!

বাই। সিতারার রক্ত!

সিতারা। হ্যাঁ—সিতারার রক্ত! মৃত্যু ভিন্ন সিতারার আর কি গতি আছে? আকবরের প্রিয়তমা বাইরামের পত্নীত্ব স্বীকার ক'রবার জন্য হিন্দুস্থানে আগমন ক'রেছে—এ কলঙ্কের স্খালন ক'রতে পারে একমাত্র কলিজার রক্ত!

বাই। আকবরের প্রিয়তমা! বড় গৌরবের পদবী—নয়? সেই লম্পট বিলাসী যুবা—দিল্লীর গৃহে গৃহে কুলনারীরা যার পাপদৃষ্টির ভয়ে সন্ত্রস্ত—

সিতারা। মিথ্যাবাদী! আর হয় না! আমি আকবরকে দেখেছি!

আকবরের কণ্ঠে 'সিতারা' আহ্বান শুনেছি ! তার প্রাণের বাণী তার কথার ঝঙ্কারের ভেতর দিয়ে—আমার প্রাণে প্রবেশ ক'রেছে ! তুমি কে বাইরাম যে একবৃন্তে প্রস্ফুটিত যুগ্ম কুসুমের মাঝে কৃষ্ণসর্পের মত পঙ্কিল কুণ্ডলী পাকিয়ে ব'সতে চাও ?

বাই। এতই যদি তুমি ভালবাস আকবরকে—তবে তুমি বিবাহে স্বীকৃতা হ'য়ে—হিন্দুস্থানে এলে কেন ?

সিতারা। এলাম—স্বচক্ষে আকবরকে দেখে—তার পায়ে নিজের হৃৎপিণ্ড ছিঁড়ে দিয়ে—তাকে বাদশার কর্ত্তব্যে উত্তেজিত ক'রবার জন্যে ! দুর্ভাগ্য আমার—এই চরম পথ অবলম্বন ভিন্ন আকবরের সন্নিকটে আগমনের কোন উপায়ই আমার ছিল না !

বাই। দুর্ভাগ্য তোমার—তুমি শিশুর মত খেলা ক'রতে ক'রতে বাঘের মুখে মাথা বাড়িয়ে দিয়েছ ! বাইরাম—পাণিপথজয়ী বাইরামকে তুমি এতই অপদার্থ মনে ক'রেছ চাঘতাইকন্যা—দুর্ব্বিনীতা ! তোমার শাস্তি—এমন শাস্তি আমি তোমায় দেব—তোমায় হীনা বিলাস-কিঙ্করী ক'রে—তোমায় আমার ক্রীতদাসী ক'রে—অন্ধকার কারাগারে আবদ্ধ ক'রে রা'খব ! সমগ্র সশস্ত্র চাঘতাই জাতি—সন্ধানও পাবেনা—সিতারা জীবিত কি মৃত ! আজীবন—অশ্রু-জলে হাহাকারে তুমি প্রায়শ্চিত্ত ক'রবে তোমার এই মূঢ় অবিমৃশ্যকারিতার !

সিতারা। তার পূর্ব্বে—এই ছুরিকা—

ছুরিকা বাহির করিল

বাই। ছুরিকা !—

কাড়িয়া লইতে উদ্যত

নেপথ্যে পীর মহম্মদ। এই কক্ষে—এই কক্ষে দিলারা বাইজী! খাঁ খানান এই কক্ষে!

বাই। দিলারা বাইজী!

পীর মহম্মদ, যন্ত্রী ও সঙ্গিনীগণসহ দিলারাকে লইয়া প্রবেশ করিল

দিলারা। হাজার হাজার কুর্ণিশ খাঁ খানান! লাখো সেলাম বেগম সাহেবা! গরীব বাইজী—দু'টো নাচ দেখিয়ে কিছু বকশিষ চায়—যদি হুকুম হয়—খাঁ খানান!

বাই। কেয়া তাজ্জব! দিলারা বাইজী! তোমার এত বিনয়ের তাৎপর্য্য কি? তোমার নাচ দেখতে পাওয়া ত সৌভাগ্যের কথা! বিশেষ—কাবুলের পাহাড়ে এমন নাচ দেখবার সুযোগ নিশ্চয়ই সিতারা বেগম কখনো পান নি! প্রেমালাপে ব্যাঘাত ক'রে যে দুষমণি ক'রেছ—নাচে গানে তার ক্ষতিপূরণ করা চাই বাইজী!

দিলারা। জনাব পীর মহম্মদ খাঁ—আপনার কাঁধে একটু ভর দিয়ে দাঁড়াই—মেহেরবাণী ক'রে একটু এগিয়ে আসুন না! বোগদাদে একবার ভরা আসরে আছাড় খেয়েছিলাম—দাঁড়িয়ে ঘুঙুর পরতে গিয়ে! সেই থেকে আমি বড়ি হুঁসিয়ার ও বিষয়ে—জোয়ান মরদ কারো কাঁধে ভর না দিয়ে আর ঘুঙুর পরি নে! মস্তানী—

ঘুঙুরওয়ালী ঘুঙুর পরাইতে লাগিল

সিতারা দূরে দাঁড়াইয়াছিল—বাইরাম তাহার নিকটে গিয়া মৃদুস্বরে কথা কহিতে লাগিল

দিলারা। পীর মহম্মদ ভাই! আমি তোমায় গোলাপ ছুঁড়ে মেরেছিলাম কি অমনি অমনি?

পীর। অ্যাঁ—

দিলারা। সেই থেকে তুমি একটীবার আমায় দেখতে গেলে না?

পীর। যাই নি? সোভানাল্লা! তিন তিনবার গেছি—তিন তিনবার তোমার তুর্কী সোয়ারেরা আমায়—শেষে ভাবছিলাম পল্টন নিয়ে গিয়ে তোমার দৌলতখানায় চড়াও হব কিনা!

দিলারা। আমি ভাই খাঁ খানান লোকটাকে দু' চক্ষে দেখতে পারি না। তুমি ওকে কোন অছিলায় অন্য কোথাও নিয়ে গিয়ে আটক রাখতে পার—যতক্ষণ আমি এখানে না'চব?—আমি না'চবওনা বেশী—একটী নাচ নেচে বকশিষটী বাগিয়ে বাড়ী চ'লে যাব। আর তোমায় সাথে না নিয়ে যাবনা ভাই—শেষে তুমি তুর্কী সোয়ারের অছিলা ক'রবে—আর আমার ভাগ্যে হবে পথ চেয়ে ব'সে থাকা!

পীর। অন্য কোথাও? আচ্ছা—দেখি! আমি কিন্তু তোমার সঙ্গেই যাব!

দিলারা। নাও—ঘুঙ্গুর পরা হ'য়ে গেছে আমার!—

পীর মহম্মদের প্রস্থান

জানেন খাঁ খানান—(নৃত্য আরম্ভ)—এ নাচের নাম হ'চ্ছে ঝড়ের মাতন! এই সোঁ সোঁ ক'রে ঝড় ওঠে যখন—

পীর মহম্মদের দ্রুত প্রবেশ

পীর। খাঁ খানান—

বাই। অ্যাঁ—কি?

পীর। জলদি একবার যদি—বড়ি জরুরী—(কাণে কাণে কথা)

বীরবল। বিপদে সাহায্য ক'রবার ? কে—কে—কে আছে দিলারা ? নির্ব্বান্ধব আকবরের কে সে অজ্ঞাত বন্ধু ?

দিলারা। সে বন্ধু মোটেই তোমাদের অজ্ঞাত নয়! নাম তার আদম খাঁ!

বীরবল। আদম খাঁ ? মাহুম আঙ্গার আদেশে ?

দিলারা। না—বন্ধু—না! এই দিলারা বাইজীর আদেশে! আমি তাকে বিশহাজার সেপাই সংগ্রহ ক'রতে আদেশ ক'রেছিলাম—সে দু'দিনে পাঁচহাজারের বেশী পারে নি! তা—তাতেই এখন চ'লবে—বাদশার পথের বিঘ্ন দূর ক'রতে পাঁচহাজার সেপাইই যথেষ্ট!

বীরবল। তোমার আদেশে!

দিলারা। নিশ্চয়ই! এতে অবাক হ'বার কি আছে ? সে আমার প্রণয় ভিক্ষুক!

বীরবল। বাঃ—চমৎকার!

দিলারা। একে প্রণয় ভিক্ষুক—তাতে আবার তাকে আমি লোভ দেখিয়েছি—দিল্লীর বাদসাহী তাকে দেব!

বীরবল। সর্ব্বনাশ! সে ত তা হ'লে আকবরকে দেখবামাত্রই হত্যা ক'রবে!

দিলারা। মোটেই না! আমি তাকে বুঝিয়েছি—সিতারাকে নিয়ে যাতে আকবর পালিয়ে যেতে পারে—তারই সাহায্য করা হ'ল গিয়ে আকবর বাইরাম উভয়কে যুগপৎ বিনাশ করার একমাত্র উপায়! আকবরে বাইরামে বাধবে যুদ্ধ—উভয়ে পুড়ে ম'রবে সে যুদ্ধের আগুনে—শূন্য মসনদের মালিক হবে—বিশহাজার সেপাইয়ের মালিক আদম খাঁ!

বীরবল। আদম খাঁ তাই বুঝেছে?

দিলারা। বুঝবে না? তারও—বাইরামের মত—দম্ভ আছে—বুদ্ধি নেই! অধিকন্তু সে আমায় ভালবাসে!

বীরবল। তা বটে! সে তোমায় ভালবাসে!

দিলারা। তুমি তাতে একটুও ঈর্ষা অনুভব ক'রছ না?

বীরবল। ঈর্ষা? কিসের ঈর্ষা?

দিলারা। যদি বলি—আমিও তাকে ভালবাসি?

বীরবল। (সাগ্রহে) বাস?

দিলারা। অ্যাঁ—ঈর্ষার পরিবর্ত্তে তোমার হ'ল উল্লাস? নিষ্ঠুর!

বীরবল। (হতাশভাবে) নিষ্ঠুর কিসে?

দিলারা। আমায় একটুও নিজের ব'লে যদি ভা'বতে পারতে—আদম খাঁকে আমি ভালবাসি শুনে তার টুটি কামড়ে ধরবার জন্য ব্যস্ত হ'য়ে উঠতে তুমি!

বীরবল। দিলারা!

দিলারা। তুমি ব'লতে চাও—তুমি একটুও নিজের ব'লে ভা'বতে পার না আমায়! (কম্পিতস্বরে) ভা'বতে না পার বীরবল—ভাণও ত অন্ততঃ ক'রতে পার?

বীরবল। ভাণ?

দিলারা। ক'রলে—আমি সেই ভাণকেই সত্য ব'লে মেনে নেবার চেষ্টা ক'রতাম বীরবল! যদি—'দিলারা' বলে একটীবার আমার হাতখানি ধ'রতে—ভালবেসে নয়—ভাণ ক'রে—বীরবল! বীরবল! আমায় ভালবাসার ভাণ করাও কি শক্ত? আমি কি এতই ঘৃণ্য?

বীরবল। তুমি বাদশার জীবনদান ক'রেছ—আমি তোমায় শ্রদ্ধা করি!

দিলারা। শ্রদ্ধা! (হাস্য)

বীরবল। তুমি যদি আমায় চাও—আমায় পাবে! আমি ত শপথ ক'রেছি!

দিলারা। শপথ ক'রেছ বন্ধুর খাতিরে—ভালবাসার খাতিরে নয়!

বীরবল। আমি যে বিবাহিত দিলারা!

দিলারা। তাতে কি আসে যায়—বীরবল? এই নিভৃত বিলাসকক্ষ—এই নিথর নিশীথিনী—এই নিবিড় সান্নিধ্য—এর মাঝে বাস্তবকে এক নিমেষের জন্য ভুলে—এক লহমার জন্যে কি মনে করা যায় না প্রিয়তম যে দুনিয়ায় আছে শুধু বীরবল—আর আছে শুধু দিলারা? আমার সারা জীবনের স্বপ্ন—আমার গোপন সাধনার নিধি—আমার তৃষিত আত্মার শাশ্বতী কামনা—যদি মূর্ত্তি ধ'রে সম্মুখে এসেছ—তবে ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে চ'লে যাবে কেন সখা? একটী দিনের তরেও তুমি ভালবেসে আমার হও—চির জন্মের তৃষ্ণার মুখে এক বিন্দু শীতল বারি আমায় দাও বীরবল!—বীরবল—

বাহুবন্ধ করিল

বীরবল। দিলারা! দিলারা!

নেপথ্যে মাহুম আঙ্গা। আকবর!

বীরবল। দিলারা! মাহুম আঙ্গা—

দিলারা। ওঃ—

শ্রান্ত ভাবে দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া বসিল

নেপথ্যে বাইরাম। এই ঘরে! নিশ্চয়ই এই ঘরে! প্রতিহারীরা জনে জনে আমায় ব'লেছে—সুসজ্জিতা এক নারীকে তারা বাদশার এই ঘরে প্রবেশ ক'রতে দেখেছে! এই লম্পটকে তবু বাদশা ব'লে সম্মান ক'রব আমি আঙ্গা?—দিল্লীর কেল্লা চূর্ণ ক'রে—বাদশাই তক্ত যমুনায় ভাসিয়ে দিয়ে—সিতারার অপহরণকারীকে আমি—

নেপথ্যে মাহুম। শান্ত হ'ন খাঁ খানান্! আকবর! দ্বার খোল!

বীরবল। দিলারা!

দিলারা। বাদশার ওই শিরস্ত্রাণ মাথায় পর—ওই আঙ্গরাখা গায়ে জড়াও—

বীরবল। (তদ্রূপ করিয়া) তার পর?

দিলারা। তার পর—মৃত্যুর দূত যদি এসেই থাকে বন্ধু—ম'রব! বাদশাকে যতটা পারি—পালাবার সময় দিতে হবে! (উচ্চৈঃস্বরে) খাঁ খানান! আঙ্গা! আমি হাসিমুখে মৃত্যুবরণ ক'রব—কিন্তু —প্রিয়তমকে যখন একবার পেয়েছি—তখন কেউ আর তার কাছ থেকে আমায় বিচ্ছিন্ন ক'রতে পা'রবে না!

নেপথ্যে বাইরাম। পাপীয়সি! তোর শাস্তি—ভাঙ্গ দ্বার সৈনিক!

নেপথ্যে মাহুম। আপনি বাদশার অমর্য্যাদা ক'রবেন না খাঁ খানান!

নেপথ্যে বাইরাম। আমি হত্যা ক'রব আকবরকে! সৈনিকগণ!

নেপথ্যে মাহুম। খাঁ খানান—মাহুম আঙ্গার অনুরোধ—এক মুহূর্ত্ত স্থির হ'য়ে বিবেচনা করুন!

নেপথ্যে। ভাঙ্গ দ্বার!

সৈন্যগণ দ্বার ভাঙ্গিয়া ফেলিল। বীরবল মুখ ফিরাইয়া কক্ষ প্রাচীরের কাছে গিয়া দাঁড়াইল। দিলারা আর্ত্তনাদ করিয়া গুণ্ঠনে মুখ ঢাকিল

বাইরামের প্রবেশ

বাইরাম। নির্ল্লজ্জ যুবক! সৈনিকগণ—বন্দী কর!

মাহুম আঙ্গার প্রবেশ

মাহুম। হুমায়ুনের পুত্রের অমর্য্যাদা করবার পূর্ব্বে—তুমি মাহুম আঙ্গাকে হত্যা কর খাঁ খানান!

বীরবলকে আবরণ করিয়া দাঁড়াইল

বাই। সিতারা! চাঘতাই কুলের কলঙ্কিনী!

দিলারাকে সবলে ধারণ

দিলারা। আমি দিলারা!

সৈনিকগণ হাসিতে গিয়া হাসি চাপিল

বাই। দিলারা! বাদশা আর দিলারা!

মাহুম। ছিঃ ছিঃ ছিঃ—খাঁ খানান—সিতারা তোমার প্রাসাদেই কোথাও আত্মগোপন ক'রে র'য়েছে—যে কর্কশ স্বভাব তোমার! ছিঃ ছিঃ—বাদশা যদি একটা নর্ত্তকী নিয়ে—দু'দণ্ডের জন্য বিলাসে

মত্ত হয়ই—তাতে সাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠ ওমরাহেরা অস্ত্র নিয়ে ছুটে আসবে—একি অন্যায় কথা ?

বাই। আকবর! আমায় ক্ষমা কর! কিন্তু—এই দিলারাকে আমার প্রয়োজন আছে!

দিলারা। অর্থাৎ আমি বন্দিনী! (হাস্য)

বাই। সিতারা নিরুদ্দেশ হবার ঠিক পূর্ব্বেই তুমি তার কাছে ছিলে! যতক্ষণ না তাকে পাওয়া যায়—

দিলারা। ততক্ষণ আমি তাঁর প্রতিনিধিত্ব ক'রতে রাজী আছি—খাঁ খানান—যদি উপযুক্ত মূল্য পাই! এক রাত্রির জন্য বাদশা আমায় দিতে চেয়েছিলেন পাঁচ হাজার আসরফি—আপনার বয়স কিছু বেশী—আপনি দেবেন দশহাজার!

বাই। চোপরাও নর্ত্তকী! বন্দী কর একে সৈনিক!

দিলারা। তার পূর্ব্বে হতভাগ্য বাদশাকে একটু সান্ত্বনা দিতে দাও আমায়! (বীরবলের নিকট গিয়া) বিচলিত হ'ও না! মন যদি খারাপ হয়—বন্ধুর কাছে চ'লে যাও! আমার জন্য ভেবো না! আমি খাঁ খানানের কাছে সহজেই মুক্তি নিতে পা'রব! (সৈনিক-গণের নিকটে আসিয়া) চল কোথায় যেতে হবে চল! বন্দেগী খাঁ খানান! বন্দেগী—আঙ্গা!

সৈনিকগণ দিলারাকে লইয়া গেল

বাইরাম। তুমি কিছু মনে ক'রো না আকবর!

বাইরামের প্রস্থান

মাহম। (আকবরের নিকটে গিয়া স্কন্ধে হাত দিয়া) আকবর!

বীর। (ফিরিয়া) আম্মা!

মাহম। এ কি! বীর—

বীর। চুপ—যদি আকবরের মৃত্যুর কারণ হ'তে না চান—

মাহম। আকবর কি সত্যই—

বীর। সত্যই!

মাহম। কোথায় তারা?

বীর। আমার দুর্গ অজয়গড়ের পথে! আম্মা—আপনি বাদশাকে রক্ষা করুন!

মাহম। সে আমাকে বিশ্বাস করে না বীরবল!

বীর। না ক'রবার কারণ আছে! আপনি বাইরামের সঙ্গে সিতারার বিবাহ দিতে চেয়েছিলেন!

মাহম। হুঁ—

বীর। অন্ততঃ জেনে শুনেও বাধা দেন নি!

মাহম। না—বাধা দিইনি—কিন্তু কেন যে দিইনি—চতুর তুমি—তোমার পক্ষে বোঝা কি এতই কঠিন বীরবল?

বীর। আপনি চেয়েছিলেন একটা কঠিন আঘাত দিয়ে আকবরকে উত্তেজিত ক'রতে—যাতে আকবর বাইরামের প্রভুত্বপাশ ছেদনে উদ্যোগী হয়! কিন্তু তার কি আর কোন উপায় ছিল না আম্মা?

মাহম। সে আলোচনায় এখন আর ফল কি? আকবর আমার কল্পনাকে অতিক্রম ক'রে গেল! আমি চেয়েছিলাম স্ফুলিঙ্গ জ্বা'লতে—সে জ্বেলেছে দিগ্‌দাহী দাবানল!

বীর। অর্থাৎ আপনি চেয়েছিলেন সিতারার মৃত্যু—আকবর চেয়েছে সিতারার জীবন! স্বাভাবিক! আপনি বোঝেন রাজনীতি—সে বোঝে প্রেম!

মাহুম। তুমিই এ ষড়যন্ত্রের চক্রী!

বীর। আমি নই—ঐ নর্ত্তকী!

মাহুম। ঐ নর্ত্তকী? দিলারা?—তার স্বার্থ?

বীর। তার স্বার্থ? তারও স্বার্থ প্রেম!

মাহুম। প্রেম? প্রেমের জন্য সে বাইরামের উদ্যত খড়্গের নীচে মাথা বাড়িয়ে দিলে?

বীর। একটা বিদেশিনী নর্ত্তকী আকবরকে রক্ষা ক'রতে প্রাণ দিতে প্রস্তুত—আর তার মাতৃতুল্যা মাহুম আঙ্গা—

মাহুম। এখন আমি কি ক'রতে পারি বীরবল?

বীর। আপনি ওমরাহদের বুঝিয়ে দিতে পারেন—বাদশাই মসনদের মালিক হুমায়ুনের পুত্র আকবর—অসিজীবী বাইরাম নয়।

মাহুম। অর্থাৎ যুদ্ধ! কিন্তু এত শীঘ্র—এমন অপ্রস্তুত অবস্থায়—

বীর। যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী! আর সে যুদ্ধে দিল্লীর ওমরাহসমাজ যদি বাইরামের পক্ষ গ্রহণ করে—আকবর ম'রবে।

মাহুম। হুঁ—

বীর। আকবর যদি মরে—আকবরের ধাত্রীমাতা—

মাহুম। তুমি এখন কোথায় যাবে বীরবল?

বীর। নর্ত্তকী ব'লে গেল—বন্ধুর কাছে যাও! অর্থাৎ বাদশার কাছে—অজয়গড়ের পথে! আপনি এদিকে—

মাহুম। আমি কি ক'রতে পা'রব জানি না—সময়মত সব জা'নতে পা'রলে একটী আমীরও যাতে বাইরামের পক্ষে না দাঁড়ায়—তা বোধ হয় আমি ক'রতে পা'রতাম! কিন্তু—এমন অকস্মাৎ—উঃ—যদি আমায় শুধু ব'লতে একবার—যদি আমায় আকবরের হিতাকাঙ্ক্ষিনী মনে ক'রতে!

বীর। আগে আপনাকে ব'ললে যে সিতারার উদ্ধার হ'ত না আম্মা!

মাহুম। না-ই বা হ'ত! তুচ্ছ নারী! সে কি মোগলসাম্রাজ্যের চেয়েও বড়?

বীর। বাদশা বোধ হয় তাই মনে করেন আম্মা!

মাহুম। আমি মুনিমখাঁকে ডেকে পাঠাচ্ছি! আমায় বিশ্বাস কর বীরবল! আকবর তোমার বন্ধু হ'তে পারে—কিন্তু আমার স্তন্য দুগ্ধে সে বর্দ্ধিত হ'য়েছে! আদমখাঁর চাইতেও সে আমার—

বীর। আমি জানি আম্মা।

মাহুম। তুমি এস আমার সঙ্গে! বাদশাহী ভাণ্ডারের শ্রেষ্ঠ রত্নরাজি যা হুমায়ুন বাদশা মৃত্যুকালে গোপনে আমায় দিয়ে গিয়েছিলেন—আকবরের সঙ্কটকালে তার কল্যাণার্থে প্রয়োগ ক'রবার জন্য—আজ আমি সমস্ত তোমার হাতে দিয়ে অজয়গড়ে পাঠিয়ে দেব! দিল্লী আর আমাদের পক্ষে নিরাপদ নয়!

বীর। অথচ দিল্লীতে—ওমরাহদের কাছেই আপনার আপাততঃ থাকা দরকার—আগ্নেয়গিরির অগ্নিস্রাবের মুখেই আপনাকে শেষে আমি রেখে গেলাম আম্মা!

মাহুম। আমি যে আকবরের ধাত্রী বীরবল! আমার স্থানই যে সেইখানে!

বীরবল নতজানু হইলেন—মাহুম আম্মা তাহার মাথায় হাত রাখিলেন

দ্বিতীয় দৃশ্য

অজয়গড়ের পথ। অদূরে পাহাড়।

প্রান্তর মধ্যে উদ্ধব ও লালী। আশেপাশে কতিপয় ভৃত্য ও সৈনিক

উদ্ধব। এ কী ক'রলি লালী?

লালী। কেন—মন্দ কি ক'রেছি?

উদ্ধব। মন্দ করিসনি ত কাঁদতে কাঁদতে তোর চো'খ দু'টী জবাফুল হ'ল কেন?

লালী। আমার? তুমি গাঁজা খেয়েছ উদ্ধবদা!

উদ্ধব। এত ক'রে তোর সঙ্গে তার বিয়েটা ঘটিয়ে দিলাম—তবু তুই বেয়াক্কেলে মেয়ে—তার বাইরের ঝোঁক মেরে দিতে পারলিনে? ছিঃ ছিঃ—কেমন ধারা উজবুক তুই? আমি মেয়েমানুষ হ'লে—

লালী। তুমি মেয়েমানুষ হ'লে—হিঃ হিঃ হিঃ—কি ক'রতে উদ্ধবদা?

উদ্ধব। এই—বেণী দুলিয়ে, ঘাড় বেঁকিয়ে, চোরা চাউনি চেয়ে—এই লম্বা কাঁচা-পাকা দাড়িটেতে ক'রেছে কাল—নইলে হাতে নাতে তোকে দেখিয়ে দিতাম—কি ক'রে পুরুষকে ভেড়া ক'রে রা'খতে পারা যায়! আমার যে সেই জরদ্গবের মা—

লালী। জরদ্গবের মা তোমার কি রকম?

উদ্ধব। আমার ছেলে জরদ্গব—তার মা আমার হবে না ত কার হবে?

লালী। তোমার ছেলে ত জোয়ার্দ্দার সিং—ঐ হাসিমপুরের ছোট ডিহিদার!

উদ্ধব। সেরেস্তায় লম্বা চওড়া নাম লিখিয়েছে বটে জোয়ার্দ্দার সিং—তা

ব'লে ত আমি তার বাপ—আমি আর খাতির করে কথা কইব না! উদ্ধবের ছেলে জরদ্গব—আমার কাছে সে চিরকালই জরদ্গব—তা সে ডিহিদারই হ'ক—আর চোপদারই থা'ক!

লালী। তা থাকুক সে চিরকালই জরদ্গব—এখন কি ব'লছিলে ঐ জরদ্গবের মায়ের কথা?

উদ্ধব। হ্যাঁ—ঐ সেই জরদ্গবের মায়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এক একদিন আমি মেয়েমানুষ সাজতাম—সেই যৈবনকালে! তাকে হার মানতে হ'ত দিদি—হার মা'নতে হ'ত! ব'লত—এমন মেয়েলিপনা কোন মেয়েমানুষেও জানে না!

লালী। আমায় যদি একটু শিখিয়ে পড়িয়ে দাও উদ্ধব দা!

উদ্ধব। শিখলিনি ত? এতদিন এত ফুরসুৎ রইল—তা কেইবা শেখে—কেইবা পড়ে! সুযোগ হেলায় হারালি—এখন আপশোষ ক'রে মর্! সে ত উড়ল—বেগম বাদশাজাদী নিয়ে!

লালী। বাদশাজাদী নয় উদ্ধব দা—একটা বাইজী!

উদ্ধব। বাইজী নাকি? অ্যাঁ—ও নাচে? গান করে? প্যাখম ধ'রে—ডিঙ্গি মেরে—চরকিপাক খেয়ে ঘুরে ঘুরে "সেঁইয়া মেরে" ব'লে নাচে? ওরে—আমার দিদিরে—তা হ'লে আর ভরসা নেই! নেহাৎ তোর কপাল এবারে পুড়ল রে লালী!

লালী। কেন—তুমি আমায় নাচ গান শিখিয়ে দিতে পারবেনা?

উদ্ধব। পারবনা—এমন কি কথা! তবে সেই "সেঁইয়া মেরে"র মত চিকণ সুর কি আর আমারই হবে—না তোরই হবে? বাদশাজাদী হ'লে তবু রক্ষে ছিল রে দিদি! এ যে জ্যান্ত কেউটে সাপ!

লালী। অজগর—দাদা—অজগর! একেবারে গিলে খায়!

উদ্ধব। গিলে যে বাদশাজাদীতেই খায় না—তা হলফ ক'রে ব'লতে পারি নে! শোন্ চুপি চুপি—ঐ যে বাদশার সাথে বাদশাজাদী—আরে কি ব'লতে কি ব'লেছি—বেগমসাহেবা—ইনিই কি গিলে খেতে কম ক'রেছেন? ঐ রণবাঘার হাওদার মাঝে আছে এক ওড়না ঢাকা অজগর!

লালী। চুপ—চুপ—

উদ্ধব। আরে চুপই ত! চুপ নইলে কি আর এমন সব অনাছিষ্টি ঘ'টতে পায়? পরের ঘরের বিবি—

লালী। আরে—আরে—চুপ—

উদ্ধব। তায় আবার চ'লেছেন আমাদের অজয়গড়ের কেল্লায়—

লালী। আরে—আসছেন যে—চুপ করনা ছাই—

উদ্ধব। অ্যাঁ—শুনতে পায়নি ত?

লালী। কী জানি!

উদ্ধব। আমি পালাই—

প্রস্থান

সিতারার প্রবেশ

সিতারা। লালী!

লালী। কী বেগম সাহেবা?

সিতারা। আমি আকবরের কাছে সব শুনেছি বহিন্!

লালী। কী শুনেছেন বেগম সাহেবা?

সিতারা। শুনেছি—তুমি আমার উদ্ধারের জন্ত স্বামী ত্যাগ ক'রেছ!

লালী। ভুল শুনেছেন বেগম সাহেবা! হিন্দুর মেয়ে স্বামী ত্যাগ করে না! আমার স্বামী আমারই আছেন—থাকবেনও আমারই! দিলারা? সে যদি এত বড় উপকারের বিনিময়ে দু'দিন আমার স্বামীর চরণ সেবা কামনা করে—আমার কি অন্তরায় হওয়া উচিত বেগমসাহেবা?

সিতারা। হিন্দুর মেয়ে স্বামী ত্যাগ করে না! মুসলমানের মেয়ে করে?

লালী। নিশ্চয়ই নয়! তার সাক্ষী—গোস্তাকি মাফ হয়—বেগম সাহেবা স্বয়ং!

সিতারা। আমি?

লালী। পথের ভিখারী স্বামীর সঙ্গ লাভের জন্য আপনি দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ বাইরামের রোষাগ্নি সানন্দে বরণ ক'রে নিয়েছেন!

সিতারা। স্বামী? কে আমার স্বামী?

লালী। আপনার স্বামী চিনিয়ে দেব কি আমি বেগমসাহেবা? আপনার স্বামী বাদশাহ আকবর!

সিতারা। কিন্তু—কিন্তু—লৌকিক আচারের বন্ধন যে এখনও—

লালী। লৌকিক আচার কি শাশ্বত সত্যেরও ঊর্দ্ধে বেগম সাহেবা?

সিতারা। শাশ্বত সত্য? কী সে সত্য বহিন্?

লালী। হিন্দুর ধর্ম্ম বলে—"পতি পত্নীর অন্তরের বন্ধন—জন্মজন্মান্তরের বন্ধন!" সে বন্ধনের যোগ আপনার সাথে কার স্থাপিত হ'য়েছে বেগম সাহেবা?

সিতারা। তোমার কথায় অমৃত আছে লালী!

লালী। বাইরামের সঙ্গে আপনার বাগ্দানের সম্পর্ক—একটা আকস্মিক

দুর্ঘটনা—যেমন আমার স্বামীর সঙ্গে দিলারার ! সে সম্পর্ককে কোন মূল্য দেওয়া উচিত নয়—যদি না তা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হয় !

সিতারা। কিন্তু দুনিয়ার লোক ত তা বুঝবেনা বহিন ! নারীহরণকারী দস্যু ব'লে যদি নিষ্পাপ আকবরকে লোকসমাজে অভিশপ্ত হ'তে হয়—

আকবরের প্রবেশ

আকবর। যদিই হয় সিতারা—সে অভিশাপকে পুষ্পহারের মতই আনন্দে কণ্ঠে ধারণ ক'রবে আকবর ! লোকসমাজের স্তুতিবাদ কি আকবরের কাছে সিতারার চেয়েও প্রিয়তর ? প্রেমের জন্য যে আত্মবিক্রয় ক'রতে প্রস্তুত নয়—সে কিসের প্রেমিক ?

লালী। (মৃদুহাস্যে) আত্মবিক্রয় করতে যদি প্রস্তুত থাকেন বাদশা—ক্রেতা একজন আছে—সে মূল্য দেয় অতি লোভনীয়—বিলাস ও সম্ভোগ !

আকবর। বিলাস এবং সম্ভোগ !—বুঝেছি—তুমি শয়তানের কথা ব'লছ ! না—তার কাছে আত্মবিক্রয় ক'রবার মত দৌর্ব্বল্য আকবরের নেই ! আমরা অজয়গড়ে যাচ্ছি লালী—তোমার আশ্রয়ে বেগমকে রক্ষা ক'রে—আমি দুর্গের বাহিরে অবস্থান ক'রব দুর্গরক্ষীরূপে—যতদিন না খোদার ইচ্ছায় সিতারার সঙ্গে আমার শাস্ত্রসম্মত মিলনের পথ দেখতে পাই !

লালীর প্রস্থান

সিতারা। আমার জন্য এমন অপ্রস্তুত অবস্থায় তোমায় বাইরামের সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হ'তে হ'ল—দুর্ভাগিনী আমি!

আকবর। না সিতারা! এ সংঘর্ষ ছিল অনিবার্য্য! সুভাগিনী তুমি—তোমায় উপলক্ষ ক'রেই—খোদার দয়ায় আকবরের বাহু হিন্দুস্থানে শান্তিময় ধর্ম্মরাজ্যের প্রতিষ্ঠা ক'রবে!

(নেপথ্যে কামান ধ্বনি)

ও কি?

সৈনিকের প্রবেশ

সৈনিক। জাঁহাপনা—খাঁ খানানের সৈন্য—

আকবর। লালী—

লালীর প্রবেশ

আকবর। সিতারা—লালী—হাতীর পিঠে!—কতদূরে তারা? কত সৈন্য?—

লালী ও সিতারার প্রস্থান

সৈনিক। দু' হাজারের কম নয়—ঐ পাহাড়ের ও পাশেই—

আকবর। অজয়গড় কতদূরের পথ?

সৈনিক। এক প্রহর—

আকবর। তবে—তবে—না—সিতারাকে রক্ষা ক'রতেই হবে—বাইরামকে ধ্বংস ক'রতেই হবে—আকবরকে আত্মপ্রতিষ্ঠা ক'রতেই হবে!—যাও সৈনিক—দেহরক্ষীদের প্রস্তুত হ'তে বল!

সৈনিকের প্রস্থান

খোদা—

আদম খাঁর প্রবেশ

আদম। বাদশা !

আকবর। এ কি—আদম খাঁ—তুমিও বাইরামের পক্ষে ?

আদম। যাও তুমি অজয়গড়ের পথে বাদশা ! আমি বাইরামের সৈন্যকে আটক ক'রছি !

আকবর। সত্য আদম খাঁ ? তোমার সৈন্য আছে ?

আদম। পাঁচ হাজার ! আমি তোমায় রক্ষা ক'রব !

আকবর। খোদা মেহেরবান—

প্রস্থান

আদম। হাঃ হাঃ হাঃ—কে আকবর ? কে বাইরাম ? শক্তি যার—মসনদ তার—দিলারা ব'লেছে—

প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

পীর মহম্মদের গৃহোদ্যান

মুনিম খাঁ ও পীর মহম্মদ

মুনিম। তোমার আদর আপ্যায়নে পরম প্রীত হ'য়েছি পীর মহম্মদ!—হ্যাঁ—যে কথা ব'লতে চাইছিলাম—

পীর। কথা যা অনুমান ক'রছি—সিতারা বেগমের কথা ত? আমি কি ক'রতে পারি বলুন! আমি খাঁ খানানের চাকর—তিনি যখন হুকুম দিয়েছেন—

মুনিম। হুকুম ত দিয়েছেন—কিন্তু হুকুম দিয়ে কাজটা কি ভাল ক'রেছেন মনে কর?

পীর। ভাল হ'ক—মন্দ হ'ক—ঘরের বিবি কে ছেড়ে দেয়?

মুনিম। কিন্তু আকবর যে হুমায়ুনের পুত্র—সেটা ভুললে ত চ'লবেনা আমাদের!

পীর। তা ত চ'লবেনা বটেই! কিন্তু ঘরের বিবি তা ব'লে ত আর—

মুনিম। একটা ভীষণ অন্তর্বিপ্লবের সৃষ্টি যদি হয়—

পীর। হয় যদি ত কি ক'রছি বলুন! ঘরের বিবি যখন—

মুনিম। আমি তোমায় সাদা কথায় জিজ্ঞাসা ক'রছি পীর মহম্মদ! তুমি বাইরামের বিশ্বস্ত সহকারী—অন্তরঙ্গ বন্ধু! বাইরাম কি ক'রতে চান—তা তুমি অবশ্যই জানো—

পীর। তিনি? শ্রেফ ঘরের বিবিটিকে ঘরে ফিরিয়ে আ'নতে চান!

মুনিম। যদি বিবি না আসেন?

পীর। না আসেন যদি—তবে—বড়ি মুস্কিল কি বাৎ উজীর সাহেব—

মুনিম। সত্য সত্যই বিদ্রোহ?

পীর। হেঃ! হেঃ! হেঃ!—একটা নালায়েক নাবালককে উচিত অনুচিত স'ম্বঝে দেবার চেষ্টাকে কি বিদ্রোহ বলে উজীর সাহেব? হেঃ! হেঃ! হেঃ!—

মুনিম। নালায়েক হো'ন—নাবালক হো'ন—তিনিই ত বাদশা?

পীর। হ্যাঁ—আপাততঃ বটে! আপাততঃ বটে!

মুনিম। আপাততঃ?

পীর। চাকা ঘুরতে কতক্ষণ বলুন!

মাহুম আঙ্গার প্রবেশ

মাহুম। চাকা ঘুরতে বেশীক্ষণ লাগে না—এ কথা খুবই সত্য পীরমহম্মদ! এবং যেহেতু চাকায় প্রথম গতি সঞ্চার ক'রেছি আমি—সিতারা বেগমকে বাইরামের হাতে সমর্পণ ক'রে—তাঁর কি উচিত ছিল না—সৈন্য নিয়ে আকবরের পশ্চাদ্ধাবন ক'রবার পূর্ব্বে—একবার আমাকে অন্ততঃ জিজ্ঞাসা করা?

পীর। বাইরাম খাঁর যদি ধারণা থাকে যে রাজপ্রতিনিধি তিনিই—মাহুম আঙ্গা নন—তবে তাঁকে খুব বেশী অপরাধী করা যায় কি?

মাহুম। যুদ্ধে জয় এবং পরাজয় দুইই সম্ভব—মাহুম আঙ্গার প্রতি দুর্ব্বিনীত হ'বার পূর্ব্বে—এ কথা তুমি স্মরণ ক'রো পীরমহম্মদ!

পীর। জয়ই হ'ক—পরাজয়ই হ'ক—পীরমহম্মদের স্থান যে বাইরামের পার্শ্বে—তা আপনারা নিশ্চয়ই জানেন আগ্গা!

মুনিম। তুমি বাইরামের বিদ্রোহের সমর্থন ক'রতে পারো না পীরমহম্মদ!

পীর। আপনারাও বাদশার উচ্ছৃঙ্খলতার সমর্থন ক'রতে পারেন না উজীর সাহেব!

মাহুম। দিল্লীর সমস্ত সম্ভ্রান্ত সমাজ—বাইরামের আচরণের প্রতিবাদ ক'রেছে! তুমিও যদি কর—তুমি হবে আকবরেব প্রধান সেনাপতি!

পীর। প্রতিবাদ? বাইরামের অসাক্ষাতে মুখে দু'টো নিরীহ প্রতিবাদ ক'বে যদি প্রধান সেনাপতিত্ব পাই আপত্তি নেই!

মুনিম। অর্থাৎ যুদ্ধ যদি হয়—তুমি তোমার সৈন্য বাইরামেরই পতাকা নিয়ে সজ্জিত ক'রবে!

পীর। তারা যে বাইরামেরই সৈন্য উজীর সাহেব!

মাহুম। সৈন্য যারই হ'ক—তোমারই আদেশ পালনে তারা অভ্যস্ত!

পীব। আমি তাদের অন্যায় আদেশ দেব কেন আগ্গা?

মাহুম। তুমি চিন্তা ক'রে দেখ পীরমহম্মদ! আকবরের কৃতজ্ঞতার চেয়ে বাইরামের অনুকম্পাকে তুমি বেশী লোভনীয় মনে ক'রবে—এমন নির্ব্বোধ আশা করি তুমি হবে না! আসুন উজীর সাহেব—

মুনিমখাঁ ও মাহুম আঙ্গার প্রস্থান

পীর। (উচ্চৈঃস্বরে) অনুকম্পা! পীরমহম্মদ শেরওয়ানী কারও অনুকম্পার ভিখারী নয়!

দিলারার প্রবেশ

দিলারা। আমার ?

পীর। সোভানাল্লা!—তুমি ?

দিলারা। হ্যাঁ—আমিই! ভাবছ—বাইরামের কারা কক্ষ থেকে কি ক'রে বেরিয়ে এলাম? প্রেমের অসাধ্য কিছুই নেই দোস্ত! কয়েদখানায় ব'সে ব'সে তোমার এই সুন্দর মূর্ত্তিখানি দেখবার জন্য কী যে ব্যাকুলতা এল প্রাণে—তখন—প্রেম যাকে টানে তাকে রোখে কে ?

পীর। প্রেম কি কয়েদখানার লোহার গরাদে গুলো ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে ফেললে ?

দিলারা। কবির ভাষায় তাই বলা যায়!—গদ্যে ব'লতে গেলে গল্পটা এই দাঁড়ায়—প্রেমার্ত্তা দিলারা তার ওড়নার ভেতর থেকে একখানা বড় হীরে খুলে গরাদের ভেতর দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলে বাইরে রক্ষীদের সামনে! তারা দোর ত খুলে দিলেই—কুর্ণিশও ক'রলে!

পীর। অ্যাঁ—তারপর ?

দিলারা। তারপর? তারা বোধ হয় গর্দ্দান বাঁচাবার জন্য সোজা আকবরের ছাউনীর দিকে পালিয়েছে—অন্ততঃ আমি তাই পরামর্শ দিয়েছি তাদের! আর আমি? প্রেমতৃষ্ণা নিবারণের জন্য সোজা চলে এসেছি আমার প্রিয়তম পীরমহম্মদের কুঞ্জে!

পীর। বেশ ক'রেছ—বেশ ক'রেছ! এমন জায়গায় তোমায় লুকিয়ে রেখে দেব যে বাইরাম জীবনে তোমার খোঁজ পাবে না! ক'রলেই বা তুমি তার বেগম চুরি—তাই ব'লে কয়েদখানায় আটক ক'রে ফেলা ?—তোবা তোবা! এমন রূপ যৌবন যার দেহে—

দিলারা। আর এত ভালবাসা যার প্রাণে—

পীর। মুখে যাই বল—সত্যি সত্যি কিন্তু তুমি আমায় ভালবাস না দিলারা! বা'সতে যদি—

দিলারা। বা'সতাম যদি—বুঝেছি দোস্ত তোমার মনের কথা! আশায় ঘোরাই ভালো—আশা মিটলে ত সব মিটেই গেল!

পীর। লড়াই আসছে—আশা মেটবার আগে আমার দুনিয়ার খেলা না মিটে যায়!

দিলারা। লড়াই আ'সছে—বল কি?

পীর। আ'সছে না আবার? এই মাত্র—মাহুম আঙ্গা আর মুনিম খাঁ এসেছিল আমার খোসামোদ ক'রতে—আকবরের পক্ষ নেবার জন্য!

দিলারা। তা তুমি নিলে বুঝি? ওরা খোসামোদ ক'রতে এসেছিল যখন—

পীর। খোসামোদ ক'রলেই পক্ষ নিতে হবে? কৃতজ্ঞতা ব'লে একটা জিনিস নেই?

দিলারা। নেই আবার? দুনিয়ায় দু'টো মোটে জিনিস আছে—কৃতজ্ঞতা আর ভালবাসা! আমার ধর গিয়ে ভালবাসা র'য়েছে তোমার উপর—আর—তোমার র'য়েছে কৃতজ্ঞতা—কার উপর?

পীর। কার উপর আবার? বাইরামের! সে ধর গিয়ে হাতে ক'রে আমায়—

দিলারা। তবে ত কথাই নেই! বাইরাম যখন হাতে ক'রে তোমায়—উঃ—তবে কি আর বাইরামের পক্ষ না নিয়ে তুমি পার?—ক'রলেই বা ওরা খোসামোদ—

পীর। লড়াই একবার বাধুক না! পীরমহম্মদ—তার দশহাজার সৈন্য নিয়ে যখন আকবরের ঘাড়ে লাফিয়ে প'ড়বে—

দিলারা। মোটে দশহাজার?

পীর। আরো আছে! বাইরামের আরো ঢের আছে! তবে আমার নিজের অধীন যে দশহাজার সেপাই আছে—তাদের কথাই ব'লছি আমি—

দিলারা। বাকী সব সেপাই বুঝি অন্য লোকের হাতে?

পীর। হ্যাঁ—ওই হায়দার র'য়েছে—আলি আহম্মদ র'য়েছে—

দিলারা। তারাও সব বাইরামের ওপর খুব কৃতজ্ঞ বুঝি?

পীর। উঁহুঁ—কৃতজ্ঞতা ব'লে জিনিসটা সকলের প্রাণে থাকে না দিলারা!

দিলারা। যেমন ভালবাসা ব'লে জিনিসটা সকলের প্রাণে থাকে না!—কিন্তু তুমি যে আমায় বড় ভাবিয়ে তুললে পিয়ার!

পীর। কেন—কেন? ভাবনাটা কিসের? তারা না-ই বা হ'ল কৃতজ্ঞ! আমি যখন র'য়েছি—তখন বাইরামের ভয়টা কি?

দিলারা। ওরা—ওই কি নাম ক'রলে—আলি আহম্মদ আর হায়দার—ওরা যদি লড়াইয়ের সঙ্গীন সময়টিতে—

পীর। সোভানাল্লা! কথা ঠিক ত!

দিলারা। তুমি দশহাজার সেপাই নিয়ে আকবরের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়েছ—এমন সময়ে চল্লিশহাজার সেপাই নিয়ে—তারা যদি তোমার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ে—ওঃ খোদা মেহেরবান—(ওড়নায় চক্ষু ঢাকিল)

পীর। ওকি—ওকি—কাঁদছ দিলারা?

দিলারা। মনে মনে তোমায়—জীবন যৌবন সব সমর্পণ ক'রে ব'সে

আছি—তোমায় যদি শেষকালে একদিকে আকবর আর একদিকে হায়দারে মিলে ছাতুপেষা ক'রে ফেলে—আমি আর জান রা'খব না পিয়ার !

পীর। তুমি কেঁদো না দিলারা—কেঁদো না ! আমায় ছাতুপেষা করা অত চাট্টিখানি কথা নয় ! তবে কথা তুমি যা ব'ললে—বিলকুল খাঁটি কথা ! ওরা যদি সঙ্গীন সময়টিতে বেইমানী করে—বড়া মুস্কিল হবে ! কৃতজ্ঞতা ওদের আদপেই নেই !

দিলারা। সকলের থাকে না ! তা দেখ—তুমি বরং একটা কাজ কর ! আরো কিছু বেশী সেপাই নিজের তাঁবে জোগাড় ক'রে রাখ ! তাতে বাইরামেরও উপকার হবে—তেমন তেমন হ'লে হায়দরে আকবরে মিলেও তোমায় কায়দা ক'রতে পা'রবে না !

পীর। এ একটা কথার মত কথা ! দশহাজার না হ'য়ে বিশহাজার যদি হয় আমার নিজের পল্টন—

দিলারা। হ'তে আটক কি ? বাইরামকে বল—

পীর। তবেই হ'য়েছে—বাইরাম কক্ষনো দেবে না ! কোন মন্‌সবদারেরই দশহাজারের বেশী সেপাই নেই ! আমি চাইলেই সন্দেহ ক'রে ব'সবে যে এর মনে কোন কুমতলব আছে !

দিলারা। সন্দেহ ক'রবে ? সে কি ? তোমার এত কৃতজ্ঞতা—তবু বিশ্বাস—

পীর। বিশ্বাস ক'রেছে দশহাজার দিয়ে— বিশহাজার দিয়ে ক'রবে না !

দিলারা। তাই ত—বড় ঝঞ্ঝাটের কথা ! (চিন্তার ভাণ)

পীর। যা'কগে—সে যা হয় হবে ! লড়াই ক'রতে ব'সে অত চিন্তা

ক'রলে চলে না! তার চেয়ে তুমি যখন এয়েছ—চল—ঘরে চল—একটু খানাপিনা ক'রে আমোদ করা যা'ক—

দিলারা। খানাপিনা—আমোদ ক'রবার জন্তই ত আসা! চল—যাই—

পীরমহম্মদের হাত ধরিয়া গান

গীত

মিষ্টি হাসির বিষ্টিতে আজ—

একপদ গাহিয়াই হঠাৎ হাত ছাড়িয়া দিয়া সতৃষ্ণ নয়নে
পীরমহম্মদের মুখের দিকে চাহিল

দিলারা। শোন দোস্ত—একটা কথা—

পীর। কি? গানটা থামালে কেন?

দিলারা। গান কত শুনবে তুমি? সে কথা নয়!—আমি ত নিশ্চিন্ত হ'য়ে তোমায় অমন ধারা আকবর আর হায়দারের হাতে ছেড়ে দিতে পা'রব না! বাইরাম তোমায় সেপাই না দেয়—তুমি নিজে সেপাই জোটাও! দশহাজার তোমার র'য়েছে—আর দশহাজার কি বিশ-হাজার জুটিয়ে ফেল—লড়াইয়ের আগেই—

পীর। বল কি? বিশহাজার সেপাই জোটানো কি সোজা কথা? বাইরাম ব'লবে কি?

দিলারা। উঃ—বাইরাম! তার এখন—মাথার ঘায়ে কুকুর পাগল!

পীর। তা যা ব'লেছ—সে হয় ত টেরও পাবে না—যদি হুঁসিয়ারীসে

কাজ করা যায়! তা ত নয়—রূপেয়া দেবে কে? বিশহাজার সেপাই জোটানো কত রূপেয়ার খেল জানো?

দিলারা। কত চাই? পাঁচলক্ষ? দশলক্ষ?

পীর। সোভানাল্লা! তুমি দেবে রূপেয়া—পিয়ারী?

দিলারা। দেব না? হায়দারে আকবরে মিলে যদি তোমায়—কচুকাটা ক'রে ফেলে—লোকসান ত আমার ছাড়া কারুর হবে না! জানের জান আমার—তোমার তরোয়াল ঘোরানো দেখেই তোমায় গোলাপ ছুঁড়ে মেরেছিলাম! তুমিই যদি খতম হ'য়ে যাও—আমি আশনাই ক'রব কা'র সঙ্গে?

গীত

মিষ্ট হাসির বিষ্টিতে আজ ফুল ফুটেছে মনে,
আমার প্রাণের রঙ্ লেগেছে তোমার উপবনে॥
তোমার প্রেমের প্রলাপ ফোটায়
গোলাপ-কলি সবুজ বোঁটায়,
দেয় ছিটিয়ে লালের ফিনিক রসিক আঁখির কোণে॥
মনের মানুষ থাকলে পাশে,
মরু-দেশেও শ্যামল হাসে,
স্বপ্ন দেখে জীবন কাটে ভ্রমর-গুঞ্জরণে॥

উভয়ের প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

দিল্লীর উপকণ্ঠে বাইরামের শিবির—দরবার

যথাযোগ্য স্থানে বাইরাম, মুনিম খাঁ, আলি আহাম্মদ, হায়দার, দেলওয়ার প্রভৃতি সেন্যাধ্যক্ষগণ ও ওমরাহগণ উপবিষ্ট—একটু দূরে মাহুম আঙ্গা পৃথক আসনে উপবিষ্টা।

মাহুম। খাঁ খানান যে মাহুম আঙ্গা ও মুনিম খাঁকে শত্রুজ্ঞান ক'রেছেন—এ সত্যই বড় দুর্ভাগ্যের কথা!

বাইরাম। পাণিপথজয়ী বাইরামের শত্রু হবার যোগ্য ব্যক্তি যে হিন্দুস্থান কাবুলে কেউ আছে—তা জানা ছিল না!

মাহুম। আমি আপনার শুভানুধ্যায়ী—তার বহু পরিচয় আপনি নানা ভাবেই পেয়েছেন খাঁ খানান!

বাইরাম। আপনারই শুভাকাঙ্ক্ষার ফলে কাবুলের চাঘতাই সম্প্রদায় আমায় কন্যাদান ক'রতে চেয়েছিল—এ কল্পনা নিছক আপনার দম্ভেরই পরিচায়ক আঙ্গা! বাইরামের শৌর্য্য ও কীর্ত্তি কারও সুপারিশের অপেক্ষা রাখে না!

মাহুম। সত্যের অপলাপ ক'রে যদি আপনি তৃপ্ত হন—তাতে আমার আক্ষেপ নেই! আমি স্বীকার করি যে বাদশা—যদি সত্যই বাদশার দ্বারা এ কার্য্য অনুষ্ঠিত হ'য়ে থাকে—অত্যন্ত গর্হিত কার্য্যই ক'রেছেন! কিন্তু তাই ব'লে—স্বর্গীয় বাদশা হুমায়ুনের মৃত্যুশয্যার

পার্শ্বে ব'সে আপনি যে শপথ ক'রেছিলেন—তা ভঙ্গ করার কোন কারণ আপনার ঘটেছে—তাও আমি মনে করি না!

বাইরাম। নিজের অন্তঃপুরের পবিত্রতা রক্ষা ক'রবার অধিকার দীন দুঃখী প্রজারও আছে—নেই কেবল বাইরামের?

মাহুম। দীন দুঃখী প্রজারও আছে?—খাঁ খানানের হারেমে—বাদশা হুমায়ুনের মৃত্যুর পর—এই সামান্য চার পাঁচ বছরের ভেতর যে কয়েকশত রূপসী কামিনীর আবির্ভাব হ'য়েছে—তারা কি সবাই খাঁ খানানের পরিণীতা? অন্তঃপুরের পবিত্রতা রক্ষা ক'রবার অধিকার যদি সত্যই দীনদুঃখী প্রজার থাকত—তবে এই কয়েকশত কামিনীর শুভাগমন কি খাঁ খানানের বিরুদ্ধে কয়েকশত বিদ্রোহের অস্ত্রঝনঝনায় মুখরিত হ'য়ে উঠত না?

বাইরাম। আপনি রাজপ্রতিনিধির মর্য্যাদা রক্ষা ক'রে কথা কইবেন আঙ্গা!

মাহুম। খাঁ খানান—!

মুনিম। মাহুম আঙ্গার প্রতি অশিষ্ট বাক্য প্রয়োগ! ধিক খাঁ খানান!

বাইরাম। উজীর!

মুনিম। বাবরশার বংশের মহীয়সী ঐ নারী—বাদশা হুমায়ুনের সহোদরাধিকা আত্মীয়া—আকবরশার মাতৃসমা ধাত্রী—তাকে আপনি—ধিক বাইরাম খাঁ!

বাই। মোগলকে এতদিন রক্ষা ক'রেছে কে? বাইরাম—না মাহুম আঙ্গা? হুমায়ুন যখন স্বর্গগত—মোগল সেনানীগণ যখন আত্মকলহে বিচ্ছিন্ন—পাণিপথের পরাজয়েও অভয় পাঠান রাজশক্তি যখন

আবার পূর্ব্বসীমান্তে মোগলকে যুদ্ধদানে প্রস্তুত—রাজপুতানার মরুবক্ষে যখন চিরদুর্দ্ধর্ষ রাজপুতের শাণিত বল্লম বালক আকবরের কণ্ঠরক্তপানে উদ্যত—তখন কোথায় ছিল মাহুম আঙ্গা—মুনিম খাঁ ?

মাহুম। মাহুম আঙ্গা ? মাহুম আঙ্গা ছিল তখন আকুল প্রাণে খোদার আরাধনায় নিবিষ্টা—যাতে আত্মকলহে বিচ্ছিন্ন মোগল নায়কবৃন্দ ঈর্ষা কলহ বিসর্জ্জন দিয়ে বালক আকবরের সিংহাসনের চারিপার্শ্বে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়ায়—পূর্ব্বভারতের পাঠান আর মরুভূমির রাজপুতের জিঘাংসা হ'তে তৈমুরলঙ্গের বংশদুলালকে বক্ষ দিয়ে ঘিরে রক্ষা করে! খোদা মাহুম আঙ্গার সে প্রার্থনা পূরণ ক'রেছিলেন! পাঠান বিধ্বস্ত হ'য়ে অন্ধ অরণ্যে মুখ লুকিয়েছিল—রাজপুত শক্তি-পরীক্ষায় অবসন্ন হ'য়ে মরুপ্রান্তরে অপসৃত হ'য়েছিল—ঐক্যবদ্ধ মোগলনায়কগণ হিন্দুস্থানে দরিয়া হ'তে দরিয়া-বিস্তৃত মহাসাম্রাজ্যের সুখস্বপ্ন দেখেছিল—সবই হ'য়েছিল খাঁ খানান—শুধু কি পরিণামে মোগলকুলের শ্রেষ্ঠ সন্তান বাইরামের হঠকারিতায় সমূলে ধ্বংস হবে ব'লে ?

বাই। মোগল ধ্বংস হয়—হ'ক ! বাইরাম আত্মসম্মান অক্ষুণ্ণ রাখবে—কুলগ্লানিকারীর তপ্ত রক্তে !

মুনিম খাঁ ও ওমরাহগণ। খাঁ খানান ! খাঁ খানান !

বাইরাম। আমি ধীর স্থিরভাবে সর্ব্বসমক্ষে ঘোষণা ক'রছি—কুলগ্লানি-কারীর তপ্তরক্তে আমি এ কলঙ্ক প্রক্ষালন ক'রব! মোগল মসনদ লম্পটের জন্ত নয় !

মুনিম। আপনি কি নিজে মসনদের প্রত্যাশী ?

বাই। আমি মসনদের প্রত্যাশী নই—মসনদ আমার প্রত্যাশী! মসনদে না ব'সেও দীর্ঘ পঞ্চবর্ষকাল আমি ভারত শাসন ক'রেছি। যদি মসনদে আজ আমায় ব'সতেই হয়—তবে ব'সব—ভারত শাসনের লোভে নয়—মসনদকে অযোগ্য রাজবংশধরের পাপ কবল হ'তে মুক্ত ক'রবার জন্য!

মুনিম। আপনি তা হ'লে বিদ্রোহ ঘোষণা ক'রছেন?

বাই। অজয়গড়ে আকবরকে অবরুদ্ধ ক'রবার জন্য আজই আমি সসৈন্যে যাত্রা ক'রছি!

মুনিম। তবে আমরা—আমি, মাহুম আঙ্গা এবং এই যে কতিপয় ওমরাহ—যাঁরা হুমায়ুনের নিমকের মর্য্যাদা রক্ষা ক'রতে দৃঢ়সঙ্কল্প—তাঁদের সম্বন্ধে আপনার অভিপ্রায় কি?

বাই। অপনারা আমার বন্দী!

মাহুম। আমি পূর্ব্বেই ব'লেছিলাম কিনা মুনিম খাঁ—আজকের এই দরবার—আমাদের বন্দী ক'রবার জন্য বাইরামের একটা কৌশল মাত্র?

বাই। (কুটিল হাস্যে) হ্যাঁ—আঙ্গাকে আমি মুক্তি দিতে পারি—যদি আঙ্গা আমার দৌত্য নিয়ে যেতে স্বীকৃতা হন!

মাহুম। দৌত্য!

বাইরাম। হাঁ—আপনি সিতারাকে আবার জানাবেন—যা পূর্ব্বে তার আত্মীয়দের ব'লে পাঠিয়েছিলেন—যে আকবর উচ্ছৃঙ্খল, অকর্ম্মণ্য, বিলাসী, বিকলচিত্ত! কেমন—স্বীকার?

মুনিম। বাইরাম—এই প্রস্তাব ক'রছ তুমি মাহুম আঙ্গার কাছে?

মাহুম। অন্ধ বাইরাম! সিতারার সঙ্গে তোমার বিবাহ হ'লে—সে বিবাহ যে হ'ত তোমার পক্ষে ভুজঙ্গহার কণ্ঠে পরিধান—তা কি এখনো তুমি বোঝনি? ভাবনি যে সে বিবাহ সংঘটনের প্রয়াস কেবল বৃদ্ধা আঙ্গার একটা রাজনৈতিক চাতুরী?—আশা ফলবতী—সিংহশিশু জাগরিত—মোগল! মোগল! বাবরের বংশধরকে ত্যাগ ক'রে বাইরামের দাসত্ব ক'রবে তোমরা? ঐ অজয়গড়ের দুর্গশিরে আকবরের পতাকা উড্ডীন—তোমরা অভিবাদন কর! জয়ধ্বনি কর—"জয় আকবরশার জয়!"

বাই। রোস্তম! দেলওয়ার! অবিলম্বে বন্দী কর এই নারীকে! শৃঙ্খলিত ক'রে কেল্লার অন্ধ কারাকূপে নিক্ষেপ কর! আমি এই ধূর্ত্তা শৃগালীকে নির্ম্মমভাবে হত্যা ক'রব—তারপর আকবরকে খণ্ড খণ্ড ক'রে নিক্ষেপ ক'রব পশ্চিম সাগরে!

আকবর, বীরবল ও আদমখাঁর প্রবেশ

আকবর। আকবর আপনার তরবারির তীক্ষ্ণতা পরীক্ষা ক'রবার জন্য আপনার সম্মুখে উপস্থিত খাঁ খানান!

মাহুম। এ কি—আকবর!—আকবর! পুত্র!

ছুটিয়া আসিলেন

বাইরাম। রোস্তম! হায়দার!

ওমরাহগণ। জয় আকবরশার জয়!

আকবর। শুনুন ওমরাহগণ—সর্ব্বসমক্ষে আমার এই ঘোষণা—পিতৃ-পিতামহের মসনদ আজ আমি কার্য্যতঃ গ্রহণ ক'রছি—আজ হ'তে

হিন্দুস্থান কাবুলের রাজদণ্ড পরিচালনা ক'রবে আকবরের হস্ত—বাইরামের নয়! বীরবল—অজয়গড়—অজয়গড়!

সকলে। জয় আকবরশার জয়—

জয়ধ্বনি করিতে করিতে আকবর, মাহুম আঙ্গা, মুনিমখাঁ ও কতিপয় ওমরাহের সহিত বীরবল ও আদমখাঁর প্রস্থান

বাইরামের পক্ষীয় মন্‌সবদারগণ তাঁহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিল

বাইরাম কর্ত্তৃক তূর্য্যধ্বনি

পীরমুহম্মদের প্রবেশ

পীর। কিসের কোলাহল—খাঁ খানান—

বাইরাম। ছিন্নশির—পীরমহম্মদ—আকবরের ছিন্নশির!

উভয়ের প্রস্থান

নেপথ্যে কামানধ্বনির সহিত উভয় পক্ষের জয়ধ্বনি

দৃশ্যান্তর

যমুনাবক্ষে সেতুপথ

বীরবল, মাহুম আঙ্গা, মুনিমখাঁ, আদমখাঁ, সসৈন্যে সেতু অতিক্রম করিলেন। তাঁহাদের পৃষ্ঠরক্ষা করিতেছিলেন আকবর। আকবরকে আক্রমণ করিতে যাইয়া পর পর বহু সৈনিক তাঁহার অস্ত্রে আহত হইয়া নদীগর্ভে পতিত হইল।

আকবর সেতু পার হইবামাত্র—বীরবলের কামানে সেতু ভাঙ্গিয়া পড়িল।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

অজয়গড় দুর্গ

দুর্গমধ্যে উদ্যানবাটিকায় সিতারা ও লালী

লালীর গান

চ'লে গেছে মোর দখিন বাতাস নিরালা বাগানে এসে,
কাল সে যে হেথা খেলে গেছে সুখে নব-নটবর বেশে।
ছিল যে বকুল-চাঁপার গন্ধ,
যত সৌখিন রঙের ছন্দ,
গেয়েছিল গান—গোলাপী হৃদয় পেয়েছিল ভালোবেসে॥
আজ একা ব'সে সেতারের তারে
কুসুমী গীতিকা শুনি বারে বারে
প্রাণ-প্রজাপতি দেখে যে স্বপন মায়া-মুকুলের দেশে॥

সিতারা। লালী!

লালী। বেগম সাহেবা!

সিতারা। বেগমসাহেবা? না লালী—এখন থেকে তুমি আমায় সিতারা ব'লে ডেকো—বহিন ব'লে ডেকো!

লালী। কেন?

সিতারা। 'বহিন' ব'লে ডাকলে তবু হয় ত আজ না হয় কা'ল—একদিন আমি ভাবতে পারব যে এত বড় একটা আত্মত্যাগ তোমার কাছে দাবী ক'রবার আমার যা হ'ক একটু অধিকার আছে! আর তা যদি না হয় লালী—কে আমি—কে আমি কাবুলের চাবতাই-কন্যা সিতারা—যে তার জন্য তুমি যথাসর্ব্বস্ব—যথাসর্ব্বস্বের চেয়েও বেশী—তোমার স্বামী—তাঁকে তুমি ত্যাগ ক'রবে? আর আমি এত বড় দান হাত পেতে তোমার কাছ থেকে গ্রহণ ক'রবো?

লালী। বলিনি তোমায় সেদিন যে হিন্দুর মেয়ে স্বামী ত্যাগ করে না?

সিতারা। ত্যাগ করেনা—তা বুঝি! কিন্তু মুখের হাসি তার চিরজন্মের মত মিলিয়ে যায়—দিবসের কর্ম্মের অবসরে আর নৈশ উপাধানের নীরবতায় চোখের জল হয় তার চিরসাথী! তুমি আমায় সুখী ক'রতে গিয়ে সারাজীবন চো'খের জল ফেলবে—তাতে কি আমি সুখী হব?

লালী। সুখী ক'রতে পারেন একমাত্র ভগবান! মানুষে পারে কর্ত্তব্য ক'রতে! আমরা আমাদের কর্ত্তব্য ক'রব—আমার স্বামী আর আমি! তার পর—স্বামীপ্রেম? তা থেকে আমায় বঞ্চিত ক'রবে কে? হাজার দিলারার সে সাধ্য নেই বহিন্—

নেপথ্যে মাহুম আঙ্গা। সিতারা—

সিতারা। আঙ্গা! আমি আ'সছি লালী—

প্রস্থান

সন্তর্পণে উদ্ধবের প্রবেশ

উদ্ধব। লালী !

লালী। কে—উদ্ধব দা ?

উদ্ধব। চুপি চুপি শোন্ এক কথা ! তুই যদি এখনো হুঁসিয়ার না হ'স—তা হ'লে সব গেল।

লালী। সব গেল উদ্ধব দা ? (মলিন হাস্য) না - গেছে ?

উদ্ধব। একেবারে গেছে কি আর ? যতক্ষণ শ্বাস—ততক্ষণ আশ ! আমি তাকে ধ'রে এনেছি !

লালী। অ্যাঁ—

উদ্ধব। দেখি—উত্তর পাঁচীলের ধারে দু'টীতে ফুস্ ফুস্ গুজ্ গুজ্ হ'চ্ছে—ফুলুরি বিবি আর বীরবল। বিবি যেই একটু হ'টেছে—আমি একেবারে ডাক ছেড়ে কাঁদতে কাঁদতে গিয়ে আ'ছড়ে প'ড়লাম ! ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে জিজ্ঞেস্ ক'রলে—"কি ?"—আমি বুক চাপড়া'তে চাপড়া'তে বললাম—"লালীর অসুখ—বাঁচে কি মরে !"

লালী। সে কি উদ্ধব দা ?

উদ্ধব। (রাগিয়া) তোর ধড়ে বুদ্ধি জোগাবে কি আর ম'লে ? দিন দিন বেহাত হ'য়ে যাচ্ছে—তা কি তোর চো'খে পড়ে না ? দিনেরেতে কতক্ষণ দেখা পা'স শুনি ?

লালী। কি ক'রে পাবো ? একটা লড়াই মাথার উপর !

উদ্ধব। লড়াই ! উঃ রে—আমার লড়াই রে ! মনের টান থাকলে যমে টেনে রা'খতে পারেনা—তা লড়াই ! ওদিকে দেখ্ গিয়ে অষ্টটী

পহর ফুলুরি বিবি মুখের ওপর ওৎ পেতে ব'সে আছে! বলি—সে পুরুষমানুষ ত!

লালী। আমি কি ক'রব দাদা—আমার অদৃষ্টের লেখা!

চোখে আঁচল দিল

উদ্ধব। কাঁদলি—ও লালী—কাঁদলি? লক্ষ্মী দিদি আমার! এ কাঁদবার সময় নয়! সেই যৌবনকালে আমারো একবার মাথা বেগড়াবো-বেগড়াবো গোছ হ'য়েছিল! তা—ব'ললে না পেত্যয় যাবি—জরদগবের মা—উঃ—সে কী কাণ্ড রে! এই সাজগোজ—এই গল্পগুজব—এই হাসিঠাট্টা—এই কথায় কথায় খামোখা গায়ের উপর এলিয়ে পড়া! বাপের সুপুত্তুর হ'য়ে—মাথা ঠাণ্ডা ক'রে ঘরে ফিরে আ'সতে হ'ল!—তুই একটা ভাল কাপড় প'রে আসবি দিদি?

লালী। থাক—আর ভালো কাপড় প'রতে হবে না—(হাস্য)

উদ্ধব। তা থা'ক!—তোকে এমনিই দেখাচ্ছে পিত্তিমেখানি! আমার মাথা খা'স দিদি—একটু রা'শ টেনে ধর্‌! নইলে সেও গেল—তুইও গেলি—আমিও গেলাম!

লালী। তুমিও?

উদ্ধব। ও ছোঁড়া যদি গোল্লায় যায়—তবে এ বুড়ো বয়েসে আমি কি আর বাঁচবো? ও যে আমার জরদগবের চেয়েও বেশী!

কাঁদিল

লালী। তুমিও কাঁদলে উদ্ধব দা ?

উদ্ধব। কেঁদেছি ত কেঁদেছি! আমি বুড়ো হাবড়া—কাঁদলেই কি আর হা'সলেই কি! মোদ্দা তুই একটু রা'শ টেনে ধর্! সে এলো ব'লে! ব'লে এসেছি—"লালী বাঁচে কি মরে!" এখনো এতটা বোধ হয় গোল্লায় যায়নি যে এ খবর শুনেও আ'সবে না! একটু আদর ক'রে—একটু এই এই—ইয়ে ক'রে—বুঝলিনি দিদি ?

লালী। (ম্লান হাসি) বুঝেছি উদ্ধব দা! সে সব আমি ক'রবো এখন—তুমি কিচ্ছু ভেবোনা!

উদ্ধব। ঘোড়ার পায়ের আওয়াজ পাচ্ছি! একবার আবার পূজোরী ঠাকুরের কাছে যাব—তাকে ব'লেছিলাম—রোজ রোজ নারায়ণকে একশো আট তুলসী দিতে! তা ফাঁকি দিচ্ছে কিনা—কে জানে! (প্রস্থানোদ্যত—ফিরিয়া) ভুলিসনি বোন—একটু রাশ টেনে—আর একটু ইয়ে ক'রে—বুঝলি দিদি—আমার দিব্যি রইল—

প্রস্থান

লালী। ওরে বোকা বুড়ো! রা'শ যার হাতে—টা'নবার হয়ত সে টা'নবে। তুই আমি কি ক'রতে পারি ?

বীরবলের প্রবেশ

বীরবল। লালী! লালী!

লালী। এসো—আমার কিছুই হয়নি! বোকা উদ্ধব দা—তোমায় শুধু শুধু হায়রাণ ক'রলে!

বীর। অ্যাঁ—

লালী। সে দিলারাকে তোমার কাছে দেখেছে—আর তার মাথায় আকাশ ভেঙ্গে প'ড়েছে!

বীর। ওঃ—তবু ভালো!

লালী। তুমি ভয় পেয়েছিলে—না?

বীর। লালী!

লালী নীরব

তুমি আমার অনেক উপরে! এ আত্মত্যাগের পথ তুমিই আমায় দেখিয়েছ!

লালী। পথ দেখিয়েছেন ভগবান!

বীর। এ পথের শেষ কোথায়—তাও তিনিই জানেন!

লালী। শেষ ত বেশী দূরে নয়! যুদ্ধটা হ'য়ে গেলেই—

বীর। বাইরামের যুদ্ধের কথা ব'লছ? বাইরামের যুদ্ধের শেষ মানে আমাদের যুদ্ধের আরম্ভ!

লালী। (নীরব)

বীর। দিলারা সেই পর্য্যন্তই অপেক্ষা ক'রবে!

লালী। কেনইবা ক'রবে? সিতারাকে ত সে এনে দিয়েছে! তার পুরস্কার—

বীর। সে বলে "বাদশার মসনদ আগে নিষ্কণ্টক হ'ক—তার পর আমি পুরস্কার নেব!"

লালী। যুদ্ধে আমরা জিতব?

বীর। জিতব না?—আমরা জিতবই, কারণ আকবরের ধারণা যে বাবরের বংশধর কখনো হা'রতে জানে না!

লালী। (হাসিয়া) বাবরের বংশধর—এবং সিতারার প্রেমাস্পদ !

বীর। সত্য কথা—সিতারার প্রেমাস্পদ ! পুরাণে দৈব কবচের কথা প'ড়েছি—সতীর প্রেম কলির পুরুষের সেই দৈব কবচ !

লালী। বাদশারও কি তাই ধারণা ?

বীর। বাদশারও—আমারও !

লালী নীরবে বীরবলের মুখের দিকে তাকাইল

বীর। আমারও ! লালী আমায় ভালবাসে—এই ধারণার বলে আমি অপরাজেয় !

লালী। (মৃদুকম্পিত কণ্ঠে) অপরাজেয় ?

বীর। অপরাজেয় ! শত্রুর তরবারি ত তুচ্ছ—দিলারার প্রলোভনও আমায় টলাতে পারেনি—পা'রবেনা !

লালী। তুমি যে প্রতিজ্ঞা ক'রেছ !

বীর। প্রতিজ্ঞা ক'রেছি,—সে যা চায়—তা পাবে ! সে চেয়েছে এই দেহ !

লালী। দেহ !

বীর। আর কি ? নর্ত্তকী—সে ভালবাসার কি জা'নবে ?

অন্তরালে দিলারার প্রবেশ ও অবস্থিতি

ওরা নিতে জানে—দিতে জানে না !

লালী। আর—যে ভালবাসে—সে দিয়ে তৃপ্ত—নিতে চায় না !

বীর। লালী !

দুইজনে আলিঙ্গন বদ্ধ হইল—দিলারা নির্নিমেষ নয়নে তাহাদের দিকে চাহিয়াছিল—সহসা কাঁদিয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিল—লালী বীরবলের ধীরে ধীরে প্রস্থান

আদম খাঁর প্রবেশ

আদম। দিলারা—না? (অগ্রসর হইয়া) দিলারা! দিলারা! তুমি কাঁদছ না কি দিলারা?

দিলারা। আমি—(আত্মসম্বরণ করিয়া)—একি—তুমি?

আদম। তুমি কাঁদছ দিলারা? তাজ্জব!

দিলারা। সত্যিই তাজ্জব—নয়? আমি যে নর্ত্তকী—যে নিতে জানে শুধু—দিতে শেখে নি কোনদিন!

আদম। কে ব'ললে? তুমি আমায় দিয়েছ চা'রলক্ষ আসরফি—যা দিয়ে এই বিশহাজার সেপাই সংগ্রহ ক'রেছি আমি—হিন্দুস্থানের মসনদ দখল ক'রব ব'লে! কে ব'লেছে নর্ত্তকীরা দিতে জানে না? তার নাম কর পিয়ারী—এখুনি তার জিভ উপড়ে ফেলে দেব! আদম খাঁর পিয়ারীর নামে বদনাম?

দিলারা। তুমি রাগ করো না বন্ধু—কেউ আমার বদনাম করে নি!

আদম। করে নি? তবে তুমি কাঁদছিলে কেন?

দিলারা। কাঁদছিলাম—তুমি আমায় কতদিন দেখা দাও নি—বল দেখি?

আদম। আমি? সোভানাল্লা! তুমি কি সেই জন্য কাঁদছিলে? কেন? কেন? এই ত পরশুই দেখা হ'য়েছিল—পাচীলের ধারে!

দিলারা। প—রশু! তাও পাচীলের ধারে! তাতে যদি আশ মিটত! ওঃ—পুরুষেরা এমনি নিষ্ঠুর হয় বটে!

আদম। অনেক কাজের ঝঞ্ঝাট পিয়ারী—জানোই ত! দু'দিন সবুর কর না! মসনদে বসি আগে—তারপর দিনরাত দু'জনে—জোড় পায়রার মত—হাঃ হাঃ হাঃ—কি বল দিলারা?—হাঃ হাঃ হাঃ—

দিলারা। হিঃ হিঃ হিঃ—তোমার মসনদে ব'সবার আর দেরী কত বল দেখি? আমার ছাই এমনি মনে হ'চ্ছে—ও দরকার নেই আর আমাদের মসনদে—হাত ধরাধরি ক'রে দু'জনে বনে চলে যাই!

আদম। এও কি একটা কথা হ'ল দিলারা? সব আয়োজন ঠিক—এখন বনে গেলে চলে? দু'দিনের ভেতর লড়াই ফতে—বাইরাম যাবে জাহান্নমে—তার পর আকবর—

দিলারা। আকবর—কি?

আদম। আকবর কি—তাও আবার জিজ্ঞাসা ক'রছ? বাইরামই যদি যায় জাহান্নমে—তবে আকবর—বেকুফ ছোকরা—হাঃ হাঃ হাঃ—

দিলারা। হিঃ হিঃ হিঃ—বেকুফ ছোকরা আকবর—

আদম। ভাল করে যে হাতিয়ার কোমরে বাঁধতে শেখেনি—হাঃ হাঃ হাঃ—

দিলারা। হিঃ হিঃ হিঃ—তাই না কি?

আদম। আপনার ব'লতে যার হিন্দুস্থানে মরদ বাচ্ছা কেউ নেই—হাঃ হাঃ হাঃ—

দিলারা। হিঃ হিঃ হিঃ—কেউ নেই—কেউ নেই—

আদম। একটা ঠেলা মা'রলে যে গড়িয়ে প'ড়বে গিয়ে দরিয়ায়—হাঃ হাঃ হাঃ—

দিলারা। শীগগির শীগগির তাকে সেই দরিয়ায় ফেলে দেবারই ব্যবস্থা কর ভাই! আমার আর বিরহ যাতনা সইছে না!

আদম। হাঃ হাঃ হাঃ—বিরহ যাতনা? রোস' না! আগে বাইরামকে জাহান্নমে পাঠাই—তারপরে আকবরকে স্রেফ্ একটা ঠেলা!

দিলারা। ঢের লোক আ'সছে যেন এদিকটায়! আমি পালাই—তুমি ভাই একটু হাত চালিয়ে নাও! যৌবন যে যেতে ব'সেছে—

প্রস্থান

আদম। হাঃ হাঃ হাঃ—যৌবন যে যেতে ব'সেছে! তা গেলে আর ক'রছি কি? মসনদ ত আগে! হাঃ হাঃ হাঃ—

প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

দুর্গচত্বর

বীরবল ও মুনিম খাঁর প্রবেশ—সঙ্গে কতিপয় ওমরাহ

বীরবল। বাইরামের সম্মুখীন হয়ে লড়াই দেবার আশা বুঝি একেবারেই বিনষ্ট হ'ল উজীর সাহেব!

মুনিম। হুঁ—

ওমরাহগণ। কেন? কেন?

বীরবল। মুলতানের রহিম খাঁ সঙ্কল্প ক'রেছে বাইরামের পক্ষ নিতে—বিশহাজার দুর্দ্ধর্ষ পাঠান নিয়ে—

মুনিম। কারণ বাইরামের দূত তাকে প্রলোভন দেখিয়েছে—মুলতানের স্বাধীন রাজত্ব! ওঃ—বাইরাম! বাইরাম! এমনি ক'রেই মোগলের সর্ব্বনাশ ক'রলে তুমি?—

১ম ওমরাহ। বাইরামের সৈন্য এখুনি আছে পঞ্চাশ হাজার—তার ওপর রহিম খাঁ আ'নবে বিশহাজার—হ'ল সত্তর হাজার! আমাদের আছে চল্লিশ হাজার! ওঃ খোদা!

বীরবল। হতাশ হ'লে ত চ'লবে না আমাদের—ওমরাহগণ! পরিত্রাণের উপায় নির্দ্ধারণ করুন!

মুনিম। পরিত্রাণ!

হতাশ ভাবে মাথা নাড়িলেন

বীরবল। না—ভুল ব'লেছি আমি! পরিত্রাণ পেলে শুধু আমাদের চ'লবে না! আমাদের ক'রতে হবে যুদ্ধ জয়! তারই উপায় নির্দ্ধারণ করুন উজীর সাহেব!

মুনিম। বাতুলতা!—প্রস্তুত না হ'য়ে একটা বালিকার প্রেমের জন্য বাইরামের রোষানলে লাফিয়ে পড়া বাদশাহের পক্ষে অবিবেচনার কাজ হ'য়েছে!

ওমরাহগণ। নিশ্চয়!

আকবরের প্রবেশ

আকবর। সে অবিবেচনার কুফলের অংশ গ্রহণ করবার জন্য অনিচ্ছুক বন্ধুগণকে আমি অজয়গড়ে আবদ্ধ ক'রে রা'খব না উজীর সাহেব! আপনারা ইচ্ছা ক'রলে হুমায়ুনের পুত্রকে ত্যাগ ক'রে বিদ্রোহীদলে মিলিত হ'তে পারেন!

মুনিম। আমরা ত তা বলিনি—বাদশা!

আকবর। আপনারা যা ব'লেছেন—তা মোগল বাদশাহের আত্মমর্য্যাদা বুদ্ধিকে অতিমাত্র আহত ক'রেছে উজীর সাহেব!—বালিকার প্রেম! বালিকার প্রেমের জন্য রাষ্ট্রবিপ্লবের কাহিনী দুনিয়ার ইতিহাসের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় লেখা আছে—জ্বলন্ত অক্ষরে! আর—অগ্রে প্রস্তুত হওয়া? বাবর যখন মুষ্টিমেয় মোগল নিয়ে সিন্ধু পার হ'য়েছিলেন—কতটুকু প্রস্তুত ছিলেন তিনি—অজ্ঞাত এই মহাদেশের তেজীয়ান হিন্দু ও পাঠানগণের রণসজ্জার তুলনায়? করে কোষমুক্ত অসি—আর বক্ষে চিরস্থির বীরধর্ম্মের প্রেরণা—তৈমুরলঙ্গের বংশধর

এই দুই শক্তিসম্পদের বলে বিশ্বসংসারেরও প্রতিকূলতা ক'রতে চিরপ্রস্তুত !

মুনিম। বাদশা রুষ্ট হ'লেও তাঁকে সৎপরামর্শ দেওয়া আমাদের কর্ত্তব্য ! আমাদের পরামর্শ—বাদশাহ আপাততঃ যুদ্ধচিন্তা ছেড়ে সন্ধির প্রস্তাব করুন !

আকবর। সন্ধি ?

মুনিম। দুর্ভেদ্য অজয়গড় দুর্গে আমরা নিরাপদে অবস্থিত ! চল্লিশ হাজার সৈনিক আমাদের আজ্ঞাবহ ! এ অবস্থায়—বাইরাম যত বড় শক্তিমানই হ'ক—বাদশার পক্ষ হ'তে উত্থাপিত সন্ধিপ্রস্তাবকে সে একেবারে উপেক্ষা ক'রবে না ! কিন্তু একটা যুদ্ধে যদি বাদশা পরাজিত হন—বা এই দুর্গের আশ্রয় হ'তে যদি বাদশা বঞ্চিত হন—তখন—

আকবর। আপনারা মোগল রাজবংশের ইতিহাস ভুলেছেন উজীর ! হুমায়ুন বিজয়ী সের খাঁর দ্বারস্থ হন নি ! বাবরশা প্রবলতর রাজপুত-বাহিনীর সম্মুখে নিপতিত হ'য়েও সন্ধির প্রস্তাব ক'রে পাঠান নি !—সন্ধি আমি ক'রবো না—ক'রবো যুদ্ধ !

মুনিম। যুদ্ধ ? সত্তর হাজার সৈন্যের বিরুদ্ধে ?

আকবর। না—সত্তর হাজারের নয়—পঞ্চাশ হাজারের বিরুদ্ধে ! রহিম খাঁ বাইরামের সঙ্গে মিলিত হবার পূর্ব্বেই !

মুনিম। পূর্ব্বেই ? তার পূর্ব্বে বাইরাম যুদ্ধ ক'রবে কেন ? সে নিশ্চয়ই অপেক্ষা ক'রবে রহিম খাঁর বিশহাজার সৈন্যের জন্য !

বীরবল। নিজে যেচে বাইরাম যুদ্ধ অবশ্যই ক'রবে না ! কিন্তু আমরা যদি অকস্মাৎ আক্রমণ করি—অতর্কিতে—

মুনিম। অতর্কিতে ?

আকবর। হ্যাঁ—উজ্জীর সাহেব—অকস্মাৎ—অতর্কিতে—

সৈনিকের প্রবেশ

সৈনিক। জাঁহাপনা—আজ্ঞা আপনাদের সকলের জন্য মন্ত্রণাগৃহে অপেক্ষা ক'রছেন !

আকবর। উজ্জীর সাহেব—ওমরাহগণ—আপনারা অগ্রবর্ত্তী হোন—আমি বীরবলকে নিয়ে এখুনি আসছি—

সৈনিকসহ মুনিম খাঁ ও ওমরাহগণের প্রস্থান

আকবর। বীরবল ! আজই রাত্রিযোগে ! পঞ্চাশ হাজার বিদ্রোহীর সুপ্তিমগ্ন শিবিরে ! তারপর—হয় সিক্রি যুদ্ধে বাবরশার মত পরিপূর্ণ জয়লাভ—নয় ত কনোজসংগ্রামে হুমায়ুনের মত নিঃশেষে সর্ব্বধ্বংস !

দিলারার প্রবেশ

দিলারা। সর্ব্বধ্বংসই যদি বাদশা আশঙ্কা করেন—তবে—

আকবর। তবে—দিলারা ?

দিলারা। আমি আর পুরস্কার নেবার সুযোগ পাব কবে ? সিতারা বেগমকে উদ্ধার ক'রবার দরুণ ?

আকবর। দিলারা !

দিলারা। যা আশা ক'রেছিলাম—তা ত আর হয় না ! অগত্যা—

আকবর। কি—বল !

দিলারা। ওই মাথার মুকুটটা বাদশা যদি বকশিষ করেন—

বীরবল। বাদশার মাথার মুকুট! দিলারা!

আকবর। দিলারাকে অদেয় বাদশার কিছুই নেই! এই নাও সখি—

মুকুট প্রদান

দিলারা। আমায় সখী ব'লে সম্বোধন ক'রলেন বাদশা?—আমি নর্ত্তকী —(রুদ্ধ কণ্ঠে) নর্ত্তকী—যে ভালবাসতে জানে না—শুধু নিতে জানে —দিতে জানে না!

প্রস্থান

আকবর। বীরবল—কি ব'ললে দিলারা?

বীরবল। (ক্ষণকাল নীরব) কি জানি! সম্মুখে যুদ্ধ বাদশা!

আকবর। হ্যাঁ—যুদ্ধ! চল!

উভয়ের প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

বাইরামের শিবিরে প্রমোদ কক্ষ

বাইরাম, সৈন্যাধ্যক্ষগণ ও নর্ত্তকীগণ

নর্ত্তকীগণের নৃত্য

বাইরাম। আবার—আবার নর্ত্তকীগণ! বিজয়োল্লাসে সৈন্য-শিবির মুখর ক'রে তোল যৌবনোৎফুল্লা রঙ্গিণীগণ! বাইরামের লাঞ্ছনাকারীর কর্ণে, তোমাদের নৃত্যচপল নূপুর শিঞ্জিনী—নিথর নৈশপবন ভেদ ক'রে মৃত্যুদূতের শাণিত আহ্বানের মতই ভয়াল হ'য়ে বেজে উঠুক!

নৃত্য গীত

ঘন-ঘন-ঘন রণ ঝণ-ঝণ
তম্বরু-বীণা বাজে!
নৃত্য-পাগল চিত্ত জুড়িয়া
শত তূরী-ভেরী গাজে॥
কে ডাকে কে জাগে দীপকের সুরে!
হাসে অশান্ত পায়ের নূপুরে,
যেন দুরন্ত আসে তুরন্ত
মহা তাণ্ডব-সাজে॥
জীবন্ত যত অন্তরে আজি সূর্য্য-শয়ন পাতা
মধুমাধবীর তান ভুলে ধরো অগ্নি-কলার গাথা,
সাগর-মন্দ্রে গভীর ছন্দে
রক্ত-রাগিণী নাচে আনন্দে,
নাচে রে জীবন, নাচে রে মরণ দীপ্ত ভুবন মাঝে॥

পীরমহম্মদের প্রবেশ

পীর। মসনদের মালিকের জয় হো'ক !

বাই। পীরমহম্মদ !

সহসা উঠিয়া দাঁড়াইলেন

পীর। প্রভুর প্রাপ্য সম্মান প্রদানে অগ্রণী হ'য়ে প্রভুভক্ত ভৃত্য কি প্রভুর বিরাগভাজন হ'ল ?

বাই। মসনদের মালিক—আমি ?

পীর। আপনি নন—তবে কে ? আমি বিদ্রোহীর সেবক ব'লে লোক-সমাজে পরিচয় দিতে অনিচ্ছুক !

সৈন্যাধ্যক্ষগণ। আমরাও—আমরাও—খাঁ খানান !

পীর। খাঁ খানান নয়—জাঁহাপনা ! সকলে বল—জয় বাদশা বাইরাম শা'র জয় !

সকলে। জয় বাদশা বাইরাম শার জয় !

বাই। পীরমহম্মদ ! তোমার প্রস্তাব—আমি একটু চিন্তা ক'রে দেখি ! সৈন্যাধ্যক্ষগণ ! তোমরা আনন্দ কর ! মোগল মসনদ সম্বন্ধে আমি পরে এসে আমার মতামত প্রকাশ ক'রব !

প্রস্থান

হায়দার। পীরমহম্মদ ! তুমি ধূর্ত্ত !

পীর। ধূর্ত্ত ?

হায়দার। তোমার শিবিরে দশহাজারের স্থানে বিশহাজার সৈন্য কেন —আজই না খাঁ খানান তার কৈফিয়ৎ তলব ক'রেছিলেন ?

পীর। ভুল! কোথায় বিশহাজার সৈনিক? দশহাজার থাকবার কথা—দু'এক হাজার হয় ত কোনক্রমে বেড়ে গিয়ে থাকতে পারে!

হায়। তুমি ধূর্ত্ত! তাই মসনদ গ্রহণের প্রস্তাব ক'রে খাঁ খানানের মাথা থেকে তোমার সৈন্যসংখ্যার কথা বিলকুল মুছে দিয়েছ!

পীর। একটা বাজে ভুল কথা নিয়ে কেন এত আলোচনা দোস্ত? সৈন্য শিবির পরিদর্শন ক'রে এসে শ্রান্ত হ'য়ে প'ড়েছি! (সিরাজী পান) আলি আহম্মদ! লড়াই সামনে! হাত পা খেলিয়ে—সবাই রক্ত গরম ক'রে নাও! (সিরাজী পান)

নর্ত্তকীগণের অসিনৃত্য—নৃত্যশেষে মঞ্চ অন্ধকার হইয়া আসিল—সকলের প্রস্থান

প্রায়ান্ধকার কক্ষে একজন সৈন্যাধ্যক্ষসহ বাইরামের প্রবেশ

বাইরাম। আমার ভুল হ'তে পারে না! শত্রুশিবিরে চাঞ্চল্য লক্ষ্য ক'রেছি! তুমি একদিকে যাও—আমি একদিকে যাই! সন্দেহ-জনক কিছু দেখলে তৎক্ষণাৎ ভেরী বাজাবে!

সৈন্যাধ্যক্ষ। শত্রুর কি এত সাহস হবে যে—

বাইরাম। শৈশব হ'তে আকবরের খেলার সাথী বুনো বাঘ! সাহস তার হ'তে পারে! কিন্তু সে সাহসের পরিণাম হবে—আগুনে ঝাঁপ দিলে পতঙ্গের যা পরিণাম হয়—তাই! কল্যকার প্রভাতসূর্য্য পূর্ব্বাকাশ হ'তে যে দুনিয়ার ওপর রক্তচক্ষু মেলে চাইবে—সে দুনিয়া হবে আকবরশূন্য দুনিয়া!

উভয়ের প্রস্থান

অন্যমনস্কভাবে পীরমহম্মদের পুনঃ প্রবেশ ও সিরাজীপান

পীর। কে হবে মসনদের মালিক ? বাইরাম ? না—আকবর ?—না—

দিলারার প্রবেশ—তাহার ওড়নায় ঢাকা মুকুট

দিলারা। না—বিশহাজার সৈনিকের মালিক পীরমহম্মদ ?

পীর। দিলারা !

দিলারা। তোমারই দেওয়া এই আংটী দেখিয়ে শিবিরে ঢুকেছি—শুদ্ধু—তোমায় একটী উপহার দেব ব'লে ! (মুকুট বাহির করিয়া দেখাইল) নেবে—বন্ধু ?

পীর। সোভানাল্লা ! বাদশার মুকুট ?

দিলারা। বাদশার মুকুট ! কোথায় পেয়েছি—কেমন ক'রে পেয়েছি—জিজ্ঞাসা ক'রো না ! তার সময় নেই ! এই বাদশার মুকুট—তুমি নেবে ? মাথায় প'রবে ? তোমারই জন্য এনেছি !

পীর। আমারই জন্য ? আমারই জন্য মুকুট ?

দিলারা। হ্যাঁ—তোমারই জন্য মুকুট—তোমারই জন্য মসনদ ! দ্বিধা ক'রো না—বিলম্ব ক'রো না—তার সময় নেই ! আকবর রাত্রির অন্ধকারের সুযোগে তোমাদের শিবির আক্রমণ ক'রেছে ! মসনদ যদি চাও—মসনদের পথ পরিষ্কার কর—তোমার প্রধান অন্তরায় বাইরামকে অপসারিত ক'রে !

পীর। বাইরাম—আমার প্রভু—আমার কৃতজ্ঞতা—

দিলারা। আগে মসনদে ব'সো—তারপর বাইরামকে কোতল না ক'রে তাকে জায়গীর দিও ! দুনিয়াময় ডঙ্কা বা'জবে তোমার কৃতজ্ঞতার !

দুর্ব্বল যে—প্রভুর পদানত যে—তার কৃতজ্ঞতার মূল্য কি? কদর কি?

পীর। কিছু মূল্য নেই—অতি সত্য কথা! কথায় কথায় কৈফিয়ৎ! ঠিক ব'লেছ দিলারা—দাও মুকুট!

মুকুট লইতে হাত বাড়াইল

নেপথ্যে ভেরীধ্বনি—কামানের শব্দ ও কোলাহল

ওকি—ওকি?

দিলারা। শত্রুর আগমন জানতে পেরে বাইরাম ভেরীধ্বনি ক'রেছে! এখুনি তুমুল যুদ্ধ বাধবে—সে যুদ্ধে—

পীর। আমি হব নিরপেক্ষ দর্শক বিশহাজার সশস্ত্র সৈনিক নিয়ে। দাও মুকুট!

দিলারা। না—নিরপেক্ষ দর্শক নয়—তুমি লড়াই ক'রবে আকবরের পক্ষে—প্রতিজ্ঞা কর!

পীর। প্রতিজ্ঞা ক'রছি খোদার নামে—দাও মুকুট—

দিলারা। মুকুট আমার কাছে থা'ক! মুকুট মাথায় দিয়ে তুমি আকবরের পক্ষে যোগ দিতে পার না! বাইরাম বন্দী হ'ক—তখন আমি নিজের হাতে এই মুকুট পরিয়ে দেব তোমার মাথায়! মুকুটের মালিক—মসনদের মালিক—এস! যুদ্ধ বেধেছে! তোমার স্থান—তোমার স্থান—আকবরের পার্শ্বে!

পীরমহম্মদকে টানিয়া লইয়া প্রস্থান

নেপথ্যে কামান গর্জ্জন—জয়োল্লাস

বাইরামের প্রবেশ

বাইরাম। কোথায় পীরমহম্মদ? কোথায় গেল সে বেইমান? আমি নিজে সৈন্য চালনা ক'রব—পীরমহম্মদের সৈন্য! দেখি কোন্ ধৃষ্ট সৈনিক বাইরামের আদেশ লঙ্ঘন করে!

হায়দারের প্রবেশ

হায়দার। খাঁ খানান্! খাঁ খানান! পীরমহম্মদ—

বাইরাম। পীরমহম্মদ?

হায়দার। শত্রুপক্ষে যোগ দিয়েছে!

বাইরাম। খোদা!—মসনদ চাই না—সিতারাকে ফিরিয়ে চাই না—চাই পীরমহম্মদের কলিজার রক্ত!

দৃশ্যান্তর

রণস্থলের একাংশ

দিলারা ও পীরমহম্মদের প্রবেশ

পীর। এইবার—এইবার দিলারা—বাইরাম ত পরাজিত! আমি তা হ'লে আকবরকে আক্রমণ করি?

দিলারা। বাইরাম পরাজিত—কিন্তু বন্দী নয়! বাইরাম বন্দী না হ'লে তুমি আকবরকে আক্রমণ ক'রতে পার না! তাকে ধৃত করা চাই—যে ভাবে হ'ক!

পীর। পালাবার পথ একমাত্র মুলতানের দিকে—রহিম খাঁর আশ্রয়ে!

দিলারা। তবে তুমি যাও সেই পথে! আগে তাকে ধ'রে আনো!

পীর। একশো—একশো মাত্র সেপাই নিয়ে আমি বাইরামকে ধ'রে আনতে চ'ললাম দিলারা!—জীবিত কি মৃত!

দ্রুত প্রস্থান

আদম খাঁর প্রবেশ

আদম। বাইরাম পালিয়েছে দিলারা! আমি তা হ'লে এইবার আকবরকে বন্দী করি?

দিলারা। তোমার জন্যই আমি অপেক্ষা ক'রছি আদম খাঁ!—কোথায় পরাজিত বাইরাম? ক্ষণিকের প্রলোভনে পীরমহম্মদ তার প্রভুকে

ত্যাগ ক'রেছিল—এখন সে অনুতপ্তচিত্তে আবার ছুটেছে প্রভুকে ফিরিয়ে আনবার জন্য ! বাইরাম পীরমহম্মদ যদি মিলিত হয়—

আদম। আবার যুদ্ধ হবে ! পীরমহম্মদের সৈন্য বিশহাজার—অদূরে রহিম খাঁ মুলতানীর সৈন্য বিশহাজার ! দু'জনে মিলিত হ'লে—

দিলারা। একশো মাত্র সেপাই নিয়ে পীরমহম্মদ ছুটেছে মুলতান সড়কে বাইরামকে ফিরিয়ে আ'নতে ! তুমি সৈনিক নিয়ে তাকে আটক করো আদম খাঁ !

আদম। দু'শো সৈনিক নিয়ে আমি বাইরাম আর পীরমহম্মদকে বন্দী ক'রতে যাচ্ছি দিলারা ! বাইরাম আর পীরমহম্মদ—জীবিত কি মৃত !

দ্রুত প্রস্থান

বীরবলের প্রবেশ

বীরবল। আঙ্গাকে দেখেছ দিলারা ? তিনি আমায় ডেকে পাঠিয়েছেন—

দিলারা। না—দেখিনি !

(বীরবল প্রস্থানোদ্যত)

দিলারা। একটু দাঁড়াও—বীরবল ! আমার দু'টো কথা আছে !

বীর। কী কথা দিলারা ? আমি ত শপথ পালনের জন্য সর্ব্বদাই প্রস্তুত ! তুমি—অপেক্ষা কর—আমি এখুনি ফিরে আ'সছি—

দিলারা। ফিরে এসে যদি দেখ—আমি নেই ?

বীর। দিলারা—

দিলারা। তুমি খুব খুশী হবে বোধ হয়—কেমন ?

বীর। না—না—না—এ কি কথা দিলারা ?

দিলারা। খুসী হবেনা ? লালীর মসনদ—তোমার হৃদয়ের মাঝে লালীর যে মসনদ—তার অধিকার নিয়ে আর কেউ কলহ ক'রতে আ'সবেনা —এ কথা চিন্তা ক'রেও তুমি খুসী হবেনা ?

বীর। এ কথা কেন দিলারা ? আমি ত শপথ ক'রেছি !

দিলারা। হাঁ—শপথই ক'রেছ—আর কিছু করনি ! (ভগ্ন কণ্ঠে) নর্ত্তকীকে ভালবাসতে পারনি ! যে শুধু নিতে জানে—দিতে জানে না—সেও যে তোমার লালীরই মত মানুষ—এ কথা ভাববার মত অনুকম্পাটুকুও অর্জ্জন ক'রতে পারনি বন্ধু !

(প্রস্থানোদ্যতা)

বীর। দিলারা—শোন—দাঁড়াও—

দিলারা। (ফিরিয়া) কী শুনব ? লালী তোমায় ভালবাসে—তুমি লালীকে ভালবাস—আমি কে ?—আমার কাজ শেষ হ'য়েছে বীরবল—আমি চ'লে যাচ্ছি আজই !

বীব। না—না—না—

দিলারা। 'না' কেন বন্ধু ? একবিন্দু ভালোবাসার ভিখারিণী হ'য়ে তোমার দ্বারে এসেছিলাম—তাও দেবার শক্তি তোমার নেই ! কিসের মোহে আব আবদ্ধ হ'য়ে থা'কব ? নর্ত্তকী—গণিকা—তবু যে আমি নারী ! ভালবাসবার—ভালবাসা লাভ ক'রবার—আকুল তৃষ্ণা যে আমার প্রতি রক্তকণায় সজীব ! দেহ নিয়ে অনন্ত

ছিনিমিনি খেলার অবসরে, অন্তর যে আমার একটী বাঞ্ছিত পুরুষের আগমনের আশায় তপস্বিনী সেজে—সেই কোন্ এক কৈশোর ঊষা থেকে পূজার ডালি সাজিয়ে ব'সে আছে! বাঞ্ছিত পুরুষ তুমি এলে—কিন্তু অন্তরের সে পূজা নিলেনা ত তুমি! আমি কেন থা'কব—কেন মরীচিকায় শুষ্কতালু হ'য়ে জ্ব'লে ম'রব—কেন শুষ্ক কৃতজ্ঞতার বিদ্রূপ তোমাদের কাছে লাভ ক'রে আমার ধিক্কৃত নারীত্বের অভিসম্পাতে তিলে তিলে তুষানল সইব? তার চেয়ে—মক্কায়—খোদার চরণাশ্রয়ে—দেখি যদি শান্তি পাই—দেখি যদি ভুলতে পারি—দেখি যদি খোদার করুণা লাভ ক'রতে পারি—যে করুণায়—শতজন্ম পরে হয়ত লালী দিলারা এক সাথে মিশে একটী নারী সৃষ্টি হবে—একটী নারী—বীরবলের একটী প্রিয়তমা—নাম তার লালী নয়—নাম তার দিলারা নয়—নাম তার বীরবলের প্রিয়তমা!

বীর। দিলারা! দিলারা!

হাত ধরিল

দিলারা। উঃ—না—আমি—আমি—এত আত্মহারা কেন হ'লাম আমি? যাও বন্ধু—বহু কাজ তোমার সম্মুখে! আর আমার সম্মুখে দীর্ঘ—অতি দীর্ঘ মরুপথ! বিদায়! চির বিদায়—চির বিদায় বন্ধু!

প্রস্থান

বীরবল বিষণ্ণভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন

মাহম আঙ্গার প্রবেশ

মাহম। আমি তোমায় ডেকে পাঠিয়েছিলাম—বীরবল!

বীর। আজ্ঞা?—(দীর্ঘ নিশ্বাস) আদেশ করুন!

মাহম। দিলারার কাছে যেরূপ শুনেছি—তাতে আদম খাঁ ও পীর-মহম্মদ—

বীর। দিলারার কাছে?

মাহম। তোমরা যখন যুদ্ধে ব্যাপৃত—দিলারা তখন আমার কাছে ব'লছিল—দুই বেইমান মোগল সেনাপতির লজ্জাকর চরিত্রের কাহিনী! আদম খাঁ—পীরমহম্মদ—তাদের দু'জনকেই বন্দী ক'রে অন্ধকূপে নিক্ষেপ কর বীরবল! সংবাদ পেয়েছি তারা অল্পসংখ্যক সৈনিক নিয়ে মুলতান ফটকের দিকে গিয়েছে! ফিরে আসবামাত্র তাদের বন্দী ক'রবে! অন্ধকূপ—অন্ধকূপ! সেখানে তারা মসনদের আকাঙ্ক্ষায় উত্তপ্ত মস্তিষ্ক শীতল করবার অখণ্ড অবসর পাবে!

বীরবল। আজ্ঞা—

মাহম। যাও বীরবল—এই মুহূর্ত্তে—

প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

অজয়গড়—দরবার

নেপথ্যে সৈনিকগণের আনন্দোল্লাস

দুই জন প্রহরীর প্রবেশ

১ম প্রহরী। কি ক'রে ধরা প'ড়ল—বাইরাম?

২য় প্রহরী। বেদম চোট লেগেছিল মাথায়—হুঁস ছিল না! মড়ার গাদার মধ্যে প'ড়েছিল! মড়া সব সরাতে গিয়ে—

১ম। ম'রবে না কি?

২য়। নাঃ—এখন চাঙ্গা হ'য়ে উঠেছে! ম'রবে রণবাঘার পায়ের তলায় নয় ত ফাঁসী কাঠে—লড়াইয়ে ম'লে ত বেঁচে যেত!

উভয়ের প্রস্থান

মাহুম আঙ্গা ও মুনিম খাঁর প্রবেশ

মাহুম। আমি আপনার এ প্রস্তাব সঙ্গত মনে করি না উজীর! পরলোকগত বাদশা হুমায়ুনের অপরিসীম বিশ্বাসের এতখানি অপব্যবহার যে ক'রেছে—কোন কারণেই সে বেইমানকে জীবিত রাখা কর্ত্তব্য নয়!

মুনিম। বিপথগামী হ'লেও বাইরাম একজন কর্ম্মবীর—দক্ষ শাসনকর্ত্তা—দিগ্বিজয়ী যোদ্ধা! তার প্রাণদণ্ডে মোগল ক্ষতিগ্রস্ত হবে! তার

চেয়ে অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য অন্ধকূপে আবদ্ধ রেখে দেখা যাক—তার অন্তরে আবার রাজভক্তির উদ্রেক হয় কি না! সৈনিকেরা কেন এত বিলম্ব ক'রছে বন্দীকে আনয়ন ক'রতে?

মাহুম। চলুন—আমরা এগিয়ে দেখি! বাইরামের যোগ্য দণ্ডই প্রাণদণ্ড!

উভয়ের প্রস্থান

আকবর, লালী ও সিতারার প্রবেশ

সিতারা। সম্রাট!

আকবর। সিতারা!

সিতারা। দিলারাকে ফেরাও সম্রাট! দিলারাকে ফেরাও!

আকবর। না—

সিতারা। 'না' কি সম্রাট?

আকবর। এ চরম পথ অবলম্বন দিলারারই উপযুক্ত! আমরা তাকে বাধা দেব না!

লালী। বাধা দেব না? তাকে ফিরিয়ে আ'নব না? যে সিতারাকে উদ্ধার ক'রে এনেছিল—তাকে আমরা অনাদরে চ'লে যেতে দেব? আমরা যে শপথ ক'রেছি—

আকবর। সে যে শপথ থেকে আমাদের সবাইকে মুক্তি দিয়ে গেল! লালী! সে আমাদের কাছে শুধু দিতেই এসেছিল—নিতে আসে নি কিছুই! কিছুই ক'রবার নেই লালী! এস—আমরা এইখান থেকেই উদ্দেশে তাকে সেলাম করি—

সকলে সেলাম করিলেন

বন্দী বাইরামকে লইয়া সসৈনিক মুনিম খাঁ ও মাহুম আঙ্গার প্রবেশ

মাহুম। বাদশা! এই বাইরাম খাঁ—তোমার আততায়ী—শত্রু! মসনদের লোভে যে তোমার প্রতিদ্বন্দ্বিতা ক'রতে গিয়েছিল—তাকে চরম দণ্ডে দণ্ডিত কর আকবর!

আকবর। মসনদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা! মসনদের জন্য দ্বন্দ্ব বাইরামে ও আকবরে—মসনদের জন্য দ্বন্দ্ব লালী ও দিলারায়! এ দ্বন্দ্ব মানুষের প্রকৃতিজাত! এর জন্যে মানুষকে দণ্ডিত করা চলে কি?

মাহুম। আকবর!

আকবর। এক নর্ত্তকী পরাজিত প্রতিদ্বন্দ্বীকে মসনদ দান ক'রে চ'লে গেল—আর আকবর—সে কি এতই ভীরু, এতই লোভী যে সে পরাজিত প্রতিদ্বন্দ্বীকে দুনিয়া থেকে অপসৃত ক'রে দেবে—নিজের ভবিষ্যৎ নিরাপদ ক'রবার জন্য?—খাঁ খানান বাইরাম খাঁ! মুক্ত আপনি!

বাইরাম। আকবর! আকবর!

আকবর। আপনি মোগল কুলতিলক—আপনার এ দু'দিনের ভ্রম আমাকে ভুলে যাবার সুযোগ দিন—মসনদের কল্যাণে আপনার অমেয় শক্তি আন্তরিকভাবে নিয়োগ ক'রে!

বাইরাম। (ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া) না সম্রাট! ভাঙ্গা কাচ জোড়া লাগে না!—মুক্তি যদি দিয়েছ—তবে অবসরই আমায় দাও তুমি! সিতারাকে বিবাহ ক'রে মোগল মসনদে উপবেশন ক'রে তুমি চির সুখী হও! আমি মক্কা যাত্রা করি!—তুমি উদার—এই উদারতা হিন্দুস্থানের ত্রিশকোটী সন্তানের প্রাণে সঞ্চার করুক সেই স্বর্গীয়

সামগ্রী—বাবরের তরবারি যা কোনদিন সঞ্চার ক'রতে পারে নি—অবাধ, অখণ্ড, স্বচ্ছন্দ রাজভক্তি !

প্রস্থান

আকবর। খোদার বিচিত্র বিধান আঙ্গা !—মসনদ থেকে যে আমায় বঞ্চিত ক'রতে চেয়েছিল—আর সেই হৃতপ্রায় মসনদের পুনরুদ্ধারে যে আমায় প্রাণপাত সাহায্য ক'রেছে—তারা আজ উভয়ে এক সাথে মক্কাযাত্রী !

বীরবলের প্রবেশ

বীরবল। আঙ্গা ! আঙ্গা !

পদতলে বসিলেন

মাহুম। একি—বীরবল ! পুত্র !

বীরবল। আঙ্গা ! আমায় পুত্র সম্বোধন ক'রবেন না—আমি আপনার পুত্রহন্তা !

মাহুম। অ্যাঁ—

আকবর। আঙ্গা—

আঙ্গাকে ধরিলেন

বীরবল। পীরমহম্মদ আর আদম খাঁকে বন্দী ক'রবার জন্য আপনিই আমায় পাঠিয়েছিলেন ! প্রথম ফিরে আসে আদম খাঁ—আমি তাকে আক্রমণ করি ! যুদ্ধে আমারই আঘাতে আপনার পুত্র—আঙ্গা ! মোগল মসনদ আপনি আকবরের জন্য ফিরিয়ে এনেছেন—আর তারই প্রতিদানে আকবরের বন্ধুর হাতে আপনার পুত্রের মৃত্যু !

মা। পুত্র? ভুল—বীরবল—ভুল! রাজদ্রোহী সন্তানকে সন্তান ব'লে, তার জন্য অশ্রুমোচন ক'রবার মত দৈন্য মাহুম আঙ্গার নেই! আমার পুত্র?—আমার পুত্র আকবর—আমার পুত্র বীরবল—আমার পুত্র—মোগল মসনদের কোটী রাজভক্ত প্রজা!—পুত্র! মোগল মসনদের মালিক!—(ভগ্ন কণ্ঠে) আমি তার মৃত্যুদণ্ড দিয়েছি! রাজদ্রোহী—উচ্ছৃঙ্খল—বেইমান!—কিন্তু সে আমারই সন্তান! তার লজ্জায় আমার লজ্জা—তার পাপে আমার পাপ! আদম—আদম খাঁ!

আকবর। আঙ্গা—আকবর কি আদম খাঁর অভাব পূর্ণ ক'রতে পারে না?

মাহুম। দুনিয়ায় দু'টী বন্ধন মাত্র ছিল বৃদ্ধা আঙ্গার—আকবর আর আদম খাঁ! আদম খাঁর কদাচারজনিত অন্তর্দ্দাহেরও আজ আমার অবসান—আকবরের প্রতি কর্ত্তব্যেরও আজ পরিসমাপ্তি!

সিতারা ও আকবরকে সিংহাসনে বসাইয়া আকবরকে মুকুট পরাইয়া দিলেন

তোমরা দিল্লী যাত্রা কর—আমি যাত্রা করি—

আকবর। কোথায়?

মাহুম। যে পথে দিলারা গেছে—বাইরাম গেছে—মক্কার পথে!

যবনিকা